

চীনের ইতিহাস ।

অতি প্রাচীনকালাবধি বর্তমানকাল পর্যন্ত সমুদায় ইতিবৃত্ত,
ও অসুনাভূত-প্রচলিত শাসন-প্রণালী, ধর্ম-প্রণালী,
আচার-ব্যবহার, ও টৈমীয় সাহিত্য, শিল্প ও
দর্শনশাস্ত্রাদি বিদ্যক বৃত্তান্ত বিবিত

শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রণীত ।

"Let observation, with extensive view,
Survey mankind from China to Peru."

JOHNSON

কলিকাতা ।

শ্রীযুত ইংরাজ বন্ধু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে
ক্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত ।

শকাব্দঃ ১৭৮৭ । খ্রীঃ অব্দ ১৮৬৫ ।

মঙ্গলাচরণ ।



১৯১৬ খ্রীঃ উত্তমনারায়ণ বংশাবতঃসংস্কৃত-সুত্র-বিদ্যাধ্যাপকঃ

গুণগরিমা-সার্থকাখ্য

শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

মহোদয়কে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থের

শিরোভূষিত নামা করিয়াঃ

গ্রন্থকার

সর্বজন বিদিত উক্ত মহিমার্ণবের সকাশে

নাতিশয় সম্মানের সহিত

উৎসর্গ করিল।

ইতি।

ভূমিকা ।

অধুনা অস্বদেশে সৰ্বশাস্ত্রানুশীলনের
আধিক্যপ্রযুক্ত জ্ঞানোন্মালীর প্রথর অংশ-
জালে দেশান্তর্গত প্রগাঢ় অজ্ঞানধ্বাস্ত ক্রমশঃ
তিরোহিত হইয়া, জনসমাজের যথেষ্ট উন্নতি
সাধনের যেকপ সূত্রপাত হইয়াছে, বহুকাল
তাহার কোন ছন্দাংশই প্রাদুর্ভূত হয় নাই ।
এক্ষণে সহস্র২ লোক বিবিধ সুপ্রণালী ও
সদুপায় সহযোগে যেকপ নানা শাস্ত্র শিক্ষা
করিতেছেন, ইত্যম্পকাল পূর্বে তাঁহাদের
পূর্বপুরুষেরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন ।

বিদ্যার্থিগণ জ্ঞানোপার্জনের মহোপ-
কারিতা সমাগবগত হইয়া, বিবিধ শাস্ত্রের
সদুপদেশ গ্রহণাভিলাষে যেকপ সমধিক যত্ন-
বান হইয়াছেন, তাঁহাদের এই অতীক্ট সিদ্ধির
সদুপায়সাধন তথা উৎসাহ বর্দ্ধনপূর্বক তাঁহা-
দিগকে সকলপ্রযত্ন ও চরিতাধ্যবসায় করা,
দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাজেরই কর্তব্য কর্ম ।

পরন্তু নানা শাস্ত্র-সম্বর্ত-ঘটিত, বিবিধ-নীতি-গত-প্রস্তাব-পরিপূরিত - গ্রন্থাদি সুপ্রীকাশ করাই, ঐ ব্যাপার সুসম্পাদনের একমাত্র উপায়, কেননা গ্রন্থই সকলচিত্তবিনোদক, জ্ঞানকলত্রদ বিদ্যাভ্রমের মূল স্বরূপ । যে প্রদেশে তত্রত্য ভাষা-বিরচিত সর্ব বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাদির প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়, সে প্রদেশ অবশ্যই সমধিক শ্রীসম্পন্ন ।

সম্ভ্রতি এতদ্দেশে বঙ্গভাষার পর্যালোচনা নিবন্ধন বৎসর কতিপয় মধ্যে তাহার যেকূপ ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, একপ চর্চায় কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, ক্রমে বঙ্গভাষা যে বিলক্ষণ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেরই স্বীকার্য্য । ইতিহাস যে সাক্ষ্যের প্রসব, এই প্রবাদটী নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, যুক্তিবিরুদ্ধ, ও অপ্রামাণিক নহে । কোন ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন, যে, ইতিহাস অতীতানাগত কালের আলোক স্বরূপ, ঘটনাদির স্মৃতির ভাণ্ডার স্বরূপ, সত্যের প্রমাণ স্বরূপ, জ্ঞান ও সত্বপদেশের আকর স্বরূপ, এবং জন-

সূচীপত্র ।

প্রথম প্রকরণ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

পৃষ্ঠা

চীনের সাধারণ বিবরণ ।

ইহার স্থান নিম্নে । নামোৎপত্তি ; চৈনীয়দের
কুসংস্কার । শীমা, বৃহৎ আচীর । পরিমাণ কল ।
দেশ-বিভাগ । পিকিন রাজধানীর সমস্ত বিবরণ ।
নান্‌কিনের বিবরণ । কান্টনের বিবরণ । ... ১—১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

চীনের প্রাকৃতিক বিবরণ ।

ইহার প্রকৃতিবিবরণ । হুদ । নদী । রাজকীয়
পরিখা । দ্বীপ, হেমালু ; হংকং ; মেকোরো ; কর্মোরা ;
আময় ; জুহু । চীনের জলবায়ু । জুমি । ... ১৮—২৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

চীনের সাধারণ উৎপত্তি ।

কৃষিকর্ম । শস্য । কল । শাক ফলাদি । বৃক্ষাদি ।

জীবজন্তু, পক্ষাদি; গন্ধী কীটাদি; মৎস্য। আক-
রিক, বাতু; অন্তর; মৃত্তিকা। ... ২৫—৪১

দ্বিতীয় প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চৈনীয়দের আশা বৃত্তান্তের

অনিশ্চয়।

তাহাদের প্রমাণিক আশা বৃত্তান্তের অভাব।
অপরাপর প্রাচীন জাতির বৃত্তান্ত তাহাদের তুলনায়।
তাহাদের আদ্যোপপত্তির অনিশ্চয়। তাহাদের
প্রাচীন ইতিহাসের দুর্বলতা ও অসঙ্গতির কারণ। ৪২—৪৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাথমিক সম্রাটগণের কাণ্ডনিক

বিবরণ।

পুয়ান, শীংহোয়াং প্রভৃতি আদি সম্রাটগণের
অসঙ্গিক বৃত্তান্ত। চৈনীয় কাই, অর্থাৎ যুগ। অষ্টম
যুগে অধিক প্রকাশ। সবল যুগে অধিক ও অসামান্য
বিবরণের হুতি। যুগ সকলের কাল বিভাগ বিবরণ

গণনা । তাঁহার রাজ্য আশেপাশে কোহি ; তাঁহার জন্ম-
রত্নান্ত ; রাজ্যাধিকার ও রাজত্ব । তাঁহার মৃত্যু ।
তাঁহার উত্তরাধিকারী ইয়াওর রাজত্বে এক অদ্ভুত
ঘটনা । • কোহিকে নোরা বলিয়া বর্ণন । ৪৬—৫১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশাবলি ; এবং সেই সকল
বংশারম্ভের পূর্বকালিক কোহির
উত্তরাধিকারি সম্রাটগণের
বিবরণ ।

[খ্রীঃ পূঃ ২৮৩৮-২২০৭ ।]

টেনীসদের আভাবিক চরিত্র । ভিন্ন ভিন্ন রাজ-
বংশাবলি ও তাঁহার কালনিরূপণ । কোহির উত্ত-
রাধিকারী সম্রাটগণ । ইয়াওর রাজত্ব । তাঁহার
মৃত্যু । সানের রাজ্য আশেপাশে । তাঁহার উত্তরাধিকারী
ইউ দারা প্রথম রাজবংশ স্থাপন । ৫৫—৬২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

প্রথম তিন বংশীয় বিখ্যাত সম্রাট্-

গণের রাজত্ব বিবরণ ।

[খ্রীঃ পূঃ ২২০৭-২৪৮৭]

ইউর রাজত্ব । প্রথম বংশের শেষ । দ্বিতীয়
বংশীয় টেক্সুর রাজত্ববনে এক উত্ত বৃক্ষের অন্ত-
ভোগ্যপতি । টেক্সীয় মনীষী ভেৎজাং । ভেৎজাং
পুত্র ভুভাং দ্বারা সিউসিনের পরাজয় ; এবং তৃতীয়
বংশ স্থাপন । ভুভাং সন্তান হইয়া রাজত্ব করেন ।
কংফুচী, তাঁহার জন্মরাজ্য । তাঁহার ক্রমণঃ
আবির্ভাব ও খ্যাতি প্রকাশ । তাঁহার সময়ে
রাজ্যের অবস্থা । নীতিশিক্ষা প্রদান জন্য তাঁহার
বিবিধ দুর্দশা । তাঁহার বিগত পাত্রবর্জী ভূগল-
গণের বড়যজ্ঞ । তাঁহার অসংখ্য শিখাকর্ষণ । তাঁহা-
দের বিবরণ । তাঁহার ধর্মনীতি প্রচারাভিযান
তাঁহার অবস্থা-বর্ধন । তাঁহার মৃত্যু । তাঁহার সম্রাট
রাজ্য । তাঁহার পুত্রের নিয়ম । তাঁহার কর্তৃত্ব ।
ওজ্জ্বল গ্রন্থসকলের বিবরণ । তৃতীয় বংশের শেষ
প্রায় । আলেকজান্ডার । তাঁহার রাজত্বের অবসান । ৩২—৩৩

সমাজ-প্রচলিত ব্যবহারগত রীতি-নীতির
নিরামক স্বরূপ । ইতিহাস দ্বারা নানা দিগ্দেশ-
শীল প্রাচীন অথবা আধুনিক মনুষ্যবর্গের যে
সকল মহা মহা সদস্য কীর্ত্তি, ও তাহাদের
আচার ব্যবহারের দোষ গুণসকল অবগত
হওয়া যায়, বিশুদ্ধ তর্কবিতর্কের সহিত সেই
সকল সুচারুরূপে পর্যালোচনা করিলে, অতি
সহজই যেকোন দূরদর্শিতা তথা বিচক্ষণতা, ও
অভিজ্ঞতা উপলব্ধি হয়, মহামহোপাধ্যায় সর্ব-
শাস্ত্রবিশারদ বিজ্ঞতম পণ্ডিতের উপদেশেও
সেইরূপ কখন সম্ভবপর নহে ।

ভারতভূমিতে সুচারু-গদ্য-বিরচিত, প্রামা-
নিক-ইতিবৃত্ত-সংঘটিত, ও যথার্থ কালনির্ণয়-
সহকৃত ইতিহাস রচনার প্রথা প্রচলিত না
থাকাতে, আমাদের যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিয়াছে ।
পূর্বকালে এই রত্নভূভারততু অপূর্ব-মনীষা-
সম্পন্ন, অলৌকিক বলবীৰ্য্যবিশিষ্ট, ও
মানবসত্তাবি-নিখিল-গুণবান যে সকল মহীয়ান
মহীপতিতে, এবং সমার্য-শাস্ত্রায়সংসিক্ত
সুপরিণত-জ্ঞান-কলালোম্বিত বিদ্যাপাদপ-

পরিভূষিত চিত্ত-ক্ষেত্র-পরিণায়ক। যে সকল মহা মহা সুধীগণে যথী সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সত্যার্থ নিয়ামক সুযৌক্তিক, ও বিশুদ্ধ ইতিবৃত্তালোকাভাবে তাঁহাদের যথার্থ তত্ত্ব ভ্রমতিমিরাবগাঢ়কূপে বিলীন রহিয়াছে। এইরূপে ইতিহাসের অসম্ভাবে আমাদের, ও অপরাপর প্রাচীন জাতির প্রামাণিক আদ্যবৃত্তান্তসকল বিল-ক্ষণ অনিশ্চিত, ও অপরিজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। অতএব, পাঠকবর্গ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, আনুপূর্ব্বিক-কাল-নির্ণীত, ও যথার্থ-ইতিবৃত্ত-বর্ণিত ইতিহাস রচনা কতদূর সহোপকারী।

বর্তমানে অনেকানেক বাঙ্গালা সাহিত্য-বিশারদ সুপণ্ডিত ভিন্নঃ সুপ্রসিদ্ধ প্রদেশ ও সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনা করিয়া, বঙ্গভাষার ও বঙ্গদেশের সমধিক মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। চীনরাজ্য অতীত প্রাচীন, সুবি-স্তীর্ণ, ও অখিলজনপরিজ্ঞাত। এই প্রসিদ্ধ জনপদের কোন প্রকার ইতিহাস ভারতীয়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

চতুর্থ বংশানুত্তাবধি কিটান তাতারদিগের
রাজ্য বিনাশ পর্য্যন্ত ।

[খ্রীঃ পূঃ ২৫৫—খ্রীঃ অব্দ ১১১৭ ।]

সীহোয়াংটির রাজত্ব । তাহার অন্ততুত প্রাচীর
নিৰ্ম্মাণ । চীনের প্রাচীন ইতিহাস সকলের দৃষ্টি ।
ভূটির রাজত্ব । টেওছিদের প্রভাবশা, এবং সম্রাটের
জয় । ফান্সিন্ নামক এক দার্শনিক দার্শনিক ।
পরম ধার্মিক টেহং সম্রাটের রাজত্ব ; এবং নেটো-
রিয়ান প্রী কিয়ানদের আগমন । কিটান তাতারদিগের
দের রাজত্ব স্থাপন । রাজকপুকী-
টেহংকারা তাতারদের পতন ।
রাজ্যধিকার । ন্যুচি বা কিন্-
তাহাদের রাজত্বের বিনাশ । ... ১৩—১০৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

কিন্ তাতারদের রাজ্যানুত্তাবধি তাহার
ধ্বংস পর্য্যন্ত ।

[খ্রীঃ অব্দ ১১১৭—১২৩৪ ।]

কিন্ তাতারদের রাজত্ব । তাহাদের পতন ।

চৈনীয়দের যুদ্ধ । মোগল-সেনাপতি জেঙ্গিস খাঁ ।
তাঁহার সহিত কিন্‌ভাতারদের যোঁর যুদ্ধ । তাঁহার
সেনাপতি মহালি । জেঙ্গিস খাঁ দ্বারা তাম্বা রাজ্যের
উৎখাত । তাঁহার মৃত্যু । তাঁহার পুত্র অক্কেব
জয়বিজ্ঞার । কিয়ৎসিন্ দ্বারা মোগলদের
পরাজয় । এবং কিন্‌ভাতারদের পরাজয় । ... ১০৭—১২৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

মোগলদের রাজ্যারম্ভাবধি তাঁহার ক্ষয়
পর্যন্ত ।

[খ্রীঃ অব্দ. ১২৩৩—১৬৬৮ ।]

মোগলদের সহিত দাক্ষিণাত্য চৈনীয়দের যোঁর
যুদ্ধ । চৈনীয়দের দ্বারা মোগলদের পরাজয়, এবং
মোগলরাজ মেহম্মদের বধ । হুগলির জয়পরে
অন্ধ্রদেশ, এবং তাঁহার জয়বিজ্ঞার । চৈনীয়দের
পরাজয় । ইরেন নামক মোগলরাজবংশারম্ভ ।
হুগলির রাজত্ব । চীন-সেনাপতি চুর উদ্ভক্তি ।
তাঁহার জয়বিজ্ঞার, এবং তদ্বারা মোগলদের
পরাজয় । ... ১২৭—১৩৪

মিং বংশীয় রাজাবধি, হিন্ বংশীয় কায়াকিংয়ের
রাজত্বাবসান পর্য্যন্ত ।

[খ্রীঃ অব্দ ১৩৬৮—১৮২১ ।]

চু যারা মিং বংশ স্থাপন । গোটুগিজদের আগ-
মন । তাহাদের যারা মেকেয়ো স্বীণ অধিকার ।
ব্রিটিশদের আগমন । প্রধান বিজোহী চাং এবং
লির ভয়বিস্তার । টৈনীয়েদের পতন, এবং মাফু-
বংশীয় রাজত্ব । কাঞ্জির রাজত্ব । হকিং সম্রাটের
রাজত্বে এক ভয়ানক ভূমিকম্প । কিয়েনলিং
সম্রাট । লড্ মেকার্টনির আগমন । কায়াকিংয়ের
রাজত্ব । টৈনীয়েদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ ।
কায়াকিং সম্রাটের মৃত্যু । ... ১৩৬—১৮২

নবম পরিচ্ছেদ ।

টৌকুয়াংয়ের রাজত্বাবধি পর্য্যন্ত ।

[খ্রীঃ অব্দ ১৮২১—১৮৬৪ ।]

টৌকুয়াংয়ের রাজত্ব । চীনের সহিত ইং ইতিহাস
কোম্পানির বাণিজ্য যেন । এবং কাঞ্জির ইংরাজি
কমিশনার আগমন । টৌকুয়াং যারা ইংরাজদের

বাণিজ্য নিবারণ, এবং তাহাদের কুরীকরণ।
ইংরাজদের সহিত যৌরযুদ্ধ, এবং তাহাদের বুল
বিক্রম প্রকাশ। ইংরাজদের সহিত সন্ধি স্থাপন।
ইংরাজদের জয় বিস্তার। নানুকিনের সন্ধি।
হংকং দ্বীপ গ্রহণ। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিদের
সহিত চীনের বাণিজ্য সন্ধি স্থাপন। চৌকুম্বাঙ্গের
মৃত্যু। রাজ্যের ভাৎকালিক অবস্থা। গোপনীয়
চৈনীয় সভা। হাংকংর রাজ্যপ্রাপ্তি ও রাজত্ব।
চৈনীয়দের বিদ্রোহ। এক নুতন ধর্মের উৎপত্তি।
হাং নীজ : তাহার জন্মরাজত্ব। চৈনীয়দের
সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ। লর্ড এলগিনের আগ-
মন। ভারতবর্ষীয় বিদ্রোহ। ইংরাজদের পিকিনে
উপস্থিতি। গীল্ডিনের সন্ধি ; তাহার নিয়ম। তৎপরা
চীনের সভ্যতারত্ব। ঐ সন্ধি ভঙ্গ, ও পুনরুদ্ধারত্ব।
চৈনীয়দের পরাজয়, ও পিকিনে পুনঃ সন্ধি স্থাপন।
হাংকংর মৃত্যু, ও তৎপুত্র চুংহির রাজ্যাভিষেক।
কোংসি রাজত্ব। বিদ্রোহীদের পুনঃ আকৃষ্টান।

কোন ভাষায় দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব এই অভাব দূরীকরণ মানসে, কয়েকখান ইংরাজী পুস্তক অবলম্বন করিয়া, এই ক্ষুদ্র ইতিহাস গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। ইহার সঙ্কলন বিষয়ে আমি যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রমের ক্রটি করি নাই। পুস্তক মুদ্রাক্ষনের পূর্বে প্রথমতঃ সংবাদ সূত্রাকর পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্ন, পরে কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের সংস্কৃত সাহিত্যের বিজ্ঞতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন হস্তাক্ষরখানি পাঠ করিয়া স্থানে-
 আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন ; পরিশেষে সর্বজন-প্রসিদ্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি-সমুদ্র শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়কে দেখাইলে, তিনিও মানুগ্রহে পরিশ্রম স্বীকার-পূর্বক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া মুদ্রাক্ষনে উৎসাহ প্রদান করিলে, আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হই। এই গ্রন্থে চীনরাজ্যের যে সকল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, তাহার ঐ চরিত্রকার জাতির যাবতীয় সটীক বিবরণ

অবগত হওয়া যাইতে পারিবে । ইহাতে যে মানচিত্র সংযোজিত হইল, তাহাতে চীনের সমুদায় প্রদেশ, নগর, নদী, হ্রদ, ইত্যাদির যথার্থ অবস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে ।

একগে সাধারণ সমীপে প্রার্থনা এই, যে, তাঁহারা অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্বক সহৃদয়ে এই গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই, আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হই, ও সার্থক হই ।

শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ।

কলিকাতা, টেকাচ ১, ১৯৭২ সাল ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

চীনের শাসন-প্রণালী ।

রাজপ্রভুত্ব । সৈন্য, সাংগ্ৰামিক শিক্ষা-উপায়, অস্ত্র-শস্ত্র, বিবিধ প্রকার দুর্গ, ইত্যাদি । রাজকীয় ব্যবস্থাবলী । নগর-রক্ষার্থ শাসন । রাজস্ব । রাজ্য-ভ্রমণ অন্যান্য বিষয়াদি প্রস্তাবনা ... ১৭২—২০০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

চীনের ধর্ম-প্রণালী ।

চীনের পূর্বতন ঐশ্বর্যোপাসনা । কংফুচীর ধর্মমত । টেউজিহির মত ও সমাজ । বৌদ্ধ-ধর্ম । রিহুদি, ও মুসলমান । ... ২০১—২২৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

চীনের ব্যবহারগত নীতিনিতি ।

কৃষি-বিজ্ঞান । সন্তান-পালনের শিক্ষা । জমি-পূরণের

পৃষ্ঠা

বেশভূষা । অলঙ্কারবিজ্ঞান । চৈতন্যদেবের ব্যবহা-
রাধিক্য, ও অপরোপিত আচারব্যবহার । ... ২২৩—২৪০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

চৈতন্যদেবের সাহিত্য, শিল্প, এবং

দর্শন শাস্ত্র ।

ভাষা । কাব্য । জ্যোতিষশাস্ত্র । কাগজ, কালী,
এবং লুকাইল । চিকিৎসা শাস্ত্র । সঙ্গীত শাস্ত্র ।
চিত্রবিদ্যা, এবং অন্যান্য শিল্পোনির্মাণ ।
উৎসাহসংহার । ... ২৪১—২৪৭

সম্পূর্ণ ।

চীনের ইতিহাস ।

প্রথম প্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

চীনের সাধারণ বিবরণ ।

প্রাচীন মহাদ্বীপান্তর্ভূর্ত্তী খণ্ডত্রয় মধ্যে প্রসিদ্ধ আসিয়া খণ্ডই সর্বপ্রধান, এবং অতীব প্রকাণ্ড বলিয়া খ্যাত । এই মহাদেশের পূর্বাস্যে চীন নামে এক অতীব প্রসিদ্ধ এবং সুবিস্তীর্ণ রাজ্য জলধিমীরাস্তে অধিষ্ঠান করিতেছে ।*

নামোৎপত্তি ।—পশ্চিম দেশীয় যোগলোরা এই সৌরাজ্যকে “কাথে,” এবং মাঞ্চু ভাষারো “নিকান্-কুরান্” কহে; জাপান দেশীয়রা “খ,” এবং স্যাম ও আনাম নিবাসিরা ইহাকে “ছীন” নামে কহিয়া থাকে । কলতঃ এই শ্লেষোক্ত সংজ্ঞা

হইতে যে চীনাখ্য। সমুদ্রত হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। চৈনীয়রা তাহাদের দেশকে “চংকুয়ো” অর্থাৎ মধ্যরাজ্য বলিয়া থাকে; কারণ পূর্বে তাহাদের এরূপ বিশ্বাস ছিল, যে চীমদেশ পৃথিবীর মধ্য স্থলে অবস্থিত, এবং অন্যান্য দেশ সকল স্বীপাকারে তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অল্প কাল হইল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সহিত তাহাদের আলাপ পরিচয় এবং আনুগত্য হওয়াতে, তাহাদের ভূগোল বিবরণ সংশোধিত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা ঈদৃশ কুসংস্কারাবিষ্ট, ও ভ্রমাস্কন্ধ প্রাচীন মত সকল পরিত্যাগ করিতে এত পরাণ্ডমুখ, যে ভূমণ্ডলে চীন দেশ কি রূপে অবস্থিতি করিতেছে, ইহা তাহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেও, তাহা প্রাচীন মতের বিরুদ্ধ বলিয়া কখনই বিশ্বাস করে না।

সীমা।—চীনের পূর্বসীমা প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ সীমা চীনসাগর এবং পূর্ব উপস্বীপ, পশ্চিম সীমা তিব্বত এবং তাতার, এবং উত্তর সীমা চৈনীর অন্তত প্রাচীর। ভূমণ্ডলে যে মণ্ড প্রকার অত্যাশ্চর্য কীর্তি আছে, তন্মধ্যে এই

সাধারণ বিবরণ ।

প্রকাণ্ড প্রাচীরের বৃহৎ অধিক । তাতারদিগের অত্যাচার নিবারণোদ্দেশ্যেই চৈনীয়রা, খ্রীষ্টাব্দের দ্বিশত বৎসর পূর্বে, এই প্রাচীর নির্মাণ করে । ইহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ সার্ক্স সমুদ্রত ক্রোশ, উচ্চতা সার্ক্স ঘোড়া হস্ত, এবং প্রশস্তি প্রায় চতুর্দশ হস্ত । ইহা ঈদৃশ সুদৃঢ়, যে দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়া, মহা মহা নৈসর্গিক দুর্ঘটনাতেও অদ্যাপি ইহা অক্ষত রহিয়াছে ।

পরিমাণ ।—চীন উত্তর নিরক্ষান্তর* 20° হইতে 32° , এবং পূর্ব দ্রাঘিমাান্তরা 98° হইতে 126° পর্যন্ত বিস্তৃত । ইহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ, উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত প্রায় ৮০০ শত ক্রোশ; প্রশস্ত্য পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়, কোন স্থানে ৫০০ শত ও কোন স্থানে ৬০০ শত ক্রোশ দৃষ্ট হইয়া থাকে । চীনের সাধারণ পরিমাণ কল ৬,৪৯,০০০ বর্গ ক্রোশ ।

দেশবিভাগ ।—চীনরাজ্য অতি বৃহৎ অষ্টাদশ প্রদেশে বিভক্ত, যথা, উত্তরে শিচিলী, সালী, এবং সেন্সী ; দক্ষিণে কুয়াংটং, কুয়াংসী, এবং উনান্ ; পূর্বে শাংটং, কিয়াংহু, চিকিয়াং,

এবং কোকিন্; পশ্চিমে সেচুয়ান্, এবং কালী ;
এবং মধ্যস্থলে হুনান্, হুপি, কৈচু, কিয়াংসী,
ন্যান্‌হোই, এবং ছোনাং।

এই সকল প্রদেশমধ্যে পিচিলী প্রদেশ সর্ব-
প্রধান। ইহা চতুর্কোণাকৃতি, এবং ইহার রাজ-
ধানী পিকিন এক্ষণে সমস্ত চীনমাত্রেয় রাজ-
ধানী। পিচিলীর লোক সংখ্যা প্রায় ৩,০০,০০,০০০
তিন কোটি।

পিকিন্ ।

পিকিন চৈনীর অল্পত আচীর হইতে ৩০
ক্রোশ অন্তরে পিহো মনীতীর-বর্তী এক
অতি উর্বর প্রদেশে অবস্থিত। চৈনীর
ভাষায় পিকিন লক্ষ্য “উত্তর রাজসভা”।
পূর্বে য়ান্‌কিন অর্থাৎ “পিকিন-রাজসভা” রাজ-
ধানী ছিল, পরে চীন-সম্রাট, উত্তর দেশীর অসত্য
ভাষ্কারদিগের দৌরাণ্য নিবারণার্থ পিকিনে রাজ-
সভা সংস্থাপিত করিয়া তাঁহার অধিবাস করিতে
লাগিলেন।

এই অতি প্রসিদ্ধ চীনরাজধানী চতুর্কোণাকৃতি ;
ইহা দুই নগরে বিভক্ত; তন্মধ্যে “পিকি” অর্থাৎ

নূতন-নগর নামক প্রধানাংশে রাজনিবাস । এই নগরে অনিকাংশ তাতারজাতীয় বাস করে, এতৎ-প্রযুক্ত ইহা তাতারনগরখ্যাত হইয়াছে । “লচিং” নামক দ্বিতীয় নগর চৈতনীয়দের বাসস্থান : “লচিং” শব্দার্থ প্রাচীন-নগর । ঐ নগরদ্বয়ের পরিধি পরিমাণ নয় ক্রোশ । যে অক্ষুণ্ণ প্রাচীরদ্বারা তাতারনগর পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, তাহার অভূতপূর্ব উচ্চতা এবং প্রশস্ত্য অবলোকন করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় । এই প্রাচীরের উপর দিয়া দ্বাদশ জন অশ্বারোহী পাশাপাশী হইয়া অবলীলাক্রমে ক্রান্ত-গমনে ভ্রমণ করিতে পারে । পিকিনের লোক-সংখ্যা প্রায় ২০,০০,০০০ বিংশতি লক্ষ ।

নগরের যে অংশ তোরণ খাছে, তাহার অতীব উচ্চ, এবং সুনির্মিত-বিশাল-খিলানবিশিষ্ট । প্রত্যেক তোরণোপরি এক একটা উচ্চচূড় মন্দির নির্মিত আছে, তন্মধ্যে শান্তিরক্ষক সকল বাস করে । তোরণ-সম্মুখে উচ্চ-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত সার্ব্ব দ্বিশত হস্ত পরিমিত ভূমি, সৈন্যসমূহের ব্যায়াম কার্য্য সমাধার্য্য পতিত রহিয়াছে ।

পিকিনের রাজবস্ত্র সকল অবক্র, সার্ব্বৈক-জৌক দীর্ঘ, এবং অশীতি হস্ত প্রশস্ত । পথ-

নিকর সর্বদা পরিষ্কৃত থাকে ; এবং প্রাচীন সন্ধ্যা জলসিক্ত হয় । পথের পাশ্বে দ্বয়ে নানাবিধ পণ্যপূর্ণ আপণাবলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তদীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে ; কিন্তু স্থানে স্থানে নিম্ন গৃহাদিগ্ন অবস্থান প্রযুক্ত রাজপথ জীহীন হইয়াছে । মার্গসমূহ নরদাই পাস্থ পরিপূর্ণ ; সময়ে সময়ে অশ্বের হেবারবে, উষ্ট্রের চীৎকারে, এবং শকট সকলের ঘর্ষর শব্দে মহা কোলাহল উপস্থিত হইয়া চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে । পথিমধ্যে কোথায় বা দৈবজ্ঞ বর্গ পঞ্জিক। উদ্ঘাটন পূর্বক, গণনা দ্বারা লোকসমূহের অষ্টক ফলাফল ব্যাখ্যা করিতেছে ; কোন স্থানে ঐশ্বর্যালিকেরা ইশ্বরজাল বিস্তার পুরস্কার, অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিয়া মনুষ্যবর্গের বিন্ময়োৎপাদন করিতেছে ; গায়কগণ তুন্দ্রেশোপযুক্ত তানলয় বিশুদ্ধ স্বরসংযুক্ত গীতদ্বারা পাস্থদিগের মনোহরণ করিতেছে ; এবং অপর শত শত অপভিব্যবর্গ স্ব স্ব ঔষধির গুণ ব্যাখ্যাপূর্বক তাহা বিতরণস্থলে মহা জনতা উপস্থিত করিয়া, পথিকদিগের পথরোধ করিতেছে । এই সকল অরলোকনে বৈদেশিক পর্যটকগণের অন্তঃকরণে বৈধেয় আনন্দোদ্ভব হয় ।

গ্রীষ্মকাল নগরের স্থানে স্থানে পাশ্বে নিবাস লক্ষিত হইয়া থাকে, তথায় আতপতাপিত পথিক-সমূহ গমনমাত্রেই পানার্থ সুশীতল জল, এবং আহারার্থ সুমিষ্ট ফলমূল প্রাপ্ত হইয়া কুৎসিপীণাসা শান্তি করত শ্লিষ্ট হয় ।

নগরবাসী কোন ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির বহির্গমন কালীন, তদীয় পারিষদবর্গ মহা সমারোহে তৎপশ্চাৎ গমন করে । রাজমভা সম্পর্কীয় মহানুভব কুলীন, কিম্বা রাজবংশীয়গণ অসংখ্য সুসজ্জিত অশ্বারোহী পরিবেষ্টিত হইয়া নগর ভ্রমণে যাত্রা করেন । তাঁহাদের প্রাত্যহিক রাজবাটী-গমন-কালীন তাঁহাদের আনুযজিক লোকসমূহ দ্বারাই নগর পরিপূর্ণ হইয়া যায় । এত জনতাতেও রাজপথে কখন কোন স্ত্রীলোক দৃষ্টিগোচর হয় না ।

এই রাজধানী মধ্যে সর্বদা সমস্ত রাজ্যের বাণিজ্য দ্রব্য ও অর্থগমনানুরোধে, তথায় অসংখ্য বৈদেশিক উপস্থিত হয় । তাহার শিবিকা অথবা অশ্বারোহণ পূর্বক, এক জন পথপ্রদর্শক সমভি-বাহারে, কোন পরিচিত মহামান্য কুলীন কিম্বা কোন ধনী ব্যক্তির বাহাতে গমন করে । তাহার নথক প্রবেশমাত্র, নগরস্থ নানা গল্পী, প্রধানস্থান,

রাজকর্মচারীগণের বাটী প্রভৃতির নির্মিত রুস্তাস্ত
বর্ণিত একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা
বিদেশস্থ বণিকদিগের বিশেষ উপকার দর্শে।

পিকিনের শাসনকর্তা এক জন মাধুত্বীভার ;
তিনি নয়তোরণের শাসনকর্তা বলিয়া বিখ্যাত ।
শাসন-কর্তা সৈন্যদল এবং অপর সাধারণের উপর
প্রভুত্ব বিস্তার করেন, এবং সন্নিয়মাবলি দ্বারা দুই
দমন ও শিষ্ট পালন পূর্বক নগর সুরক্ষিত রাখিয়া-
ছেন। আট নয় বৎসরকাল মধ্যেও কুত্ৰাপি
দস্যুহস্তি অথবা নরহত্যা রুস্তাস্ত প্রতিগোচর হয়
না। নগরের প্রত্যেক প্রধান রাজপথ সমূহে প্রহ-
র্যাগার নির্মিত আছে; প্রহরিগণ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূ-
ষিত হইয়া সাতিশয় সতর্কতার সহিত প্রহরিকার্য
সম্পাদন করে; পশ্চিমধ্যে বিবাদ বা কোলাহল
নিবারণার্থ, তাহারা সকলে এক এক কশা ধারণ
করত পরিভ্রমণ করে।

সামান্য ক্ষুদ্র পথ সকলও এইরূপে সুরক্ষিত
থাকে, এবং তাহাদের প্রান্তভাগে বহুছিদ্রবৃক্ষ দ্বারা
সকল নির্মিত আছে, তদ্বারা পশিহ লোকদিগকে
দর্শনের কোন প্রতিরোধ জন্মায় না। রজনীযোগে
প্রহরিগণ এই সকল দ্বার আবদ্ধ করিয়া রাখে ;

কোন পরিচিত ব্যক্তির অনুজ্ঞায়ও তাহা উল্লেখ্য হইয়া না। সে ব্যক্তি আলোক আনয়ন করত বহির্গমনের সময়ে কাগজ দর্শাইলে প্রহরীগণ দ্বার মোচন করে।

সন্ধ্যার সময়ে প্রহরীগণকে সতর্ক করণার্থ ভেরী বাজ্য অবশ্যগোচর হয়। রাত্রিকালে নগর ভ্রমণের অনুমতি নাই। সন্ডাট প্রেরিত দূতকেও প্রহরীগণ নিম্নলিখিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে, এবং যদি তাহার প্রতি তাহাদের সন্দেহ জন্মে, তাহাইহলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারে।

এই সকল কঠিন নিয়মাবলি দ্বারা নগর সুরক্ষিত হইয়া বিরলশূন্য, স্বল্পশূন্য, ও তৎপরশূন্য রহিয়াছে। যদি নিম্নলিখিত শাসনকর্তাকে অথবা নগর ভ্রমণ পুরস্কার প্রহরীগণের কার্যক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। কোন প্রহরীর অত্যাশ্চর্য্যমাত্র অবদানতা লক্ষ্য করিলে, সে তৎক্ষণাৎ স্বাধীকৃত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কিছুকাল পূর্বে নিম্নলিখিত বিখ্যাত নগর শাসন-প্রণালী দ্বারা অস্বাভাবিক রাক্ষসানীতে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের কঠিন দণ্ড

সম্রাটদের কি দুর্গতিই হইত ! তাঁহারা কখনই রাজনীযোগে ব্রাহ্মণেরা। সম্রাটবাহারে পথে পথে ভ্রমণ করিতে পারিতেন না, ও অহাজনতা করিয়া গণিকাগৃহে গমনও করিতে পারিতেন না : তবে কি করিতেন, কেবল সর্বদা চিন্তাকুলচিত্তে স্ব স্ব গৃহে উপবিষ্ট হইয়া, কৈবল্য মুকঠিন নিয়ন্তাকে রূপা অতিসম্প্রতি প্রদানপূর্বক তাঁহার বিনাশেচ্ছায় দিনযামিনী বাপন করিতেন। কিন্তু বুদ্ধিমান চৈনীয়রা স্বার্থ বিবেচনা করিয়াছে; সর্বসাধারণের হিতসাধন জন্য অনিষ্টকর রূপা আমোদ প্রমোদকে বিসর্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃকল্প, কারণ তদ্বারা নগরবাসীর আগ্রহননে এবং তাহার সর্বসাধারণেরে প্রভু হইতে বঞ্চিত সাবকাশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত প্রকার শাসন বিস্তার করা যে সমর্থক কার্যসাম্য তাহা বলা যায় না।

সম্রাটের প্রধান রাজপ্রাসাদ তাতারনগরাভ্যন্তরে পরিনির্মিত হইয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে; ইহা অতীব প্রকাণ্ড, হৃদয়বিধ্বংসকর, এবং উৎকৃষ্টরূপে সুশোভিত। রাজরাণী সার্বভৌম কোশ পরিমিত পরিহিনির্মিত এক উন্নত প্রাচীর দ্বারা বহির্কোশে পরিবেষ্টিত, তদাধো উচ্চতর মন্দির, সুনির্মিত

রাজসভা, সুসজ্জিত প্রমদোদ্যান প্রভৃতি অত্যশ্চর্য্য
প্রভা বিস্তার এবং পরমরমণীয়তা ধারণ কর্ত্ত রাজ-
ভবনের অনুপম শোভা সম্পাদন করিতেছে ।
গ্রামাদেয় চতুর্দিকে রাজপারিষদ, কঞ্চুকী, এবং
অন্যান্য ভূত্যবর্গ সুনির্মিত গৃহে স্ব স্ব বাসস্থান
নিরূপণ পূর্বক তথায় কালাতিপাত করে ; তন্মধ্যে
কেহ নজাট্ প্রয়োজনীয় ব্যবসায়গ্রী প্রস্তুত করণে
কেহ কলহ বিবাদ মীমাংসায়, কেহবা অপরাধী
রাজবংশীয়ের দণ্ড প্রদান প্রভৃতি কার্য্যসমূহে সর্বদা
নিয়োজিত থাকে ।

প্রসিদ্ধ পিকিন রাজধানীস্থ সুনিপুণ-শিল্পকার-
বিনির্মিত, ইচ্ছালয়-সঙ্কশ-পরিভূষিত, অসংখ্য
সুপ্রশস্ত মন্দিরাট্টালিকা-সমাকীর্ণ রাজালয় অব-
লোকন করিলে নয়ন পরিভূষ, গ্রীষ্ম রোমাঞ্চিত,
এবং মন প্রফুল্লিত হয় । তাতার নগরের দক্ষিণ
তোরণ হইতে রাজবাটী কিঞ্চিদূরঃ; এক সুবি-
স্তীর্ণ প্রাক্কণ উজ্জীর্ণ হইয়া; যেত প্রস্তরগঠিত স্থতি-
বেষ্টিত, বিচিত্র মার্বেল প্রস্তর নির্মিত সৌপান-
শ্রেণীদ্বারা তদুপরি আরোহণ করিতে হয় ।
সৌপান-শ্রেণীর সর্বোপরি স্থাপিত পার্শ্বদ্বয়ে যেত-
বর্ণ-তাম্র-নির্মিত অত্যশ্চর্য্য দুই সিংহমূর্ত্তি সং-

স্থাপিত আছে। রাজবাটীর চতুর্দিক এক সুন্দর ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হয়, তদুপরি মার্বেল প্রস্তর দ্বারা সুদৃশ্য সেতু সমূহ নির্মিত আছে। ঐ নদী দ্ব্যেত প্রস্তর নির্মিত বৃতিদ্বারা তীরদ্বয়ে পরিবেষ্টিত; অবগাহন জন্য স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট প্রস্তর দ্বারা সোপান নির্মিত আছে; প্রত্যেক সোপান-শ্রেণীর পাশ্বে স্থিত জলভাগে এক একখানি পরম সুন্দর বিচিত্র নৌকা আবদ্ধ হইয়া ভাসমান হয়, ইহাতে নদীর পরম রমণীয়তা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

রাজপ্রাসাদান্তরে “টেহোমীন্” অর্থাৎ সমাগতির উৎকৃষ্ট স্থান নামে এক অতীব বিস্তীর্ণ রাজ-কীর দালান আছে। ঐ দালান সমচতুষ্কোণ, এবং দীর্ঘ দীর্ঘ। ইহা দীর্ঘশ মুশোভিত এবং জম্বান, যে, ইহার প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দালান অবলোকন করিলে, কিঞ্চিৎকাল চমৎকৃত হইয়া দীর্ঘকাল থাকিতে হয়; তখন এই মনে উদয় হয়, যেন স্বরাজ্যাধিপতি দেবেশ্বরের অমরবিতীতে দীর্ঘায়মান রহিয়াছি ও তাহা দর্শনের অযোগ্য পাত্র বলিয়া, কোন সময়ে কোন দৃষ্ট আদিয়া তিরস্কার করত বহিস্কৃত করিবে, এই ভয়ে স্তম্ভিত সঙ্কচিত হইতে হয়।

এই অত্যল্পচর্য্য সভামণ্ডপের মধ্যদেশে এক অতীব সুন্দর ও মনোহর আসনোপরি এক অপূৰ্ণ রাজসিংহাসন সন্নিবেশিত আছে। সিংহাসনে আর কিছুই লিখিত নাই, কেবল “চিং” এই শব্দটীমাত্র তৎসম্মুখে খোদিত আছে; চৈনীয় ভাষায় “চিং” শব্দার্থ পবিত্র, শ্রেষ্ঠ, বিশুদ্ধ, এবং পরমজ্ঞানী। রাজাসনের অবিদূরে রক্তপাত্রে সময়াবুসারে ধূপ ধূনা ও গৃগ্গুল প্রভৃতি সুরতি দ্রব্যজাত দগ্ধ হইয়া থাকে।

অতিগোচর হয়, রাজবাটীর অন্তঃপুরও নাকি সাতিশয় মনোহরিত, এবং দৃষ্টিমুখ-প্রদায়ক; কিন্তু তাহা যথার্থরূপে বর্ণন করা সাধ্যাতীত, কারণ তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ও কঙ্কুরী ব্যতিরেকে অপর ব্যক্তির প্রবেশের অনুমতি নাই।

নান্‌কিন।

নান্‌কিন কিয়াংনান্‌ প্রদেশের রাজধানী। প্রাচীন চৈনীয়রা এই নগরকে পৃথিবীর সমস্ত নগর-রাশির অতীব সুন্দর, এবং সমধিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞান করিত। তাহারা ইহার প্রশস্ত্য বর্ণন সময়ে এইরূপ কহে, যে, ছুইজন অশ্বারোহী এক তোরণ

হইতে অতি প্রত্যাষে নির্গত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া অতীব দ্রুত বেগে নগর প্রদক্ষিণ করিয়াও, কখনই সজ্জার প্রাক্কালে পরস্পর সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হয় না। ফলতঃ এই বিবরণে স্পষ্টরূপে অভ্যাক্তি প্রকাশ পাইতেছে ; কিন্তু বৃদ্ধতঃ নান্‌কিন যে চীনের অন্যান্য বৃহত্তরগর্যাপেক্ষা অধিক বিস্তীর্ণ, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহার চতুর্দিকস্থ প্রাচীরের পরিধি প্রায় চতুর্বিংশতি ক্রোশ।

নান্‌কিন ইয়াংসিকিয়াং নদী হইতে সার্বকৌলিক ক্রোশ দূরে অবস্থিত, তথা হইতে নৌকা সকল পরিখা দ্বারা নগরে উপস্থিত হয়। নগরটী সমাকৃতি মুহে ; তদভ্যন্তরে কতিপয় পর্বতের অবস্থান প্রযুক্ত তাহা নিয়মিতাদর্শে নির্মিত হয় নাই। পূর্বে এই নগর চীন রাজ্যের প্রধান রাজধানী ছিল, এত-
 স্মিনস্ত ইহা “নান্‌কিন” অর্থাৎ দক্ষিণ-রাজসভা বলিয়া বিখ্যাত ছিল ; কিন্তু যদবধি চীন সম্রাট পিকিনে রাজধানী স্থাপনপূর্বক তথায় অধিবাস করিতেছেন, তদবধি ইহা “কিয়াংনিংফু” নামাখ্যাত হইরাছে।

যৎকালে নান্‌কিনে রাজনিবাস ছিল, তৎকালে ইহা ইচ্ছাশ বন্দগীর এবং অল্পপয় শোভাসম্পন্ন

ছিল, যে, সন্নিহিত জনপদবাসির ত কথাই নাই, অতি দূরদেশবর্তী মমুয়াবর্গও এই নগর দর্শনে সাতিশয় কোতূহলাক্রান্ত হইয়া চীনে গমন করিত । কিন্তু এক্ষণে ইহার প্রাচীনেশ্বর্য সমূহ নিরাকৃত হইয়াছে ; ইহাতে পূর্বে যে এক পরম শোভনীয় প্রকাণ্ড রাজতবন ছিল, এক্ষণে তাহার কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না । তথায় জ্যোতির্নিরূপণার্থ যে এক অত্যাশ্চর্য্য মানমন্দির নির্মিত ছিল, এক্ষণে কেবল তাহার ভগ্নাংশ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয় ; এবং আর আর যে সকল রমণীয় দেবালয়, ও সত্রাটগণের সুন্দর সমাধি মন্দির ছিল, তাহার কিছুই নাই, কেবল স্মরণমাত্র আছে । কালস্বরূপ অসভ্য তাহারগণই রাজ্যাক্রমণ পূর্ব্বক ঐ সকল উচ্ছিন্ন করত সমভূমি করিয়াছে ।

ফলতঃ এক্ষণে মান্‌কিনে যে টৈচনীয়-কাচনির্মিত এক সুদৃশ্য মন্দির আছে, তাহা অতীব আশ্চর্য্য এবং মনোহর ; তাহা অতি প্রাচীন কালে নির্মিত হইয়াও অদ্যাবধি অক্ষত এবং জগদ্বিখ্যাত রহিয়াছে । মন্দিরটী অষ্টকোণাকৃতি, ১৪০ হস্ত উচ্চ, এবং নবতলবিশিষ্ট ; চত্বারিংশৎ সোপান-শ্রেণী দ্বারা প্রথম তলের উপরিভাগে আরোহণ

করিতে হয়। চীনে যত গুলি মন্দির আছে, তন্মধ্যে ঐ মন্দিরের উচ্চতা এবং সৌন্দর্য্য অধিক।

নান্‌কিনের লোক সংখ্যা ৫,০০,০০০ পঞ্চ লক্ষ। ঐ নগরোৎপন্ন ব্যবসায়ী অন্যান্য নগরের জন্য সামগ্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং বহুমূল্য। তথায় তাতারদিগের প্রচুর সৈন্য বাস করে।

কাণ্টন।

কাণ্টন কুয়াংটং প্রদেশের রাজধানী। এই প্রসিদ্ধ নগর প্রভূত ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন; ইহা চতুষ্কোণ পরিমিত পরিধিবিশিষ্ট এক উন্নত প্রাচীর পরিবেষ্টিত হইয়া, টায়ানদী তীরে বিরাজমান রহিয়াছে। কাণ্টন সমুদ্রহইতে ৩৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত; ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ১৫,০০,০০০ পঞ্চদশ লক্ষ।

নগর অতীব রমণীয়; স্থানে স্থানে বন উপবন সকল নির্মিত হইয়া প্রকৃতির অগূৰ্ব শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। তদ্রূপ অধিকাংশ অট্টালিকা নিম্ন; কিন্তু ঘনশালী বনিক এবং মাঙ্গারিদিগের বাড়ীসকল প্রকাণ্ড এবং সুনির্মিত। স্থানেই দেবমন্দিরপ্রাঙ্গণী দৃষ্টিগোচর হয়। রাজ-

পথ চত্ৰাতপুষ্টারা সমাহাদিত থাকাতে, প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণ নিরাকৃত হইয়া পান্থ-সমূহের গমনা-গমনের মহা সুযোগ হইয়াছে ।

কাণ্টনে চৈনীয়রা নদীতে অসংখ্য নৌকার উপরে কুটীর নির্মাণ করত, তন্মধ্যে বাস করে । এই প্রকার নদীর উপরিভাগে গ্রাম পল্লী, এবং আপণ বিপণিসকল দৃষ্টিগোচর হয় । সমুদ্র-তীর-বর্ত্তী ভূভাগে নানা জাতীয় ইউরোপীয় বণিকদিগের কর্ম্মকুটীর নির্মিত আছে । এই নগরের বাণিজ্য সাতিশয় প্রবল, তৎসম্বন্ধে ইহা অশ্লিলজন পরিজ্ঞাত হইয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে ।

চীন ষাটশ লোক-পূর্ণ স্থান, পৃথিবীতে এমন অন্য কোন দেশই দৃষ্ট হয় না ; ইহার সমুদায় লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশৎ কোটি । সমস্ত রাজ্য মধ্যে প্রায় ৪৫০০ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত প্রধান নগর আছে, এতদ্ভাতিত অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রাম এবং উপ-নগরসকল দৃষ্টিগোচর হয় । রাজ্য যেমন যথেষ্ট সুবিস্তীর্ণ, তথায় সাধারণ স্থাপনা সকল ও তাহাঙ্গ অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে । শত শত পুস্তকালয়, চিকিৎসালয়, ভজনালয়, বিদ্যালয়, অনাথ নিবাস,

ও পীড়িত ব্যক্তির আশ্রয় স্থান প্রভৃতি নির্মিত
রহিয়াছে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

চীনের প্রাকৃতিক বিবরণ ।

প্রকৃতাৱয়ব ।—চীনের অবয়ব সর্বত্র সমান নয়,
কোন২ স্থান পর্বতময়, এবং কোন২ স্থান সমতল ;
কিন্তু অধিকাংশ স্থানই সমতল ও অতিশয় উর্বর।
কেবল উত্তর এবং পশ্চিম প্রদেশে কতিপয়
পর্বত আছে, তন্মধ্যে “পীলিং” এবং “ইয়াংলিং”
পর্বতদ্বয়ই সর্ব-প্রধান । চৈনীয়রা বহুবল এবং
পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক এইমত পর্বতময় স্থান
সাতিশয় উর্বর ও ফলবান করিয়াছে । উত্তর-
দিকস্থ পর্বতোপরি গৃহ এবং মাস্তুল নির্মাণোপ-
যোগী নানাবিধ হস্ত-কর্ম আছে ।

কুদ ।—চীনে কতিপয় প্রদেশ কুদ আছে ।
কোন প্রদেশেরই “টংটিং” কুদের পরিধি

প্রায় ১২৫ ক্রোশ ; কিয়ৎসী অন্তঃপাতী “পোয়াং” নামক ক্রুদই সর্বপ্রধান এবং অতীব প্রকাণ্ড । ইহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ ১৫০ ক্রোশ ; সময়ে বায়ুবেগ সহকারে ইহা ভয়ানকরূপে তরঙ্গিত হয় ।

নদী ।—চীন অসংখ্য ক্ষুদ্র এবং বৃহন্নদী সকল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন । তন্মধ্যে দক্ষিণে “ইয়াংসিকিয়াং” এবং উত্তরে “হোয়াংহো” সর্ব-প্রধান, সুদূরবাহী, এবং অতিপ্রসিদ্ধ । চৈনীয়রা ইয়াংসিকিয়াংকে সাগরপুত্র কহে । ইহা তিব্বত-দেশীয় পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, প্রায় ৬০০ ক্রোশ পর্যন্ত প্রচণ্ডবেগে প্রবহমান হওত প্রশান্ত মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে । সাগর সম্মিলন হইতে ৫০ ক্রোশ দূরে ইহার প্রশস্ত্য অর্ধ ক্রোশ । হোয়াংহো-নদীকে চৈনীয়রা পীতনদী নামে কহিয়া থাকে ; কারণ বৃষ্টি বর্ষণ হইলে ইহার উপকূল হইতে পীতবর্ণ বৃক্ষিকা সকল ধৌত হইয়া ইহাতে নিপতিত হওয়াতে, তদীয় বারি পীতবর্ণীভূত হয় । ইহার দৈর্ঘ্যপরিমাণ প্রায় ১০০ ক্রোশ ; ইহা অতিশয় প্রশস্ত এবং ইহার স্রোত ও অন্তান্ত বেগবান । কিন্তু হোয়াংহো অত্যন্ত গভীর, এতৎপ্রযুক্ত নৌকা গমনাগমনের সুবিধা হয় না । সময়ে সময়ে ইহা প্রাবৃত হইয়া

সমস্ত দেশ জলসাৎ করে । স্থানে২ উপনদী সমূহ প্রবাহিত হইয়া দেশের শোভা সম্পাদন করিতেছে ।

চীনের পূর্বাংশে যে এক অতি প্রসিদ্ধ ও প্রকাণ্ড রাজকীয় পরিখা আছে, তাহা চৈনীয়দের এক অদ্ভুত সৃষ্টি । ইহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ পিকিন হইতে কাণ্টন পর্য্যন্ত প্রায় সত্ত্বশত কোশ ; এবং ইহার যে ভাগ পিকিন হইতে হাংচুক পর্য্যন্ত ৪০ কোশ বিস্তৃত, তাহার প্রাশস্ত্য ১১৩৥০ হস্ত । ইহার দে অংশ উচ্চ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহার গভীরতা ৪০।৫০ হস্ত ; যে স্থানে ইহা নিম্ন ভূমি দিয়া বহিতোছে, তথায় তৎপ্রদেশের সমস্ত জন হইতে ১৩।১৪ হস্ত উচ্চ এপ্রকার ছোট আলিবন্ধনদ্বারা ইহার প্রাবন হইতে দেশ সমস্ত সুরক্ষিত রাখিয়াছে । এই সুরক্ষীর্ণ জলপথদ্বারা তত্রতা বাণিজ্যকার্যের মহা সুযোগ হইয়াছে ।

দ্বীপ :—চীনের দক্ষিণ-পূর্বপার্শ্বে সমুদ্রতাপে কতিপয় দ্বীপ আছে । তন্মধ্যে ইহার দক্ষিণে চীন-সাগরস্থিত “হেনান” দ্বীপ অতি বৃহৎ । হেনান চীন হইতে এক অপ্রশস্ত অগালীদ্বারা পৃথক্কৃত ; ইহা দেখিতে অশ্বার, পূর্ব পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ ১০৫ কোশ, এবং প্রাশস্ত্য ৪১৥০ কোশ ।

এই দ্বীপের অত্যন্ত অংশই চীন-রাজ্যধীন : ইহার রাজধানী “কংচুফু” এক উন্নত অন্তরীপো-পরি নগরবেশিত । তাহার নিকটবর্ত্তি-সমুদ্রভাগে অসংখ্য অর্গবদপোত অবস্থিতি করে, এবং তথায় সমীচীনক্রমে সমূহ মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায় । হেনানের গোলপপুস্প সহস্র মুগন্ধি এক প্রকার বহুমূল্য কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল চীন সম্রাটের ব্যবহারার্থে চীনে নীত হইয়া থাকে ।

কান্টনের দক্ষিণে “হংকং” দ্বীপ এক্ষণে ইং-রাজদিগের, ও “মেকেয়ো” দ্বীপ পোর্টুগীজদের অধীন । পোর্টুগীজরা চৈনীয়দিগকে কতিপয় দুর্জয় অর্গবদস্যুর হস্তহইতে উদ্ধার করত ১৫৮০ খ্রীঃঅব্দে তাহাদের নিকট হইতে এই দ্বীপ প্রাপ্ত হয় ।

চীনের পূর্বপাশ্বে প্রশান্ত মহাসাগরে “কর্মোরা” নামে এক দ্বীপ আছে, তাহা চীন হইতে ২০ ক্রোশ প্রশস্ত যে কর্মোরা প্রাণী তদ্বারা পৃথক্কৃত । পূর্বকালে কর্মোরা চৈনীয়দের অজ্ঞাত ছিল ; পরে তাহারা, ১৪৩০ খ্রীঃঅব্দে, তদ্রস্তুক্ত অবগত হইলেন, “কাংহী” সম্রাট ১৬৬১ খ্রীঃঅব্দে তথায় তদীর অধিকার সংস্থাপিত করেন । এই দ্বীপ উত্তর দক্ষিণ

বিলুপ্ত একরূপ এক পর'ত শ্রেণীদ্বারা পিতৃকৃত, তন্মধ্যে
ইহার পশ্চিমাংশই চীনাধীন । ইহা অতীব সুন্দর
স্থান, তথায় সর্বদা নির্মল প্রশান্ত বায়ু প্রবাহিত
হইয়া তত্রত্য মনুষ্যবর্গের স্বাস্থ্য সাধন করিতেছে ।
দম্ভকরাও তথায় সাতিশয় কলবতী হইয়া
নানাবিধ শস্য এবং কলমুল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন
করিতেছেন; কিন্তু তথায় সুস্বাদু পানীয়স্রাব অতীব
দুস্প্রাপ্য । ইহার লোক সংখ্যা অধিক, এবং ব্যবসা
বাণিজ্যও অতিশয় প্রবল; রাজধানী সুশোভা-
সম্পন্ন, তথায় চীনসম্রাট্ এক জন পরাক্রমশালী
সেনাপতির অধীনে দশ সহস্র সৈন্য রাখিয়াছেন ।
স্বাধীনবাসিনরা অসংখ্য বলীবর্দ্ধ প্রতিপালন করে ।
অশ্বাভাব-প্রযুক্ত তাহারা বলীবর্দ্ধের মুখদেশে
বল্লগা প্রদান, এবং পৃষ্ঠোপরি পর্জায় সংস্থাপন-
পূর্বক তদুপরি আরোহণ করত ভ্রমণ করে । এক
জন চৈনীয় এইরূপ বলীবর্দ্ধোপরি আরোহণ
করিয়া ইহুধ গর্ভ ও বাস্তীক্য প্রকাশ করিয়া
যায়ে, যেহেতু সে ব্যক্তি এক অস্বাভাবিক
বলী গম্বু করিতেছে ।
কর্মোদ্য প্রণালীর পশ্চিমাংশে “আময়” নামক
এক ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। চীন রাজ্যের ও এই দ্বীপের

মধ্যস্থলে যে এক সুবিস্তীর্ণ বন্দর লক্ষিত হয়, তাহা অতীত প্রসিদ্ধ ; তথায় অসংখ্য অর্ণবযান নিরাপদে অবস্থিতি করে । এই দ্বীপে চৈনীয় “কো” দেবের মন্দির নির্মিত আছে । তাহার মূর্তি পিত্তল-নির্মিত ; তিনি মন্দিরাভ্যন্তরে অত্যন্তকৃষ্ণ শ্বেত প্রস্তর নির্মিত বেদীর উপরিভাগে যোগাসনে উপবিষ্ট । তাহার একপাশে অন্য এক ক্ষুদ্র বেদীর উপরে এক অগ্নিপূর্ণপাত্রের সর্বদা ধূপ ধূনা ও গুগ্গুল প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ দগ্ধ হয়, এবং অপর পাশে তাছাশ এক বেদীর উপরিভাগে এক বৃহৎ প্রদীপ সর্বদা প্রজ্বলিত থাকে । এতদ্ব্যতীত আময় দ্বীপে আর অনেক দেবমন্দির আছে । বস্তুতঃ এই দ্বীপ কেবল অসংখ্য দেবমন্দিরে পরিপূর্ণ ।

চীনের পূর্বপ্রান্ত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যে কতিপয় অনতিবৃহৎ দ্বীপ আছে, তাহারা “লুচু” বা “লিওকিও” নামে প্রসিদ্ধ । এই দ্বীপ-পুঞ্জের সংখ্যা ষষ্ঠজিগৎ, ইহাদের মধ্যে “লিওকিও” নামে দ্বীপটী সর্ব প্রধান এবং অতি বৃহৎ । ইহার রাজধানী “কিণ্টচি” ইহার দক্ষিণ-পূর্বপাশে অবস্থিত । দ্বীপগুলি এক জন তদ্দেশীয় ভূগতি দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে, তাহাকে চীন সম্রাটকে

কর প্রদান করিতে হয়। ১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে “হংভো” সম্রাটের রাজত্বকালীন এই সকল দ্বীপ চীন রাজ্যের সম্পূর্ণাধীন হইয়াছে। দ্বীপসমূহে রাশিঃ গন্ধক এবং যুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্বীপ-নিবাসিরা অসভ্য নহে, তাহাদের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে।

জলবায়ু।—এই অতিসুবিস্তীর্ণ রাজ্যের জলবায়ু সর্বত্র সমান নহে; দক্ষিণপ্রদেশ বঙ্গদেশাপেক্ষা উষ্ণ-প্রধান, কিন্তু উত্তরে দুঃসহ ইউরোপীয় শীতাপেক্ষা তত্রত্য শীতের অধিক প্রাবল্য। আশ্বিন মাসাবধি কাশ্মীর মাসপর্যন্ত উত্তরদিক হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া দুঃসহ শীতোৎপস্থিত করে, এবং তৎকালে ভূবার পতিত হইয়া সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। জ্যৈষ্ঠাষাঢ় মাস-দ্বয়ে দক্ষিণ-দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তখন আঁধারতুর আবির্ভাব হয়; কিন্তু প্রাবণ ভাদ্রমাসে পশ্চিমদিক হইতে অন্বাহ্যকর বায়ু প্রবাহিত হইয়া সমস্ত জনপদবাসিকে বিবিধ রোগপ্রসূ করত নানা রোগে নিপতিত করে। আঁধারকালে সময়েঃ প্রচণ্ড ঝড়ো উদ্ভিত হইয়া একাধিক্রমে বিংশতি ঘণ্টা তরাসক প্রবলবেগে প্রবাহমান হইতে থাকে; এবং

বৃহদ্রহৎ প্রাসাদ ও ব্রহ্মসমূহ উৎপাটিত করিয়া
মহানিকে সাধন করে ; তৎকালে গগনমণ্ডলে ঘন-
ঘটার ঘোঁরাড়ঘর উপস্থিত হইয়া চতুর্দিক ভীষণাক্র-
কারে সমাচ্ছাদিত হওত মূবলধারে বৃষ্টিবর্ষণ হইতে
থাকে, এবং ক্রমে সমস্ত দেশ প্লাবিত হইয়া যায়।
কিন্তু কতু-পরিবর্তন কালীন মন্দঃ বায়ু সঞ্চারিত
হইয়া মনুষ্যবর্গের সুখ পদ্ধতির সূত্রপাত করে।
বস্তুতঃ চীনের জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, এবং
তন্নিবাসী মনুষ্যগণও দীর্ঘকাল জীবিত থাকে।

ভূমি।—চীনের ভূমিকা লোহিত ও পীতবর্ণ,
এবং সিকতাময়, অত্যন্ত শথ, উপলব্ধি রহিত,
ও প্রচুর পরিমাণে উর্বরা। সময়েই সর্বত্র
ভূমিকম্প অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু কুত্রাপি
আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রত্যক্ষ গোচর হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চীনের সাধারণ উৎপত্তি।

বহিঃকর্ষ।—চৈতন্যের। কৃষিকার্য্যকে দেশের
গ

ঐরশ্মির মূলীভূত কারণ ভাবিয়া, তৎকর্তৃক উন্নতি সাধককে প্রভূত সম্মান এবং যথেষ্ট খ্যাতি প্রদান করে । প্রতিবৎসর এক নির্দিষ্ট শুভদিনে চীন-সম্রাট স্বহস্তে লাক্ষলধারণ পূর্বক সর্বাগ্রে ভূমিকর্ষণ করিলে পর, অপর সাধারণে মহা উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া তৎকার্য্যে সমধিক যত্নশীল হয় ।

শস্য ।

চীনের সর্বত্র উৎসবকালে কৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষীয় প্রায় সমস্ত শস্যই তথায় উৎপন্ন হইয়া থাকে । দক্ষিণ প্রদেশে অধিক পরিমাণে তণ্ডুল জন্মে ; ইহাই চৈতনীয়দের প্রধান আহাৰ্য্য ।

ফল ।

আসিয়িক এবং ইউরোপীয় প্রায় সমস্ত ফলই চীনে প্রাপ্ত হওয়া যায় । আতা, গিয়ারা, জাফা, জমপাই, লেবু, দাড়িম্ব, পীচ, তুঁত, কমলালেবু, আক্রেট, ভদ্র প্রভৃতি ফলসকল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

কমলালেবু চীন হইতেই পোষ্ট্রীজদের দ্বারা প্রথম ইউরোপে লীত হইয়াছে । চীনে নানা প্রকার কমলালেবু প্রাপ্ত হওয়া যায় । তন্মধ্যে নাতী-

লেবুর ন্যায় এক প্রকার লেবু উৎপন্ন হয়, চৈনীয়রা সেই ফলরূপে বাগ্ম মধ্যে রোপণ করত গৃহান্তর-
ণের ন্যায় গৃহমধ্যে রক্ষা করে । চীনে পীতবর্ণ
এক প্রকার সুমিষ্ট ককটী ফল জন্মে, চৈনীয়রা
তাহা শুষ্ক স্নেহেত আহার করে ; চীন সম্রাটের
ভোজনার্থ ইহা সাতিশয় যত্নসহকারে রক্ষিত
হইয়া থাকে ।

জাঙ্কাল প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হয় । অনেকে
অনুমান করেন, যে, পূর্বে চীনে জাঙ্কালতার চাষ
ছিল না, অঙ্গকাল হইল ইহা আসিয়ার পশ্চিমাংশ
হইতে চীনে নীত হইয়াছে । কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র,
কারণ খ্রীষ্টাব্দের কতশত বৎসর পূর্বাবধি তথায়
জাঙ্কালতা জন্মিতেছে । যদিরা প্রস্তুতার্থ স্থানে
স্থানে জাঙ্কালের আবাদ হয় ; কিন্তু চীন সম্রাট
মদিরা-প্রিয় নহেন, এতৎপ্রযুক্ত তাহা প্রস্তুতের
বিশেষ উৎসাহিত নাই । অন্যান্য কৃষিকার্যের
অতিরোধক বলিয়া এক সময়ে ইহার চাষ রহিত
হইয়াছিল । এক্ষণে ইহা স্থানে স্থানে প্রচুর পরি-
মাণে উৎপন্ন হইতেছে, বিশেষতঃ পিচিলী প্রদেশে
ইহা অধিক জন্মে ।

শাক মূলাদি ।

চৈনীয়রা শাক মূলাদি উৎপন্ন করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করে । আসিয়িক এবং ইউরোপীয় শাক মূলাদি বাতীত চীনে আর নানাবিধ চৈনীয়-শাক মূল সকল জন্মে । কপি, বীটগালং, চৈনীয়-পিটনে, হরিজা, বিবিধপ্রকার আলু, গলাগু, লম্বুন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে । তথায় এক প্রকার অমূলোৎপন্ন গলাগু উৎপন্ন হইয়া থাকে । চীনের মানকচু অত্যন্ত বৃহৎ কোন কোনটা চতুষ্পাঞ্চ হস্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয় । চৈনীয়রা হ্রদ, পুষ্করিণী, নদী, উপনদী, ও ক্ষুদ্রাঙ্গ প্রভৃতির জলমগ্ন স্থান কর্ষণ করিয়া নানা প্রকার বৃক্ষ রোপণ করে ; চৈনীয় পিটসি এবং লিন্‌হোয়া এই সকল স্থানে অধিক উৎপন্ন হয় ।

বৃক্ষাদি ।

চুকে ।—এই বৃক্ষ দেখিতে ভয়ংকর বৃক্ষ মতঃ ; চৈনীয়রা এই বৃক্ষকে অতি বহু পূর্বক রক্ষা করে । ইহার বন্ধনে উত্তর কাগজ প্রস্তুত হয় ।

মোমবৃক্ষ ।—এই কোন এক নির্দিষ্ট বৃক্ষ নয়, বরং এটি কীট আছে, তাহারি কতকগুলি ডিম্ব তিন

রন্ধে নীড় নির্মাণ করিলে তন্মধ্যে মোম জন্মে ; চৈনীয়রা এই সকল নীড় আহরণ করত তন্মধ্য হইতে মোম বাহির করিয়া লয় । এই মোম দ্বারা শরীরের কতস্থান অতি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে ।

বসারন্ধ ।—এই রন্ধ এক আশ্চর্য্য চৈনীয় উদ্ভিদ ; ইহার ফল হইতে উত্তম বসা নির্গত হয় । চৈনীয়রা ইহাতে মসিনার তৈল মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রিকা প্রস্তুত করে ।

বাণিষরন্ধ ।—এই রন্ধের নির্ধাসে বাণিষ প্রস্তুত হয় । চৈনীয়রা ইহাকে “সীচু” রন্ধ কহে, ইহা দশ হস্তের অধিক উচ্চ হয় না, এবং ইহার গুড়ির পরিধি আয় দেড় হস্ত । চৈনীয়রা ইহার শাখা ছেদন করত ইহার উন্নতি বর্জন করে । গ্রীষ্মকালে ইহা হইতে অধিক পরিমাণে নির্ধাস নির্গত হয় ; তৎকালে চৈনীয়রা প্রত্যুহ সন্ধ্যা সময়ে এই রন্ধ-শরীর বিদীর্ণ করত, তন্ময় এক খানি শুক্লি রন্ধা করে । রক্তসীষোগে তদুপরি নির্ধাস নির্গত হইয়া পতিত হইলে, প্রত্যুষে তাহার ইহা একত্র করে । এক রাত্রিতে এক সহস্ররন্ধ হইতে আয় অর্দ্ধপোয়া মাত্র নির্ধাস নির্গত হয় । নির্ধাস

নিঃসরণ সময়ে এক প্রকার সারাৎক দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া নিকটস্থ বায়ুকে সাতিশয় দূষিত করে। যখন কোন ব্যক্তি নির্যাস সংগ্রহার্থ গমন করে, তখন সে সর্বত্র বস্ত্রাদ্বাদিত করত, হস্ত দ্বয়ে এবং মুখমণ্ডলে শূকর-বসা-নির্মিত এক প্রকার তৈল লেপন করে; ইহা না করিলে সেই দূষ্য বায়ু শরী-রাত্মন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রাণ বিনষ্ট করে। যদি কোন ব্যক্তি, ঐ দুর্গন্ধ প্রতিবোধক কোন ঔষধাদি সেবন না করিয়া নির্যাস আনয়নার্থ গমন করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

লৌহকাষ্ঠ । চীনে দেবদারু সদৃশ উচ্চ এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহার কাষ্ঠ ঐহিক মুকটিন এবং গুরু, যে জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হয়, এতৎ প্রযুক্ত তাহাকে লৌহ কাষ্ঠ কহে। চৈনীয়রা এই কাষ্ঠে পোত সমূহের নগর নির্মাণ করে।

নানমু।—এই বৃক্ষ এক প্রকার চিরহরিৎ; ইহা সাতিশয় উচ্চ ও বৃহৎ। চৈনীয়রা ইহার কাষ্ঠকে অক্ষয়গীর জ্ঞান করে। তাহারা কহে যে “চিরস্থায়ী প্রাসাদ নির্মাণোৎকৃষ্ট হইলে আমরা এই কাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকি”। রাজ ভবনের বহু কবি, দ্বার প্রভৃতি এই কাষ্ঠ নির্মিত।

গোলাপকাষ্ঠ ।—এই রূক্ষ হইতে যে কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়, গোলাপ পুষ্পের ন্যায় তাহার সৌরভ । ঐ কাষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ, ইহাতে সূক্ষ্মা শিরা সকলের অবস্থান প্রযুক্ত ইহাকে চিত্রিতানুভূত হয় । এই কাষ্ঠে সুন্দর সুন্দর বহুমূল্য গৃহসামগ্রী সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

কপূররূক্ষ ।—চীনে কপূররূক্ষ জন্মে । ইহা পাত হস্তের অধিক উচ্চ হয়, এবং ইহা ঈদৃশ অক্ষতপূর্ব স্থূল হয় যে, ২০ জন ব্যক্তিও ইহার মূলদেশ বেঁটন করিতে পারে না । অতি প্রাচীন হইলে ইহার গুঁড়ি হইতে অগ্নিকণা নির্গত হয় ; কিন্তু তাহার দাহশক্তি থাকে না ।

চৈনীয়রা নিম্ন লিখিত রীতামুসারে কপূর প্রস্তুত করে । তাহারা প্রথমতঃ রূক্ষ হইতে সরস শাখা সমূহ ভগ্ন করত আনিয়ন করে, এবং তাহা-দিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদনপূর্বক উৎস নীরে নিক্ষেপ করত আর্দ্র করে । পরে তাহাদিগকে সিদ্ধ করণাশয়ে উষ্ণ জল পরিপূর্ণ কড়াইে নিক্ষেপ করত এক বতিদ্বারা তাহা ঘরঘর সকালিত করে ; এবং সেই বতিতে উষ্ণ সিদ্ধ-শাখাগুলোর রস সংযুক্ত হইলে, তাহারা কড়াই হইতে সেই উষ্ণ জল

ছাঁকিয়া লইয়া তাহা সমস্ত রজনী এক পরিকৃত মৃৎয়
পাত্রে রক্ষা করে । প্রাতঃকালে সেই জল মুছড়
সংযত হইয়া কপূর সঙ্কলিত হয় । ইহাকে নির্মল
করণার্থে তাহার প্রাচীন প্রাচীরের সূক্ষ্মতা আ-
নয়নপূর্বক তাহাকে চূর্ণ করত এক তাম্রপাত্রে তা-
হার কিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া তত্পরি উক্ত কপূর
ছড়াইয়া দেয়, এবং এই প্রকার স্তরে স্তরে চাবি
থাক পর্য্যন্ত রক্ষা করে ; পরে সেই পাত্রোপরি
অপর একটি পাত্র রক্ষা করত, এক প্রকার
লোহিতবর্ণ সূক্ষ্মতা লইয়া তাহাদের সঙ্কলিত
উত্তমরূপে লেপন করে, এবং প্রচণ্ড অগ্নি দ্বারা
পাত্রদ্বয় দক্ষ করিলে ঐ কপূর বাষ্পা-
কারে উৎখিত হইয়া উপরিস্থ পাত্রাত্ম্যন্তে এক-
ত্রিত হয়, এবং ক্রমে শীতল হইলে উৎকৃষ্ট কপূর
প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

বংশ ১—চীনের বংশ অতীব প্রসিদ্ধ, এতদ্দে-
শীয়, বংশোদ্ভূত, ইহা অধিক উষ্ণ, এবং মৃদু ;
কোন কোনটা নারিকেলরস-সঙ্কলিত হয় ।

চাতর ।—চীনে সাত প্রকার সুবাসিত রস আছে
তন্মধ্যে চারটিই সর্ব প্রকার । এই চার সন্ধান চীন
কি জাপান, ভারত, সিন্ধু, অতিশয় সুস্বাদু ।

চাতক পর্বতময় এবং সমতল স্থলে সমানরূপেই উৎপন্ন হয়। থাকে, কিন্তু পর্বতপ্রদেশেই উৎকৃষ্ট চা জন্মে। কাথুন মাসে ইহার বীজ রোপিত হয়, এবং কিয়দ্বিনানন্তর ইহা অঙ্কুরিত হইলে, চৈনীয়রা চারা সকল অপর ক্ষেত্রে ফাঁক ফাঁক করিয়া রোপণ করে। বৃক্ষ তিন বৎসরের পর অবধি ৬৭ বৎসর পর্যন্ত পত্র প্রদান করে; ইহার পর নিস্তেজ হইয়া শুষ্ক হইলে চৈনীয়রা তাহা ছেদন করিয়া কেল। মেদি বৃক্ষের ন্যায় ইহার ঝোপ, কাষ্ঠগোলাপ সঙ্কলন ইহার পুষ্প, এবং কুলপত্রের ন্যায় ইহার পত্র জন্মে। চৈনীয়রা প্রথমতঃ বৃক্ষ হইতে পুত্রাহরণ পূর্বক উষ্ণ জলের বাষ্প তাহা ঝলমাইয়া লয়। পরে তাহা তাম্রপাত্রে মিশ্রণ করত অগ্ন্যুত্তাপে উষ্ণ করে, অনন্তর ইহা রৌদ্রে শুষ্ক হইলে উত্তম চা প্রস্তুত হয়। চীনে নানা প্রকার চা জন্মে। পূর্বে চা চীন হইতেই অন্যত্র নীত হইত, কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে চা উৎপন্ন হইতেছে।

কার্পাসবৃক্ষ।—চীনের দক্ষিণ প্রদেশে অত্যন্তম কার্পাস উৎপন্ন হয়। ইহা চৈনীর বাণিজ্য-বৃক্ষের এক প্রধান শাখা। চৈনীয়রা বৈজ হইতে শস্য

সংগ্রহ পূরক সেই ভূমি কর্ষণ করিয়া তথায় কার্ণাস বীজ রোপণ করে, পরে বৃষ্টি পতিত হইয়া ক্ষেত্র-ভূমি আর্দ্র হইলে বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া সার্বজনিক হস্ত পর্য্যন্ত উদ্ভিত হয় । এতদ্ব্যতীত যে প্রকারে কার্ণাস জন্মে এবং প্রস্তুত হয় চীনে প্রাক্ত সেইরূপেই তাহা নির্বাহ হইয়া থাকে ।

চীনে তাম্বুল বৃক্ষ জন্মে । তথায় তাম্বুল চর্ক-ণের প্রথা প্রচলিত আছে ; আমরা যে প্রকারে তাম্বুলাহার করি, চৈনীয়রাও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে । এদেশের ন্যায় চীনে তাম্বুকূটের অধিক ব্যবহার নাই, কিন্তু তথায় ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় । চৈনীয়রা তাম্বুকূট চূর্ণ করে না । কেবল ইহার ধর্মই পান করিয়া থাকে । এতদ্ব্যতীত চীনে অনেকানেক প্রয়োজনীয় বৃক্ষ জন্মে ।

পুষ্প-বৃক্ষ :—চীনে বৈষ্ণব মনোহর সুগন্ধি পুষ্প সকল উৎপন্ন হয়, যে তাম্বুল পুষ্প কুত্রাপি প্রাপ্ত হইয়া যায় না । যে সকল পুষ্প-বৃক্ষ চৈনীয়-উদ্যানভিত্তিতে উৎপন্ন হইয়া তদীর অনুপন্ন শোভা বিচার করে, তদ্ব্যতীত “উটংহু” নামে চীনের পুষ্প সকল বৃক্ষ । উটংহু নামে চীনে, বোণীম্, হেটাং,

ও মটান্ প্রভৃতি পুষ্পরক্ষ সকল অধিক জন্মে ।
 “ইহিয়াং হোয়া” নামে এক পুষ্প জন্মে, তাহার
 সৌন্দর্য্য দিবসে অমৃতত্ব হয় না, এতৎপ্রযুক্ত তাহা-
 কে “ইহিয়াং হোয়া” অর্থাৎ রজনীগন্ধা কহে ;
 বোধ হয়, আমরা যাহাকে রজনীগন্ধা কহি ইহিয়াং-
 হোয়াই বা সেই পুষ্প হইবে । চীনে নানা বর্ণের
 পদ্ম পুষ্প প্রাপ্ত হওয়া যায় । চৈনীয়রা পদ্মের
 বীজ এবং মৃণ্ময় উপাদেয় জ্ঞানে ভক্ষণ করে ।

চীনে বহুবিধ ঔষধি বৃক্ষেরও অভাব নাই ।
 রেউচিনি, চৈনীয় টিহোপং, গিল্পে, কামিয়া,
 মণ্টসি, কোলিন্ প্রভৃতি প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন
 হয় । চীনের পুদিনা অতীব উৎকৃষ্ট ।

তথায় অধিক পরিমাণে ইক্ষু জন্মে, তদ্বারা
 নানাবিধ শুড় ও শর্করা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া
 থাকে ।

জীবজন্তু ।

পশুাদি :—চীনের পর্বতময় এবং অরণ্য প্রদে-
 শে হস্তী, গণ্ডার, শার্কুল, চিতাব্যাঘ্র, তন্নুক, কে-
 ন্দুয়া, উল্লামুখী, মহিষ, ঘোটক, উষ্ট্র, বন্য গর্দভ,
 বরাহ প্রভৃতি ভীষণাকার বন্য জন্তু সম্বল বাস
 করে । উক্তর প্রদেশে বীঘর, মেব্লু’ আর্মিন্

প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোমোৎপাদক পশু সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চৈনীয়রা যুগ্মা করিয়া থাকে, শীত-কালে তাহারা হরিণ, কুম্ভসা, ছাগ, বন্য বরাহ, শশক, কাষ্ঠবার্জার, ইন্দুর, মরাল, পাতিহংস, টিটর, বটের, ডাক, এবং অন্যান্য চৈনীয় পশু পক্ষী বধ করিয়া আনিয়ন করে। চীনদেশীয় অশ্বগণ মৃদুশ্যা, বলবান, এবং বেগগামী নহে ; যে সকল অশ্ব সৈন্যদলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা নৈকশ ভীকু বে যুদ্ধ সময়ে তাতারদিগের অশ্ব-হেবারব প্রদণে পলায়ন করে। চীনে অশ্ব সমূহের খুরে নাক বন্ধন প্রথা প্রচলিত নাই। পূর্বে-ত্তর প্রদেশে বস্যা ও পালিত উষ্ট্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, বন্যোষ্ট্রের কুজ হইতে একপ্রকার বসা নির্গত হয়, তাহা ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীনে নানা জাতীয় বানর প্রাপ্ত হওয়া যায় ; তন্মধ্যে এক জাতি বনমানুষ জন্মে, তাহারা মনুষ্য মতশ উচ্চ এবং মনুষ্যের ন্যায় পক্ষাৎ পদদ্বয়দ্বারা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করে, আর তাহাদের কর্মকাণ্ডের সহিত সামবকার্যের অত্যন্তর্য্য সৌমা-র্য্য হইতে হয়। চীনে কক্করিকামৃগ আছে, নক্ষিণ প্রদেশে ইহা অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই না-

তীয় জী-মৃগের মাংস অতি সুস্বাদু, চৈনীয়রা ইহা উপাদেয় বলিয়া আহার করে । তাতার দেশীয় অরণ্য প্রদেশে এক জাতি পক্ষবিশিষ্ট উল্কা-মুখী একং ইন্দুর প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

পক্ষী কীটাদি।—চীনে উৎক্রেশ, শ্যেন, পেলিকান্, বাড্-ড-অব্-পারেডাইজ্, নানা জাতীয় হংস, সারস, এবং শুক সারিকা প্রভৃতি বহুবিধ পক্ষী বাস করে । তথায় ধীবর-পক্ষী নামে এক জাতি অতি প্রসিদ্ধ পক্ষী জন্মে, তাহারা মৎস্য ধারণে সাতিশয় নিপুণ । চৈনীয় ধীবরগণ এই পক্ষী প্রতিপালন করত তাহাকে মৎস্য ধৃত করিতে সুশিক্ষিত করে । তাহারা মরালাকৃতি এবং ধূসরবর্ণ । প্রভুর সঙ্কেতানুসারে তাহারা কলমগ্ন হইয়া ক্রমেৎ বহুল মৎস্যধারণ পূর্বক আনয়ন করে । তাহারা এতদ্বশ বুদ্ধিজীবী, যে নদীমধ্যে অসংখ্য নৌকা একত্র থাকিলে, তাহারা স্ব স্ব নৌকা চিনিয়া লইতে পারে ।

চীনে সকল জাতীয় কীটাদিই প্রাপ্ত হওয়া যায় । তথায় এক প্রকার অতি বৃহৎ প্রজাপতি জন্মে, তাহারা বহুবলে রক্ষিত হয় । চীন রেসমোৎপাদক-শুষ্ঠি কীটের জন্ম স্থান, চৈনীয়রা এই কীটকে

সাতিশয় বস্ত্রসহকারে গালন করে। ৩টি কীট
সমূহ আর এক প্রকার কীট আছে, তদ্বারা এক
প্রকার অতি সামান্য রেমমোৎপন্ন হইয়া থাকে।
“ইন্ফুসি” বৃক্ষের পত্রের এবং শাখাসমূহের এক-
জাতি কীট “উপেসী” নামক এক প্রকার নীড়
নিৰ্মাণ করে, তাহা রং কার্যে, ঔষধাদিতে ও
অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহৃত হয়।

মৎস্য।—চীনদেশীয় সাগরে, ক্রুদে, নদীতে,
এবং জলাশয়ে নানাবিধ উত্তমোত্তম সুবাস্তু মৎস্য
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তত্রত্য প্রসিদ্ধ কাঞ্চন এবং
রক্তবর্ণ মৎস্য অতীব আশ্চর্য, পরম রমণীয়, এবং
ছুষ্টি-সুখ-প্রদায়ক। এই মৎস্য সর্বাধিকৃতি।
চৈনীয়রা ইহাকে ধৃত করিয়া জলপূর্ণ কাচপাত্রে
রক্ষা করত তাহা গৃহান্তরে স্থাপন করে। এই
সকল মৎস্য আশ্চর্য্য কোশলে ধৃত হইয়া বাণিজ্য-
পথদ্বারা দেশ-বিদেশে বীজিত হয়।

আকরিক ।

ধাতু।—চীনের পর্বতময় প্রদেশে স্বর্ণ, রৌপ্য,
লৌহ, তাম্র, টীম, সীম, মস্তা, পারদ প্রভৃতি
মান্য জাতি ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল

গুপ্তধন প্রকাশিত হইলে পাছে কুবিকার্য ক্রাস
 প্রাপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় চীন সম্রাটের খনি খন-
 নের অসম্মতি নিবন্ধন তদীয় রাজ্যে স্বর্ণ রৌপ্য-
 দিয় প্রাচুর্য্য ছুট হয় না। নদীতীরস্থ বালুকা
 এবং পর্বতস্থ নিকর হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া
 বাণিজ্যদ্বারা অন্য দেশে নীত হইয়া থাকে। চীনে
 স্বর্ণ মুদ্রাক্রিত হয় না; অলঙ্কারের নিমিত্তও তাহা
 অত্যপ্পমাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্রাট্ই
 কেবল কতিপয় সুবর্ণ-নির্মিত পাত্রাদি ব্যবহার
 করেন। লৌহ, সীস, এবং চীন আকরোস্ত্রোলিত
 হইয়া অল্প মূল্যে বিক্রীত হয়। উনান্ এবং
 কৈচু প্রদেশদ্বয়ে তামাকর আছে, ইহাই উদ্ভো-
 লিত হইয়া মুদ্রাক্রিত হওত সর্বত্র প্রচলিত হই-
 তেছে। চীনে রৌপ্য সম্ভব এক প্রকার স্বেতবর্ণ
 তাম্র উৎপন্ন হয়, তদ্বারা নানাবিধ উত্তমোত্তম
 সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। চৈনীয়রা ইহাতে
 দস্তা মিশ্রিত করিয়া ইহার ভগ্ন-প্রবণতার ক্রাস
 করে, এবং রৌপ্য মিশ্রিত করত ইহার প্রভা বৃদ্ধি
 করে। জাপান হইতে চীনে এক প্রকার সুবর্ণবর্ণ
 তাম্র আনীত হয়, তাহা অতীব সুন্দর। চীনে
 যবক্ষুর এবং গন্ধকের ও অভাব নাই।

প্রস্তর।—চীনে নানাবিধ প্রস্তর এবং মৃদঙ্গারের আকর সর্বত্র ছুই হইয়া থাকে । পিচিলী, সেন্সী, এবং সান্সী প্রদেশের গর্ভতময় স্থান হইতে অপৰ্যাপ্ত মৃদঙ্গার বা পাথুরিয়া কয়লা উত্তোলিত হয় । সান্সী এবং সেচুয়ান্ প্রদেশে লাপিস্-লাজুলি জন্মে । ফোকিন্ প্রদেশান্তঃপাতী চাংচুফুর গর্ভতময় স্থানে এক প্রকার অতি সুন্দর স্বচ্ছ প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বারা সুনিপুণ শিল্পকারকর্ষক পশুমূর্তি, বোতাম, মীলমোহর প্রভৃতি দ্রব্য সমূহ নির্মিত হইয়া থাকে । উনান্ প্রদেশে ক্ষুদ্র পদ্মরাগ মণি প্রাপ্ত হওয়া যায় । লেয়সের প্রস্তরাকরে আকোটাছুতি এক একটা পদ্মরাগ মণি উত্তোলিত হইয়া থাকে ; লেয়স্ রাজের নিকটে সামান্য কদলালেবুর ন্যায় একটা বৃহৎ মরকত মণি আছে । চীনে প্রচুর পরিমাণে সুন্দর মাৰ্ব্বল প্রস্তর উৎপন্ন হয় । তথায় বহুবিধ প্রবণ সুখকর শব্দোৎপাদক প্রস্তর সকল জন্মে, তন্মধ্যে “ইউ” নামে যে এক প্রকার প্রস্তর আছে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট, অতীব সুদৃশ্য, এবং বহুমূল্য ; ইহা নামাবলি চিহ্নিত, আর তদুৎপন্ন মণি প্রতিখয় মধুর এবং

চিস্তাবিমোহক। চৈনীয়রা তদ্বারা সুশ্রাব্যবাদ্য
যন্ত্রাদি নির্মাণ করিয়া থাকে ।

মৃত্তিকা।—চীনে কুম্ভকারের কর্মোপযোগী
সকল দূর্গেরই মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় । তথায়
“কেয়লিন্” নামে এক প্রকার বহুমূল্য মৃত্তিকা
জন্মে, চৈনীয়রা তাহাতে তদ্বেশোৎপন্ন “হৌচি”
নামে এক জাতি খড়ি মিশ্রিত করত, তদ্বারা
চীনের কাচ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নানা বিধ
পাত্রাদি নির্মাণ করে । তাহার প্রথমতঃ এই
খড়ি চূর্ণ করত উক্ত কর্ম্মে মিশ্রিত করিয়া মূল্য
গঠনাদি প্রস্তুত করে, এবং তাহাকে অগ্নিতে দক্ষ
করত দৃঢ় করে; পরে তাহাকে চাক্চক্যালী
করণার্থ এক প্রকার তরল পদার্থে কিঞ্চিৎকাল
নিমজ্জন করত পুনর্বার অগ্ন্যুত্তপ্ত করে । এই
প্রকারে চীনের বাসন সকল প্রস্তুত হয় । এক্ষণে ঐ
কেয়লিন্ মৃত্তিকা ইংলণ্ড, ও ফ্রান্স প্রভৃতি কতিপয়
ইউরোপীয় প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

দ্বিতীয় প্রকরণ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

চৈনীয়দের আদ্য বৃত্তান্তের অনিশ্চয় ।

এই অতি সুবিস্তীর্ণ চীনরাজ্যের আদ্য বৃত্তান্ত এবং পুরাতন বিষয়ের কোন প্রমাণ-সিদ্ধ যাঁথার্থ্য একাল পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। অতীতকাল হইল ইউরোপীয়গণ এই দেশের অবস্থিতির বিষয় অরুণত হইয়াছেন; চীনের রাজনিয়মানুসারে বিদেশিদের তদ্রূপ প্রবেশের অসম্মতি নিবন্ধন, ভূমিবাসিদের সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয়ভাব বশতঃ তাঁহাদের পক্ষে তদ্রূপীয় ভাষা শিক্ষার যথেষ্ট অনুযোগ হইয়াছে, এবং তাঁহারা তদ্রূপ মনুষ্যবর্গের রীতি নীতি এবং ইতিবৃত্ত বিশেষ-রূপে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। কিন্তু এই সকল প্রতিবন্ধক ক্রমশঃ ভিরোহিত হইতেছে।

চৈনীয়দের আয়োজনশক্তির বিষয় পর্যালোচনা করিলে আশ্চর্য্যভর ইহাই প্রতীত হয়, যে তাহারা

প্রাচীন গিসুরীয়দিগের বংশোদ্ভূত হইবে, কারণ ইহাদের প্রাচীন ধর্মচর্যা এবং চিত্রস্বরূপ অক্ষরের সহিত চৈনীয়দের ধর্মচর্যা এবং বর্ণমালার অনেক সৌম্যদৃশ্য লক্ষিত হয় । কিন্তু চৈনীয়দের রীতি নীতি অধিকন্তু আমাদের ও অন্যান্য ভারতবর্ষীয়দের রীতিনীতির সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক সমতুল্য দৃষ্ট হইতেছে; সূর্য্যদেবের ষাণ্মাসিক অয়ণ পরিবর্তন কালীন তাহার সার্ঘ্যদান পূজাবিধি; পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদিভ্রিয়া; সম্ভ্রান্তভাবে পিতৃলোকের পিণ্ডাভিষেকা; রাশিচক্র বিভাগের বিশেষ নিয়ম; এবং দশভাগে দিগ্ভিভাগ, এই সকল বিষয়ে আমাদের সহিত তাহাদের বিন্যাস একা আছে । ফলতঃ এই সকল ও অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের সমতা সত্ত্বেও তাহারা কখনই ইজিপ্তীয় বা হিন্দু বংশোদ্ভূত নহে ।

যে অতীব প্রাচীন আর্য্যবংশ হইতে এই হিন্দুবংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে, বোধ হয় চৈনীয়রা সেই প্রসিদ্ধ আদিবংশ হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়া থাকিবে; কিন্তু তাহারই বা নিশ্চয় কি । চৈনীয়দের বদনাবয়ব দর্শনে বিশেষ উপলক্ষি হয়, যে তাহারা তাতার-কুলজাত; কারণ আশিয়াখণ্ডের

ককটক্রান্তি, এবং শীত-প্রধান উত্তর মহাসাগরের
 মধ্যবর্তী সমস্ত প্রদেশই এই জাতির আবাসস্থান ।
 চৈনীয়রা যে অত্যন্ত প্রাচীন বংশোদ্ভূত তাহার
 কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন্ বংশ হইতে কখন
 সমুদ্ভূত হইয়াছে তাহার নিশ্চয় করা অতীব
 দুঃসাধ্য । মহাসহোপাধ্যায় ইউরোপীয় পুরাণবিৎ
 গণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, যে তাহারা খ্রীষ্টাব্দের
 ত্রিসহস্র বৎসর পূর্বাধি সাম্রাজ্য তোগ করিয়া
 আসিতেছে ; এবং চৈনীয়দের পৌরাণিক বার্তায় ও
 এইরূপ বর্ণিত আছে । কিন্তু চৈনীয়েরা সম্পূর্ণ
 বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতি
 অপেক্ষা চৈনীয়রা আপনাদের প্রাচীন বংশের
 অতিরিক্ত অভিমান করিয়া থাকে । জগন্নিবাসী
 কোন জাতিই স্ব স্ব আদিবংশ, ও স্বদেশ-
 ের প্রত্যেক বিখ্যাত ও স্মরণীয় ঘটনা কৃতান্ত
 বর্ধারূপে বর্ণন করেন নাই, সত্য বটে ; কিন্তু
 চৈনীয়রা ইহুদ কুসংস্কারাবিষ্ট এবং মিথ্যাকল্প-
 নাসক্ত, যে বিবেচক ব্যক্তি মাত্রই তাহাদের
 পৌরাণিক বার্তার অযৌক্তিকতা এবং অসম-
 ্ভিকতা সপ্রমাণ পূর্বক, তাহার উপেক্ষা এবং অসি-
 ঙ্গীকরণ করেন ।

চৈনীয়দের প্রাচীন ইতিহাস যে কি নিমিত্ত এতাদিক অনিশ্চিত এবং অবিশ্বাস যোগ্য হইয়াছে তাহার কারণ এই, যে, আমাদেরও কথাই নাই, তাহার। আপনাই স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থসমূহের সম্পূর্ণশ্রমাত্রই প্রাপ্ত হইয়াছে ; কারণ খ্রীঃ শকের ২১৩ বৎসর পূর্বে “সীহোয়াংটি” সম্রাটের রাজত্ব কালীন তদীয় আজ্ঞানুসারে প্রায় সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থই অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, এবং তন্মধ্যে যে সকল রত্নান্ত লিখিত ছিল তাহা একেবারে স্মৃতিপথ বহির্ভূত করণাশয়ে “সীহোয়াংটি” তাত্‌কালিক অসংখ্য মহা মহা পণ্ডিত ব্যক্তির আগত্যা করেন, পাছে তাহার। এই সকল রত্নান্ত স্বরণপূর্বক রাজ্যের সটীক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া পুনঃ গ্রন্থরচনা করে। অনন্তর খ্রীঃ শকের ১৫০ বৎসর পূর্বে “ভুটি” সম্রাটের রাজ্যকালে, অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শী মহা পণ্ডিত বিজ্ঞতম “কংফুচী”-বিরচিত চুকিং এবং চুক্‌উ নামক গ্রন্থদ্বয় চৈনীয়রা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে খ্রীঃ শকের ৫০ বৎসর পূর্বে “সিম্‌ট্‌সিন্” নামে এক সুপণ্ডিত গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থদ্বয় ও অন্যান্য বিবিধ গ্রন্থক দ্বয়ে সম্বোধিত একখানি

আদ্যন্ত ইতিহাস সমেত চৈনীয় ইতিহাস রচনা করেন । মহামান্য কংকুচীই স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, যে, চৈনীয়দের প্রাচীন ইতিহাস সর্বৈব কাপ্পনিক এবং বুদ্ধিবিরুদ্ধ ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

চীনরাজ্যের প্রাথমিক সম্রাটগণের
কাপ্পনিক বিবরণ ।

চৈনীয়দের ইতিহাসমতে “পুয়ংকু” নামধারী এক মহাজন চীন রাজ্যের প্রথমমুখ্য ছিলেন । কেহ কেহ ইহাকেই পৃথিবীর আদিপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করেন ; কিন্তু “বেয়াং” এবং “মেন্জি-নিয়াং” নামক দুকিখ্যাত চৈনীয়-ভাবাবিৎ পণ্ডিত যদের মতানুসারে উক্ত “পুয়ংকু” শব্দে অতীব পূর্বতন কালকে বুঝায় । পুয়ংকুর পর “সীন্-জোয়াং” রাজ্য প্রাপ্ত হন । এই শব্দের অর্থ “স্বর্গীয়” । কোন কোন ইতিহাস-বেত্তারা বলেন

যে “মিন্‌হোয়াং” প্রথম অক্ষর রচনা করিয়া-
ছিলেন। ইহার পর “টিহোয়াং” সিংহাসনো-
পবিষ্ট হন; “টিহোয়াং” শব্দের অর্থ পৃথিবী-
পতি। কথিত আছে ইনিই ত্রিশত্‌ দিনে মাস
বিভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর “গিন্‌হোয়াং”
রাজপদাভিষিক্ত হন; এই শব্দার্থ মনুজেশ্বর।
“গিন্‌হোয়াং” তদীয় নবমহোদয়কে সমস্ত রাজ্য
বিভাগ করিয়া দেন। তাহার নগরাদি নির্মাণ
করত প্রাচীর দ্বারা তাহা পরিবেষ্টন, রাজ্য ও
প্রজাগণের মধ্যে বিভিন্নতা স্থাপন, এবং বিবাহ
প্রথা প্রচলিত করিয়াছিল।

এই চারি জন সম্রাটের রাজত্ব সম্পূর্ণ হইতে যে
সময় লাগিয়াছিল, চৈতনীয়রা সেই সময়কে এক
“কাই” অর্থাৎ যুগ কহে। পুরাণ-তত্ত্ববিৎ দূরদর্শী
পণ্ডিতেরা যে বিখ্যাত “ফোহি”কে এই চীন
রাজ্যের প্রণেতা বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই
মহাপুরুষের পূর্বে উক্তরূপ মনুষ্য অস্তিত্বিত হই-
য়াছিল।

দ্বিতীয় যুগের ইতিহাস উক্ত প্রথম যুগের
ইতিহাসকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিতেছে; কারণ
ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে “গিন্‌হোয়াং” এবং

তাঁহার আত্মগণ প্রাচীর পরিবেষ্টিত মগর সকল স্থাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী কতিপয় যুগে চৈনীয়রা পৰ্ব্বত গহ্বরে এবং ব্লকোপরি বাস করিত । তৃতীয় যুগের বিষয় কিছুই অবগতি নাই ; চতুর্থ যুগেও মনুষ্যবর্গ গিরিগুহায় বাস করিত ; পঞ্চম এবং ষষ্ঠ যুগের বৃত্তান্ত আমরা অবগত নহি । কোন কোন গ্রন্থকার কহেন, এই ছয় যুগে নবতি সহস্রবর্ষ গত হইয়াছিল ; আবার কেহ কেহ কহেন যে তাঁহাতে ১১,০০,৭৫০ বৎসর গত হইয়াছে ।

প্রথম যুগের বিষয়ে যে সকল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, চৈনীয় ইতিহাস মতে সপ্তম ও অষ্টম যুগদ্বয়ের বিষয়েও সেই সকল ঘটনা বৃত্তান্তই অবগত হওয়া যায় ; অর্থাৎ, এই সময়ে চৈনীয়রা গহ্বর সকল পরিত্যাগ পূর্বক গৃহাদি নির্মাণ করত তদ্ব্যূহ্যে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং তৎকালে তাঁহারা বস্ত্রাদিও প্রস্তুত করিতে শিখা করে । অষ্টম যুগের প্রথম সম্রাট “চীনফাং” তৃতীয় প্রজাপুঞ্জকে চরম পরিধান করিতে শিখাইয়াছিলেন । কথিত আছে, তিনি ৩৫০ বৎসর রাজত্ব করেন । “উইচি” নামক তাঁহার এক জন উদ্যোগিকারী মিনত্ববর্ষের অধিক সাক্ষাৎ করিয়া

গিয়াছে ; ও ভাঁহার বংশ অষ্টাদশ সহস্র বৎসর স্থায়ী ছিল । কিন্তু এক্ষণে সাতিশয় আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইতিপূর্বে কত সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হইল, তথাপি অগ্নি বলিয়া যে এক পদার্থ আছে, তাহা চৈনীয়দের এখনও অবগতি হইল না । এই অষ্টম যুগের শেষে “মৌগিন্” নামক এক ব্যক্তি প্রথম অগ্নির প্রকাশ করেন । এই অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রকাশ হইলে, চৈনীয়রা তাহাদের আহাৰ্য্য সকল রন্ধন করিতে শিক্ষা করিল । ইতিপূর্বে তাহারা কাঁচা মাংস আহাৰ্য্য, ও শোণিত পান করিত ।

• নবম যুগে “ছাংহী” নামক এক ব্যক্তি অক্ষরের সৃষ্টি করেন ; কথিত আছে, যে, এক স্বর্গীয় কুৰ্ম্ম তদীয় পৃষ্ঠদেশে, সমূহ অক্ষর লইয়া ছাংহীর হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি তাহাদিগকে মানন্দচিত্তে গ্রহণ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন । এই সময়ে সঙ্গীত, মুদ্রা, শকট, বাণিজ্য, বাণিজ্যব্যব ইত্যাদির সৃষ্টি হয় । এই সকল যুগের কালবিস্তার বিষয়ে নানা প্রকার গণনা হইয়া থাকে । কেহ ২ পুয়ংকু হইতে কংকুচী, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪৭৯ বৎসর পর্য্যন্ত বিস্তৃত কাল, তাহাকে ২,৭৯,০০০ বৎসর, কেহ

২২,৭৬,০০০ বৎসর, কেহ ৩২,৭৬,০০০ বৎসর, এদং
কেহবা, ৯,৬৯,৬১,৭৪০ বৎসর বলিয়া নির্দেশ
করেন।

কোন কোন পুরাণ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা উক্তরূপ
অসম্ভব কালনিরূপণ এবং অসুত ইতিবৃত্ত বর্ণনাকে
এই জগৎ কখন কিসে সৃষ্ট হইয়াছে তাহারই
অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ আভাস বা সঙ্কেত মাত্র
অনুমান করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন, যে
“পুয়ংকু” শব্দে জগৎ সৃষ্টির পূর্বে যে অনন্তকাল,
তাহাকেই বুঝায়; এবং তৎপরেবর্তী “মীন্‌হোয়াং”
“টিহোয়াং” এবং “গিন্‌হোয়াং” শব্দদ্বয়ে স্বর্গ ও
পৃথিবীর নির্মাণ এবং মনুষ্যের সৃষ্টিকে বুঝায়।

একদমে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা চৈনীয় ইতি-
হাসের যে অংশ সম্পূর্ণ নিপাতা এবং কল্পিত,
তাহারই সাক্ষ্য। মহানুভব কোহির সহিত
দশম যুগ আরম্ভ হয়। তাঁহার রাজত্বাবধি চীনের
ইতিহাস যদিও অনিশ্চিত, অস্পষ্ট, এবং অস্বীকৃত,
তথাপি ক্রমশঃ বাস্তবিক, সুক্লিসিত, ও বিশ্বাস-
যোগ্য হইয়া আসিতেছে।

চৈনীয় পৌরাণিক-বাহ্যায় এইরূপ লিখিত
আছে, যে, চীনরাজ্য প্রথমে কোহি-সম্রাট

প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মনী একদা তদীয় আবাস সন্নিকটস্থ কোন জুদের উপকূলে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে অধোনিয়নে অবলোকন করিলেন, যে, সেই নিকতায় তীর-ভূমিতে অনুপম-জ্যোতি-বিশিষ্ট ইন্দ্রধনু-পরি-বেষ্টিত এক অত্যাশ্চর্য্য প্রকাশ মনুষ্য-পদচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বাটী প্রস্থান পূর্বক সংকল্প করত মহামহারোহে তদীয় ইষ্ট-দেবতার পূজা এবং আরাধনা করিলেন। কলতঃ যৎকালে সেই পদচিহ্ন তাঁহার নয়ন গোচর হইয়া-ছিল, তদ্ব্যবহৃত্তেই তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হয়। অনন্তর তিনি যৎকালে এক পুত্র সম্ভান প্রসব করত তাঁহার নাম “কোহি” রাখিলেন। কোহি নয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে স্বীয় পরাক্রম এবং ধীশক্তির কার্য্যামুষ্ঠান দ্বারা রাজ-চক্রবর্ত্তীর লক্ষ্য সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চৈনীয়রা তাঁহার অসামান্য কবতা দর্শনে তাঁহাকে “টিয়েল্লি” অর্থাৎ স্বর্গ-পুত্র এই উপাধি প্রদান পূর্বক খ্রীঃ শকের ২৯৫০ বৎসর পূর্বে রাজপদাভিষিক্ত করিয়া। তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ঐৎকুট রাজনিয়ম সকল সংস্থাপন পূর্বক

মুহূর্ত্তনে রাজ্য শাসন করত যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ।

কথিত আছে যে কোহিই চৈনীয় ভাষার হ্রস্বপাত করেন ; তিনি প্রথমে তাহার ংষ্টাকর মাত্র রচনা করত, তদ্বারা নানা অব্যর্থজ্ঞাপক চতুঃষষ্টি শব্দ নির্মাণ পূর্বক তাহা প্রচলিত করিয়া-
ছিলেন । এই সকল শব্দের প্রতি কুসংস্কারাবিষ্ট চৈনীয়দের অনুরাগ জননার্থ তিনি ছলনা পূর্বক এই ঘোষণা বিস্তার করিলেন, যে, একদা তিনি এক ক্রুদ্ধতীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, যে, ক্রুদ্ধগর্ভ হইতে শব্দ ও পক্ষদ্বয় বিশিষ্ট অশ্বাকৃতি এক চতুঃপাদ* উদ্ভূত হইয়া উদ্ভীয়মান হইতেছে ; অনন্তর তাহার পৃষ্ঠদেশে তদীয় নয়নপাত হইবা মাত্র তিনি তদ্ব-
ধরি উক্ত শব্দাবলি অঙ্কিত রহিয়াছে অবলোকন করিলেন, এবং তাহারই অনুকরণ করিয়া এই শব্দ সকল রচনা করিয়াছেন । চীন সম্রাটের পতাকা সমূহে উক্ত শব্দ ও পক্ষবিশিষ্ট ছোটক-মূর্ত্তি চিত্রিত থাকিবার এই এক প্রবাদ কারণ ।

তৎপরে কোহি স্বজাতির বিবাহ প্রথা প্রচলিত, সঞ্জীত-শাস্ত্র রচনা, স্ত্রী পুরুষের বেশভূষার বিভিন্নতা নিয়মান্বিত, এবং অন্যান্য মহৎ মহৎ কার্যানুষ্ঠানদ্বারা স্বনাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে তিনি রাজ্যমধ্যে এক প্রধান রাজমন্ত্রী স্থাপন করিয়া, রাজ্য-শাসনভার চারিজন মান্দারিণের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং ১১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৯৫০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি খ্রীঃ শকের ২৮৩৮ বৎসর পূর্বে প্রাণত্যাগ করিলেন।

কোহির মৃত্যুর পর তদীয় বংশজাত সপ্ত জন সন্ধ্যাট্ট রাজত্ব করিয়াগিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বের কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ নাই; কেবল কোহি হইতে সপ্তম সন্ধ্যাট্ট “ইয়াওর” রাজত্বকালীন যে এক অত্যাশ্চর্য ও অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহাষয়ে ইহাই বর্ণিত আছে, যে, ক্রমাগত দশ দিবস পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়া মাই, তদবলোকনে চৈতন্যহীন সাতিশয শকাবল হইয়াছিল, পাছে সমস্ত জনও দক্ষ হইয়া ভয়ানক হইয়া। বিশ্বপুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে খ্রীষ্টীয় ধর্মপুস্তকে “জমুয়া” লিখিত আছে যে এই প্রকার এক অদ্ভুত ঘটনা-বৃত্তান্ত

বর্ণিত আছে, তাহা নিঃসন্দেহ এই ব্যাপার* । তাঁহারা কোহিকে “নোয়া” বন্দিয়া বর্ণন করেন ; তাঁহারা এই অনুমান করেন, যে, সাধারণ জলপ্লাব-
নানস্তর নোয়া “আর্ক” নামক বিখ্যাত অর্নব-
পোত হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তদীয় পুত্র পৌত্রাদি
সমভিব্যাহারে বাবিলিয়া প্রদেশে কতিপয় বৎসর
কালযাপন করেন ; পরে তিনি তাহাদিগকে
“বেবেলের” অত্যুচ্চ-মন্দির-নির্মাণরূপ অসৎ-
ক্রিয়ায় প্ররক্ত দেখিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইলেন,
এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক কতিপয় মনো-
নীত সঙ্গী সমভিব্যাহারে অহান দ্বিশত বৎসর
পূর্বদেশ পর্য্যটন করিয়া, পরিশেষে চীনদেশের
উর্করা প্রদেশে অবস্থান পুরঃসর খ্রীঃ শকের ২৯৫৩
বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ চীন রাজ্য সংস্থাপন করেন ।

একণে এই সকল কাণ্পনিক এবং আনু-
মানিক পুরাণেতিহাস বর্ণনে নিরুক্ত হইয়া, চৈতনীয়
ইতিহাসের ইচ্ছা অংশ কর্ত্তনে প্ররক্ত হইল।
যাহা বখাও, সুনিশ্চিত, এবং সুকিসিদ্ধ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

—o—o—o—

ভিন্ন২. চৈনীয় রাজবংশাবলি,—এবং সেই
সকল বংশারম্ভের পূর্বকালিক ফোহির
উত্তরাধিকারি-সম্রাট্গণের বিবরণ ।

[খ্রীঃ পূঃ ২৮৩৮-২২০৭ ।]

পৃথিবীস্থ অপরাপর জাতিসমূহের ন্যায় চৈনীয়
মরা দিগ্বিজয়ী নহে ; অসংখ্য দেশ জয় করিয়া
তথায় আপনাদের আধিপত্য সংস্থাপন ও চৈনীয়
নামের গৌরব সম্পাদন করিয়া, যে তাহারা অধিল-
জন পরিজ্ঞাত হইবে, এরূপ অভিলাষে তাহারা
কখনই প্রলুব্ধ হয় না ; কিরূপে স্বরাজ্যের উন্নতি-
সাধন হইয়া তাহার জীবদ্ধি হইবে, তৎকার্য্যান-
ষ্ঠানেই সতত যত্নশীল হইয়া সন্তুষ্ট থাকে ।
এতদ্বিরুদ্ধন তৎস্বরাজ্যের বহুকালের পুরাতন মধ্যেও
কোন সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না ;
কেবল এক সম্রাটের পরলোক গমনান্তর অপর
সম্রাটের সিংহাসনোপবেশন বৃত্তান্তই অবগত
হওয়া যায় । এই সকল সম্রাট এক বংশোদ্ভূত

নহেন, ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীনতা বংশ ইহাতে সমুদ্রুত
তইয়া স্বাধীনতা ভোগ করিয়া গিয়াছেন । নিম্নে
উক্ত বংশসমূহের ও প্রত্যেক বংশোদ্ভূত সম্রাট-
গণের সংখ্যাবর্ণন, এবং প্রতি বংশান্তরের কাল
নিরূপণ করা যাইতেছে ।

বংশাবলি । সম্রাটগণ । খ্রীঃ পূঃ ।

১. হায়া বা কায়াবংশে, ১৭ ... ২২০৭ ।

২. সাং বা ইং,... ২৮ ... ১৭৬৬ ।

৩. চিউ,... ৩৫ ... ১১২২ ।

৪. ছিন্, ৫ ... ২৫৫ ।

৫. কান্,... ২৯ ... ২০৬ ।

খ্রীঃ অব্দ ।

৬. চুহান্, ২ ... ২২০ ।

৭. ছিন্, ১৫ ... ২৬৫ ।

৮. সৎ, ৮ ... ৪২০ ।

৯. ছি, ৫ ... ৪৭৯ ।

১০. নিয়াং, ৪ ... ৫০২ ।

১১. চিন্, ৪ ... ৫৫৭ ।

১২. হুই, ৩ ... ৫৮১ ।

১৩. টোয়াং, ২০ ... ৬১৮ ।

১৪. হানিয়াং, ২ ... ৬০৭ ।

বংশাবলি ।	সম্রাটগণ ।	খ্রীঃ অব্দ ।
১৫. ছটং, ৪ ৯২৩ ।		
১৬. ছহিন্, ২ ৯৩৬ ।		
১৭. ছহাঁন্, ২ ৯৪৭ ।		
১৮. ছটু, ৩ ৯৫১ ।		
১৯. সৎ, ১৮ ৯৬০ ।		
২০. ইয়েন্, ৯ ১২৮০ ।		
২১. মিৎ, ১৬ ১৩৬৮ ।		
২২. ছিন্, ১৬৪৫ ।		

এই চৈতনীয় রাজবংশাবলির নির্ঘণ্টা বথেষ্ট
প্রমাণ-সিদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য ; কিন্তু যে সকল বিশ্ব-
পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ ইয়াওকে জম্ময়ার সমকালিক
বলিয়া কহেন, তাঁহাদের পূর্বোক্ত আনুমানিক
পুরাতত্ত্ব বর্ণনানুসারে হারা-বংশ খ্রীঃ পূঃ ১৩৫৭
বৎসরের পূর্বেও আরম্ভ হয় নাই ।

এই সকল বংশোদ্ভূত ঐতোক সম্রাটের জীবন-
বৃত্তান্ত এবং রাজত্ব বিবরণ বিস্তারিতরূপে বর্ণন
করিলে ত্রিশংখানি বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকেও তাহা শেষ
করা যুক্ত ; অতএব ইহাশ্লোকটিন ব্যাপারে
হস্তক্ষেপ করা অনুযায়িত জনের হুসাধাতা-

প্রযুক্ত, উক্ত প্রত্যেক বংশে যে সকল প্রসিদ্ধ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই সটীক বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে। কলতঃ কোহির মৃত্যুর পর এবং এই সকল বংশান্তের পূর্বে যে সকল সম্রাট চীনে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন করা আবশ্যিক জ্ঞান করিয়া, অগ্রে তাঁহাদেরই বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইল।

কোহির পর সিন্নং, হোয়াংটি, সাওহাও, চিউন্‌হিউ, টিকো, চী, ইয়াও, এবং গান্ এই সপ্তজন সম্রাট্ রাজত্ব করিয়া যান। ইঁহারা চীনরাজ্যের প্রাথমিক সম্রাট্ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু ইঁহাদের রাজত্বে যে কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কোহি হইতে সপ্তম সম্রাট্ ইয়াওর রাজত্বাবধিই চীন রাজ্যের ইতিহাস সুনিশ্চিত এবং সুপ্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে; কারণ ইয়াও তদীয় অসাধারণ বুদ্ধিবল দ্বারা সমূহ সম্মিয়ন সংস্থাপন পূর্বক সুদূরদূরান্তে রাজত্ব করিতে, রাজ্যের ক্রমশঃ বিস্তারিত হইয়াছিল, এবং তৎকালে চৈনীয়রাও তাহাদের দেশের সটীক পুরাতত্ত্ব বর্ণনা রূপে লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এক্ষণে এই

ইয়াও অবধিই চীনের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ করিলাম ।

খ্রীঃ পূঃ ২৩৫৭ বর্ষে খীমান ইয়াও রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । তিনি শৈশব কাল্যাবধি বিদ্যা ও সজ্জানোপার্জনে সাতিশয় বত্সরীল ছিলেন ; সিংহাননোগবিত্ত হইয়াও সর্বদা তৎকাল-বিদিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সমূহ মহাবাসে কাল যাপন করিতেন, এবং “ কি রূপে আপনার ও দেশের বিদ্যাবস্তার উন্নতি হইয়া রাজ্যের অসাধিত হইবে, কি রূপে কৃষি ও বাণিজ্য নিर्वিঘ্নে ও সুচারু রূপে নির্বাহিত হইবে, কি রূপে ব্যবহারগত নিয়ম সমূহের দোষ সমস্ত সংশোধিত হইবে, কি রূপে বিপকাক্রান্ত হইলে সকলেই প্রাণপণে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় বত্সরীল হইবে, কি রূপে প্রজাগণের সুখ সহজি বৃদ্ধি হইবে,” সর্বদাই তাঁহাদের সহিত এই রূপ বিবিধ বিষয়িনী চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন । বস্তুতঃ, সর্বদা পণ্ডিতবন্ডলী সমভিব্যাহারে নানাবিধ শাস্ত্রালাপ-জনিত-জানালোক দ্বারা উদীয় চিন্ত-প্রসাদ প্রদীপ্ত হওয়াতে, রাজনীতি-প্রয়োগ বিষয়ে তাঁহার নিঃসংশয়-নিঃশঙ্ক জ্ঞানিয়াছিল, যে, রাজ্যশাসন এবং

প্রজাপালন নিমিত্ত তিনি যে সকল কৃষিকার্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে। স্বীয় পুত্র দিগকে জ্ঞানোপার্জনে ও রাজকাৰ্য্য শিক্ষা বিষয়ে নিতান্ত অনাবিষ্ট, এবং সভাসদ অমাত্য ও কুলীনদিগকেও রাজ্য-ভার ধারণে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত দেখিয়া, উত্তরাধিকারির নিমিত্ত সুপাত্র প্রাপ্তির আশয়ে, তিনি সর্বত্র এই ঘোষণা বিস্তার করিলেন, যে, যে ব্যক্তি তদীয় অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের মধ্য হইতে এক বিদ্যোৎসাহী অগাধবুদ্ধি, ধীরপ্রকৃতি, এবং পরমধাৰ্মিক যুবা-পুরুষ আন্বেষণ পূৰ্ব্বক তৎসমীপে আনয়ন করিবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট করিবেন। ইহা শুনিয়া তদীয় অনুচরবর্গ “সান্” নামক পূৰ্বোক্ত গুণগ্রাম বিশিষ্ট এক তরুণবয়স্ক সুপুরুষকে মহা সমাদরে সন্মুখ সমীপে আনয়ন করিল। সন্মুখ তাহার অমূল্য রূপলাবণ্য, অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি, এবং অচল পিতৃভক্তি দর্শনে সাতিশয় প্রীত এবং আকর্ষিত হইয়া, তাহাকে স্বীয় প্রিয়তমা কন্যা-বর সম্প্রদান করিলেন, এবং সর্বদা নিকটে রাখা করিত রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা বিষয়ে অনেক

সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । সানের পিতা পুত্রের ঈর্ষা সৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ ক্রেশ ও দুর্গতি প্রদানের চেষ্টা করিত । কিন্তু মুশাস্ত্র মান্ দুঃসহ পিতৃত্যাচার সম্বল সহ করিয়া স্বীয় জন্মদাতাকে অবিচলিত চিত্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে ক্রটি করিতেন না । মান্ ক্রমে ক্রমে নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্বক তদীয় স্বস্তুর সহস্র কাষাদক্ষ ও রাজ্যভার-ধারণ-ক্ষম হইয়া উঠিলেন । অনন্তর মহীপাল ইয়াও তদীয় প্রেমাম্বাদ জামাতা মুচতুর মান্কে স্বরাজ্যের উত্তরাধিকারী করত ১০২ বৎসর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া কাল-প্রাসে নিপতিত হইলেন । চৈনীয়রা ঈর্ষা সদ্গুণাশ্রিত বিজ্ঞতম সম্রাট-বিরূপে ত্রিরাত্র শোক-মাগরে নিমগ্ন ছিল ; কিন্তু পরম ধার্মিক সামন্ত রাজ্যাভিষেকবার্তা প্রবণ করিয়া, পুনঃ তাহার মন্তোষ লাভ করিল ।

খ্রীঃ পূঃ ২২৪৫ বর্ষে মহাবাহু মান্ তদীয় স্বস্তুর-সিংহাসনে আরুঢ় হইলেন । তিনি ক্রমশঃ নানাবিধ রাজনীতিগত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া চৈনীয়দের বখেট উপকার করিয়া গিয়াছেন ।

একগে চীনে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ পল্লিখা ছোট হয়, কথিত আছে, তিনিই নাকি তাহার স্বত্বপাত করেন । “ইউ” নামক তাহার বিচক্ষণ সচিব-শ্রেষ্ঠের সাহায্যে মান্ মহা ২ সংক্রিয়া দ্বারা প্রভুত যশোলাভ করিয়াছিলেন । ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় নরপতিগণ তৎসমীপে আগমন পুরঃসর রাজকার্য্য পর্যালোচনা বিষয়ক অশেষ সত্বপদেশ গ্রহণ করিতেন । মানের পরলোক গমনান্তর তদীয় মন্ত্রীস্বর ইউ, খ্রীঃ শকের ২২০৭ বৎসর পূর্বে, “হায়া” নামক প্রথম বংশ স্থাপন করিয়া সম্রাট পদাভিষিক্ত হইলেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

১০১০৫৫

প্রথম তিন বংশীয় বিখ্যাত সম্রাটগণের
রাজত্ব বিবরণ ।

[খ্রীঃ পূঃ ২২০৭-২৪৮ ।]

ইউ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া বহুতে সমস্ত
রাজ্যভার ভারণ করতঃ দ্বিতীয় “হাইনাংয়ের”

ন্যায় শাসন বিস্তার করিতে লাগিলেন । বস্তুতঃ তিনি চাঞ্চল্য অসাধারণ বুদ্ধিমান, রাজনীতি-প্রয়োগকুশল, সকল কলাতিজ্ঞ, এবং চমৎকার রাজকার্য্যদক্ষ ছিলেন, এমন অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে । তাঁহার অন্যবহিত পরেই কতিপয় সদাচারী সম্রাট্ বখানিয়মে রাজত্ব করিয়া যান । কিন্তু কালক্রমে তৎসংশ্রুত সম্রাট্গণ সাতিশয় ইন্দ্রিয়-মুখাসক্ত হইয়া রাজকার্য্য অবহেলন করিলে রাজ্য ক্ষীণ হইতে লাগিল ; এবং, ১৭৬৬ খ্রীঃ পূঃ, “কিং” নামক হারা-বংশীয় সর্বশেষ সম্রাট্ শত্রুকর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলেন, ঐ বংশ ধ্বংস হইল । কিং সম্রাট্ চৈতন্য ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ছিলেন, যে, তিনি চৈতন্য “সার্ভেনেপেনলান্স” বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন ।

সিং অথবা ইং নামক দ্বিতীয় বংশও এইরূপ অবস্থায় গত হইয়াছে । এই বংশোদ্ভূত সম্রাট্ সম্রাট্ “টেডু”র রাজত্ব কালীন তদীয় রাজত্ববনের মধ্যদেশে অকস্মাৎ এক উঁচু বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া এক দিবসের মধ্যে এত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে, এক জন লোক তদীয় হস্তধর যারা তাহাকে কেঁটন করিতে পারে নাই । ইহা দেখিয়া সম্রাট্

সাতিশয় ভীত হইয়া তদীয় মন্ত্রী “এঁচ”কে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে ধর্মপথানলয়ী হইতে আদেশ করিলেন। টেডু তাহা গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ ঐ ব্লক শুল্ক হইয়াগেল। তদবধি সাং বংশের প্রাচীনৈশ্বর্যসকল পুনরুদ্ধারিত হইতে লাগিল।

ঐ বংশের সমুদ্রবিংশ সম্রাট্ “টিউ” চিউ-বংশীয় “কিলু” নামক এক মহাবাহুকে তদীয় সৈন্যদলের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিলুর পুত্র “ভেংভাং” সেই পদ গ্রাপ্ত হইয়া সকল কর্মেই স্বীয় বুদ্ধির প্রাধর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক প্রভুত বশোলাভ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, যে, ভেংভাং এক প্রসিদ্ধ চৈতনীয় মনীষী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। উক্ত টিউ সম্রাটের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র “সিউসিন্” সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া মর্ষদা তাঁহার চিত্ত দৌরল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাধারণ চরিত্রের বিষয় পর্যালোচনা করিলে, তিনি যে সাতিশয় ব্রহ্ম, শঠ, অকর্মণ্য, অপব্যয়ী, এবং অত্যন্ত স্বসিদ্ধ ছিলেন ইহাই প্রতীয়মান হয়। কলিঙ্গ এক বিষয়ের নিষিদ্ধ তাঁহার নাম চিউ-বংশীয় ইতিহাস, ইটলীয়রা গল্পদস্ত-নিষিদ্ধ

যে দুই কাঠীদ্বারা আহাৰ করে, তিনিই তাহার
প্রথম সৃষ্টি করেন। বিজ্ঞতম ভেংভাং তদীয়
সম্পদদেশরূপ মহৌষধি দ্বারা পাপাসক্ত সিউ-
সিনের গুপ্তরূপে মহাজোগের অনেক উপশম
করিয়াছিলেন। • বস্তুতঃ ভেংভাং না থাকিলে,
পাপাচার সিউসিন্ সম্রাটের রাজত্ব কালীন চীন
রাজ্যের অনেক অমঙ্গল উপস্থিত হইত। কিন্তু
ভেংভাং ক্রমশঃ সাতিশয় প্রাচীন হইয়া পড়িলেন,
এবং তিনি ৯৬ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কালকবলিত
হইলে, সম্রাট তাঁহাকে পৃথিবী হইতে অপসৃত
দেখিয়া পুনর্বার তাঁহার স্থগাকর নৃশংস
ব্যবহারসকল আরম্ভ করিলেন। ভেংভাংয়ের
পুত্র “ভূভাং” তদীয় পিতৃপদে অভিষিক্ত হইয়া
সিউসিন্কে বুদ্ধে পরাজিত করত সিংহাসনচ্যুত
করিলেন, এবং “চিউ” নামে তৃতীয় বংশ স্থাপন
পূর্বক স্বয়ং সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া সম্রাট উপাধি
ধারণ করিলেন।

ভূভাং সামান্য লোক ছিলেন না। তাঁহার
পিতা তদীয় অবিমবর কীর্তিদ্বারা যাহা ভেংভাং
নাম চিত্রায়িত করিয়া গিয়াছেন, তিনিও তদ্রূপ
করিয়াছিলেন। ইহার পর চীনরাজ্যের ইতিহাস-

স্বাস্থ্যসকল অদ্ভুত পৌরাণিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস-যোগ্য নহে । এই চিউ-বংশোদ্ভূত ত্রয়োবিংশ সম্রাট “লেংনং” ভূপালের রাজত্ব কালীন চীনে এক বিশ্ববিখ্যাত, অলৌকিক গুণসম্পন্ন, বিদ্যাবুদ্ধিসমুৎ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; নিজে তাঁহার জীবন চরিত্রের আদ্যোপান্ত সমস্ত রসান্ত বর্ণিত হইতেছে ।

জগতীতলে এমন কোন বিদ্যাবিৎ মানব নাই, যিনি “কংফুচী” এই শব্দটি জনবগত আছেন । ২২। দার্শনিক কংফুচী, খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ বর্ষে, লু-বাজ্য ইদানীং শাক্টে প্রদেশান্তর্ভুক্তী কায়াকু নগরে জন্মপরিগ্রহ করেন । এই সময়ে প্রসিদ্ধ গ্রীক-পণ্ডিত পিথাগোরাস্ তদীয় বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে পশ্চিমাঞ্চলে প্রভূত যশোলাভ করিতেছিলেন ।

• কংফুচী সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই । তাঁহার পিতা “শালোয়াংহি” নামক দ্বিতীয় বংশোদ্ভূত সপ্তবিংশ সম্রাট “তিয়” রাজের কুলীন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং জীককুশায় ১৩২-রাজ্য মধ্যে অতি প্রধিকার কার্য্যধাকের পদে প্রযুক্ত ছিলেন । তাঁহার জননী, “শিং” ও প্রেরেন নামক এক প্রাচীন মহাবংশোদ্ভূত ছিলেন ।

শালোৎসাহি কংফুচীকে তিন বৎসর বয়স্ক রাখিয়া
প্রাণত্যাগ করেন ।

কংফুচী উক্ত কোলীনা মর্যাদা ব্যতিরেকে অন্য
কোনরূপ পিতৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন নাই । তিনি বাল্যা-
বস্থাতেই বিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ
করিয়া লোক সমূহের দিম্ময়োৎপাদন করিতে
লাগিলেন । বাল্য-স্বভাব-মূলত অকিঞ্চিৎকর
ক্রীড়া কোতুকে রুখা কালান্তিপাত না করিয়া, সর্বদা
দৈর্ঘ্য এবং গাভীর্ঘ্য-ভাব অবলম্বন পূর্বক বিবিধ
শাস্ত্রানুশীলনেই কালযাপন করিতেন ; এবং
তঁাহার ভাবি-মীহাশ্রয়ার অত্যাশ্চর্য্য পূর্ব লক্ষণ
সকল নিস্তার করত তদীয় গুরুকুলের মুখোচ্ছল
করিতে লাগিলেন । তিনি অস্পবয়সে ঈদ্রশ সাধু
এবং ধর্ম্মবিৎ ছিলেন, যে, অগ্রে ইষ্টদেবের
পূজার্চনা পূর্বক তঁাহাকে আহার্য্য কিঞ্চিৎ উৎসর্গ
এবং নিবেদন না করিয়া, কখনই ভোজনে উপবিষ্ট
হইতেন না ।

তঁাহার পিতামহ স্নাতিশয় ধর্ম্মজ্ঞ এবং পরম
পণ্ডিত ছিলেন । কংফুচী তঁাহার নিকট রীতিনীতি
এবং বিবিধ শাস্ত্র শিখা করিয়া, তঁাহার সদাশরিতা
ও বিশ্বব্যাপারিতার অনুসরণ করিতে বহুতর যত্ন

করিতেন । তাঁহার পরলোক গমনানন্তর কংফুচী "চেংসী" নামক বিবিধ বিদ্যাশিষ্যদ, পণ্ডিত-ভাষ্যগণের শিষ্যবৃন্দ মধ্যে পরিগণিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন । কংফুচী পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম না করিয়াই তদীয় বুদ্ধি-বৃত্তির প্রাখর্য্য প্রভাবে, এবং সাতিশয় অতিনিবেশ ও অধ্যবসায়সহকারে মহা-পণ্ডিত ইয়াও ও মান্ সজাট্‌দ্বয় বিরচিত নানাবিধ নীতিগুরু প্রাচীন গ্রন্থ ও অন্যান্য পূর্বতন শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন ও অভ্যাসপূর্ব্বক, তাহাতে সম্যক্‌বুৎপত্তি লাভ করিয়া, লোক সমাজে ক্রমশঃ প্রতিপন্ন হইতে লাগিলেন ।

অনন্তর ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বদেশীয় প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করত একটী নীতি ভাষ্যারই পাণিগ্রহণ করিলেন । কিন্তু পাছে সংসার-জালে আবদ্ধ হইয়া স্বকীয় বিপুল ধর্ম্ম-নীতির প্রচারণে সাধ্য-হীন হন, এই নিমিত্ত তিনি সেই খ্রীর গর্ভে "শিয়া" নামক এক পুত্রোৎপাদন করিয়া, অনতিবিলম্বেই তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার হইতে বিমুক্ত হইলেন ।

কংফুচী ঊনোবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া আপ-
নামক সমুদয় শাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে সমীচীন

পারদর্শী জান করত, স্বজাতির চরিত্র সংশোধনার্থ
 সাতিশয় উদ্যুক্ত হইলেন । তৎকালে চীনরাজ্যের
 প্রতিপ্রদেশীয় নরপতিগণই স্বয়ং প্রধান ছিলেন,
 এবং তাঁহাদের রাজনিয়ম সকলও স্বতন্ত্র ছিল ।
 তাঁহারা যে সম্রাটের অধীন ছিলেন, সে কেবল
 নাম মাত্র ; সম্রাট তাঁহাদের উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব
 প্রকাশ করিতে পারিতেন না । ভূপালেরা
 স্ব স্ব অধীনই প্রদেশে একাধিপত্য স্থাপন
 করিয়া স্বৈচ্ছাক্রমে রাজকীয় কার্য্য সকল সম্পা-
 দন করিতেন ; কিন্তু তাহাও মুচারুরূপে নির্বাহ
 করিতে পারিতেন না । তাঁহারা সর্বদা স্বার্থ-
 নিষ্পাদক, অর্থলোলুপ, অবিস্মৃৎকারী, প্রতারক,
 বধেষ্ঠাচারী, এবং ছুইঝুঁকি পারিষদবর্গে পরি-
 বেষ্টিত হইরা, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশু-
 ধর্ম্মকে মুখসেতু জান করিতেন, এবং ঐশ্বর্য্য-মুখ-
 পরতন্ত্র হইরা রাজকার্য্য অবহেলা ও গর্হিত
 পাপ পধাবলম্বন পূর্বক হুগিত ও কুৎসিত কর্ম্মে
 সময়ান্ত্রাপাত করিতেন ; বস্তুতঃ ইহাতে যে রাজ্য
 নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত তাহার আর কোন
 সংশয় ছিলনা ।

কংকুচী এই সকল মহদনিকটকর দোষসমূহ

নিরাকৃত করিয়া স্বদেশের আর্থিক কীরণশয়ে সহ-
কর্ম্মানুরাগ, ধর্ম্মজ্ঞান, মূল্যবানতা, নির্মলসরতা,
অস্বাধিকতা, সত্যবাদিত্ব, পরিস্ফুটতা, বিদ্যোৎ-
সাহ, ও ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রভৃতি সদগুণ-সমূহ
সর্বত্র প্রচার করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা
করিতে লাগিলেন ; এবং স্বীয় চরিত্রের নির্মলতা
ও নিশ্চকতা কার্যদ্বারা প্রকাশ করত, স্বয়ংই
সাধুত্বের এবং সহকর্ম্মার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া
লোকসমূহকে তাঁহার ধর্ম্মনীতির শিক্ষা প্রদান
করিতে লাগিলেন । তিনি তদীয় দেশহিতৈষিতারূপ
সহকর্ম্মদ্বারা সর্বত্র ভূরিং যশোলাভ করিয়া জন-
সমাজে আদরণীয় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু হুতন
ধর্ম্মোপদেশে হইলে প্রথমতঃ যে সকল দুর্দশাপ্রস্ত
হইতে হয়, তাহা হইতে তিনি মুক্তি পান নাই ।

• তিনি যে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন তৎপ্রদেশা-
ধিপতি তুপাল তাঁহাকে সর্বদা বিচারকর্তার
পদে প্রদান করিতেন ; কিন্তু যখন তিনি এমন
বিশেষতা করিতেন, যে, কিছু উচ্চপদাভিষিক্ত
হইলে স্বদেশের বহুতর মঙ্গল সাধন করিতে পারি-
তেন, তখনই বিচারাসনোপবিষ্ট হইয়া বহু নিয়মে
বিচার কার্য সম্পাদন করিতেন ; কিন্তু সেই পদ

ঠাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির প্রতিরোধক হইয়া উঠিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ পূর্বক উপায়ান্তর অবলম্বন করিতেন । এইরূপে কংকুচী স্বদেশের রীতিনীতি সংশোধনার্থ যথেষ্ট যত্নশীল হইয়া কতিপয় বৎসর বহুতর কষ্ট স্বীকার করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না ।

তখন স্বীয় প্রদেশে ধর্মনীতি প্রচার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য জ্ঞান করিয়া, তত্রতা সম্ভ্রান্ত পদ সকল পরিত্যাগ পুরঃসর, ৫১৫ খ্রীঃ পূঃ, বিদেশ গমনে নিৰ্গত হইলেন । পশ্চিমধ্যে যে স্থানে সম্ভ্রান্ত এবং সম্ভাব্যত হইতেন, তথায় স্বল্পকাল অবস্থান পূর্বক রাজনীতি, ধর্মনীতি, ও মনোবিজ্ঞানের সুশিক্ষা প্রদান করিতেন । অনন্তর দশ বৎসরকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া, ৫০৫ খ্রীঃ পূঃ, পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বদেশ লু-রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । ইহা শুনিয়া লু-রাজ ঠাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে সমাহ্বান পূর্বক তদীয় আগমন রাজসভার পদে অভিবিক্ত করিলেন । তখন কংকুচী বয়োচিত্র সারকাল পাইয়া, অস্থায়ী তিন মাসের মধ্যে কি রাজ্য, কি প্রজা, কি মহৎ, কি ইত্যদ্য সকলেরই আচার ব্যবহার ও চরিত্রের

এত সংশোধন করিয়াছিলেন, যে, রাজ্যের ভূয়সী জিরাজি হইয়া তাহার এক নূতন রূপ হইয়া উঠিল । নৃপতি এবং সমস্ত রাজকর্মচারী ও পারিষদবর্গ তাহার উপদেশ গ্রহণ পূর্বক তদনুসারে রাজকার্য সমাধা করাতে, সমুদ্রায় রাজ্য যেন একটি স্বরক্ষিত পরিবার সত্ত্বশ বোধ হইতে লাগিল ।

তখন পার্শ্ববর্তী ভূপালগণ লু-রাজ্যকে ইত্বশ সমধিক নোভাগ্য সম্পন্ন অবলোকন করত, সাতিশয় ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া, তাহার কোনরূপ অনিষ্ট চেষ্টায় বিশেষ যত্নশীল হইল ; এবং লু-রাজও ইত্বশ অসামান্য ধীসম্পন্ন, কল্পনানিপুণ, সর্ব শাস্ত্র-পারদর্শী, বিচক্ষণ মহাদার্শনিকের সচুপদেশানুসারে কিছু কাল কার্য করিলে, কালক্রমে মিঃ-সন্ধেহ সাতিশয় এবং পরাক্রম ও অদ্ভুত বলবীৰ্য্য-খালী হইয়া উঠিবেন, তাহা হইলে উক্তর কালে যে তাহাদের অনিষ্ট-সাধন হইতে পারে, এই আশ-কারিসকলে একনভাবলম্বী হইয়া তাহার প্রতীকারার্থে কোন সুরভিসন্ধির অনুসন্ধান করিতে লাগিল । তাহাদের মধ্যে হি-দেশে এক অতীত দুটিস ওক ইট-বুজি নৃপতি ছিলেন, তিনি কথকীয় সহিত পুরাতনের সমন্বিত জমাইয়া,

তাঁহাকে আত্মজীবন নির্ভাসিত করণাশয়ে, স্বীয় অমাত্যবর্গের সহিত কিয়দ্দিনস তাহারই কুমন্ত্রণা করিয়া, অনেক বিবেচনার পর এক স্ত্রকৌশল স্থির করিলেন। তদনুসারে তিনি প্রথমে লু-রাজ সমীপে তাঁহার এক নূতন অংকার উপঢৌকন প্রদানের সম্বাদ প্রেরণ করিলেন। লু-রাজ তাঁহার এই দুর্ভিক্ষাক্রম ঘোরচক্র ভেদে সামর্থ্য-হীন হইয়া উপঢৌকন গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন।

তখন ছি-রাজ লু-রাজ্যাধিপতি ও তাঁহার প্রধান প্রধান পারিষদবর্গের নিকট মহা সমারোহে অনুপম রূপলাবণ্য-সম্পন্ন, পরমামুন্দরী, পূর্ণযৌবনা, চিত্তাকর্ষিণী, মনোহর নৃত্যগীতাদি-নিপুণা, মধুর-ভাবিণী, শুকোকিল-কণ্ঠী কতিপয় কামিনীকদম্ব প্রেরণ করিলেন। দুর্ভিক্ষে বিজ্ঞতম কংকুচী লু-রাজকে ঐ আপাতমনোরমা পরিণামবিষা গণিকাভগণ গ্রহণে বারম্বার নিবারণ ও প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু লু-রাজ দুর্ভিক্ষের বশীভূত হইয়া তাঁহার সঙ্কল্পদেশ অগ্রাহ্য করত, স্বীয় সভামন্ডলীনবর্গের সহিত যুবতীচয়কে সাদর সম্ভাষণে সমাহ্বান ও অভ্যর্থনাপূর্বক সামন্তচিত্তে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, এবং আপনাদিগকে চরি-

তার্থ ও সাতিশয় সৌভাগ্য-সম্পন্ন জ্ঞান করিয়া, এই বারবোষাদিগের সম্ভাব ও প্রীতি জননার্থ পুনঃ পুনঃ মহাসমারোহে বহু-ব্যয়-সাধ্য মহোৎসব সকল আরম্ভ করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে তিনি মহদনিষ্টকর নৃপা ভোগ-সুখের পরতন্ত্র হইয়া, উক্ত কুলটাকুল সমভিব্যাহারে সাধুবিগর্হিত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং সমস্ত রাজকাৰ্য্য একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া অবশেষে ধর্ম-ভ্রষ্ট, শ্রী-ভ্রষ্ট, ও বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হইলেন । আর কাহারও মদুপদেশে কর্ণপাত করিলেন না ; সম্প্রদায় উপদেষ্টাগণের সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন । এমন কি, তদীয় পর প্রেমাস্পদ প্রধান অমাত্যবর্গও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণে অক্ষম হইলেন ।

কংফুচী বহুকাল পর্য্যন্ত নানা মদুপদেশ ও উত্তমোত্তম শ্রুতান্ত্রাচারে বারবার ল-রাজকে কতই বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার দুষ্চরিত্র-শোধনে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিলেন না । ক্রমেই তাঁহার উপর ভূপতির ক্রোধাবেশ প্রকাশ পাইতে লাগিল । এক্ষণে তিনি, হয় কংফুচীর আশংক্যতা, নতুবা তাঁহাকে আমন্ত্রণ কারাবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হই-

লেন । তখন কংকুচী ঈদ্রুশ বিবেক-শূন্য, সৌজন্য-শূন্য, এবং জ্ঞান-শূন্য রাজার রাজ্যে, পরের হিত-সাধন করা দূরে থাকুক, স্বীয় প্রাণরক্ষা করা ছুঁকর বোধে করিয়া, মণ্ডপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাহুশ উৎকৃষ্ট • রাজকীয়-পদ পরিত্যাগপূর্বক, দ্বিতীয়বার সত্বপদেশান্তরাগী লোকের উদ্দেশে ছদ্মবেশে বিদেশ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন ।

তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে ছি, ওনী, ও চু-রাজ্যের, এবং অন্যান্য নানা প্রদেশের নগর-সমূহের মধ্যদিয়া গমন করত, সর্বত্র তদীয় ~~বিশেষ~~ প্রচার করিতে লাগিলেন । কলতঃ তাঁহার ধর্ম-নীতিসমূহের কাঠিন্যপ্রযুক্ত তিনি সর্বত্রই লোক-সকলের ভয়-ভাজন হইয়া পড়িলেন । প্রত্যেক প্রদেশীয় প্রধান ব্যক্তিবর্গ তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশল ও সর্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে • লাগিলেন । কখন তিনি তাঁহাদের দেশে উপনীত হইয়া, তদীয় অব্যাহত ক্ষমতা প্রত্যয়ে তাঁহাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ক্রম করিবেন, এবং নীতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ, যুগিত, ও অপকর্ম বলিয়া তাঁহাদের আয়োদ প্রমো-দের প্রতিবন্ধকতা জ্ঞানাইবেন, এই ভয়েই তাঁহারা

সর্বদা ব্যাকুল হইতেন । প্রভূত বলবিক্রমশালী, ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত সম্ভ্রান্ত-সমূহেরা তাঁহার প্রতি উপদ্রব ও অসহ্যাবহার করত তাঁহাকে অশেষবিধ দুর্গতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং অনেকে কুমন্ত্রণা করিয়া তাঁহার বিনাশ-সাধনেও যত্নশীল হইয়াছিলেন ।

কংফুচী অতীব দীনহীনের ন্যায় ছদ্মবেশে কালবাণন করত সর্বসাধারণের উন্নতি সাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, নাতিশয় যত্ন-সহকারে তাহাদের নীতিশিক্ষা, জ্ঞানশিক্ষা, এবং ধর্মশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন । তৎকালবিদিত কতিপয় চৈনীয় ঋষি তাঁহাকে তপস্যাশ্রম গ্রহণের উপদেশ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া উক্ত চিরাভিনবিত কার্য-সাধনে ব্যস্ত ও তৎপর হইলেন ।

তিনি সর্বদা ইয়াও, সান্, ইউ, চিংটং, ও ভেংতাং প্রভৃতি অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শী প্রাচীন চৈনীয় মনীষীগণের নীতি ও দৃষ্টান্ত সকল প্রচার করাহত, তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপে বিদিত ও সমাদৃত হইতে লাগিলেন । বলতঃ তিনি এইরূপে স্বকীয় ধর্মসত্তা প্রচার করিতে বহুতর

ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে তিনি অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।

কংকুচীর শিষ্যসংলগ্নী মধ্যে প্রায় ত্রিসহস্রাধিক শিষ্য সর্বদা তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিত । তিনি এই সকল শিষ্যদিগকে চারি-শ্রেণীতে বিভক্ত করেন : যাহারা স্ব স্ব বিবেক-শক্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির সম্বলনদ্বারা তাহাদের যথেষ্ট নির্মলতা ও প্রার্থ্য সম্পাদন, এবং বিশুদ্ধ ধর্মপথাবলম্বী হইয়া ঐকান্তিকচিত্তে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও আরা করত, ধ্যান ও যোগবলদ্বারা যথোচিত চিন্তাশক্তি করিয়াছিল, তাহারাই প্রথম শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত ছিল ; দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ শিষ্যগণ সাতিশয় বাগ্মী ছিল, এবং তাহারা বহুবিধ শাস্ত্রাভ্যাসদ্বারা যথার্থ তর্কে পারদর্শী হইয়াছিল । তৃতীয় শ্রেণীস্থ ছাত্রের রাজ্যশাসনের প্রকৃত নিয়মাবলি অভ্যাস করিয়া, অতি যত্নে মান্দারিন্ অর্থাৎ রাজকর্মচারিদিগকে তাহার যথাবিধ শিক্ষা প্রদান করিত; চতুর্থ শ্রেণীস্থ শিষ্যদের প্রতি সাধারণ-বোধের নিমিত্ত স্বললিত সরল ভাষায় নীতি ও ধর্মশাস্ত্র রচনার সম্পূর্ণ ভারার্পিত ছিল । কংকুচীর জীবদ্দশায়

প্রায় ৫০০ শত শিষ্য প্রধান২ রাজকীয় পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে প্রথম-শ্রেনীস্থ যেনিয়েন, মেকেকন্, জেন্‌গিমিউ, এবং লুকং; দ্বিতীয়-শ্রেনীস্থ চেঙ্গো, এবং চুকং; তৃতীয়-শ্রেনীস্থ ইয়েনেন্, ও কিলু; এবং চতুর্থ-শ্রেনীস্থ ছিহেন্, এবং ছিহিয়া এই দশজন শিষ্য সর্ব-প্রধান বলিয়া নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল প্রধান শিষ্যের মধ্যে যেনিয়েন্ নামক শিষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ, ও কংফুচীর সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অপত্য নির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। কিন্তু বিধির কি 'বিড়ম্বনা! সুপাত্র যেনিয়েন্ একত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অকালে কাল-কবলিত হইয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। কংফুচী বিবেক ও জ্ঞানসাগরের গার প্রাপ্ত হইয়াও, সেই প্রিয় শিষ্যের বিরহে সাতিশয় কাতর ও শোকাবেগে অধীর হইয়া, বহুদিবস পর্যন্ত রোদন ও বিলাপ করিয়াছিলেন। তিনি সর্বদা কহিতেন, যে, "ইতিপূর্বে আমি অশেষবিধ দুর্গতি ও দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি বটে, কিন্তু

কুত্রাপি ঈদ্রশ ঈক্লশ এবং মনস্তাপ আমার জ্ঞানেও
প্রাপ্ত হইল নাই” ।

কংকুচী শেখাবস্থায় তদীয় ধর্মনীতির প্রচার
দ্বারা স্বদেশীয়ের চরিত্র শোধনাশয়ে ছয়শত শিষ্য
চীনের ভিন্ন২ প্রদেশে প্রেরণ করেন । কথিত
আছে, যে, তিনি বিদেশেও নাকি আপন মত
প্রচারের অভিলাষ করিয়াছিলেন ।

চৈনীয় ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত আছে, যে,
কংকুচী জীবদ্দশায় স্বপ্নায়াসে তদীয় নিয়মাবলি
প্রচলিত করিতে সক্ষম হন নাই । তাঁহার সময়ে
চৈনীয়রা একালাপেক্ষা অধিক কুসংস্কারাবিষ্ট
ছিল ; পুরুষামুক্রমিক ব্যবহারগত ভ্রমাত্মক-নিয়মা-
বলি সর্বাঙ্গবিশুদ্ধ জ্ঞানে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ
করিতে তাহাদের নিতান্ত অনিচ্ছা ; এবং হুতন
নীতিসকল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর হইলেও
তাহারা তাহাদের প্রতি সাতিশ্রয় বিষেষভাবে
প্রকাশ করিত । এই সকল নানা কারণে কংকুচী
প্রথমতঃ তদীয় অভিনব বিশুদ্ধ ধর্মমত, ও বিমল-
বুদ্ধি-বিশোধিত, উন্নতিপোষক রীতি নীতি প্রচার
করিতে সমর্থক, আয়াস ও ঈক্লশ স্বীকার করিয়াও,
বার্ষপ্রদ এবং বিকলপ্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । আর

তিনি স্বদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে তত্ত্বের বিলম্ব প্রতাপক দর্শনে ঐক্য তথাশ হইয়াছিলেন, যে, এ অবস্থা সত্ত্বে কখনই যে স্বদেশের অগ্রগতি হইবে না, এই চুঃখে তাঁহার আহ্বান নিম্নার এক প্রকার অবসান হইয়াছিল । দিন-যামিনী কেবল এই সকল চিন্তাতেই অতিবাহিত করিতেন ।

কিন্তু চিরকাল কখনই গগনমণ্ডল ঘনঘটাৎ সমাচ্ছন্ন থাকেনা । অসুকূল বায়ু বশতঃ অগকালও লোক সমূহের অন্তঃকরণ হইতে মোহমেঘ অপগত হইয়া বোধ সুধাকরের উদয় হইল । কালবিলম্বে পূর্বোক্ত লু-রাজ, এবং অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় নরপতিগণ কংকুচীর সহপদেণে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার ধর্মনীতি সর্বত্র প্রচার করিতে অমু-মতি প্রদান করিলেন, এবং অগ্গকাল যতদূর দেশের অগ্রগতি-বটিকা কংকুচীর বশঃশব্দে সমস্ত দেশ প্রদীপ্ত হইল । কিন্তু যৎকালে উক্ত নর-পতিগণ বৃত্তান্তে অবকা তাঁহার প্রতি ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছিলেন, তৎকালে কংকুচীর চর্যবহার আর করিয়াছিল না; পুনরায় ভূম্বীকৃত ও কসতাহীন হইতেন; এবং ইতিপূর্বে যে স্থানে নগরসম

প্রচুর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র ও সম্ভ্রান্ত জ্ঞানেই আবার অপমানিত ও বহুতর দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেন । কলতঃ তাঁহাকে কেবল দেশ নিদৈশে পর্য্যটন করিয়াই তদীয় নীতিসকল প্রচার করিতে হইয়াছিল ।

এইরূপে কংফুচী ক্রমাগত ষাটশ বৎসরকাল বহুতর কষ্টে সমস্ত রাজ্য পরিভ্রমণ করতঃ ৪৮১ খ্রীঃ পূর্বে, ঊনসপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বীয় জন্ম ভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । এই ব্রহ্মাবস্থাতে তিনি তাঁহার সকল প্রতিপত্তিতে বঞ্চিত হন । যে সকল শিষ্য সর্বদা তাঁহার নিকটে থাকিত, তাহারাই তাঁহার প্রজ্ঞা, ভক্তি, ও সেবা শুভ্রবাদি করিত । অনন্তর কংফুচী দেশের পূর্বভাগ অঙ্গসকল সংশোধনানন্তর তাহার টীকাদি রচনা করিয়া, জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিলেন । এই সময়ে চীনের সমস্ত প্রদেশই বিশৃঙ্খল এবং জীভ্রষ্ট হইয়া পড়িল । তখন কংফুচী দেশের এইরূপ অসম্মল দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় কিঞ্চিৎ পূর্বে তদীয় শিষ্যগণ সমীপে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ পূর্বক করিলেন, “ হায় ! আমি রাজ্যমধ্যে যে পূর্ণমন্দির নির্মাণে এত যত্নশীল হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা

সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই কি একেবারে অধঃপতিত হইল ?” সেই অবধি তিনি ক্রমশঃ হীনবীৰ্য্য ও বিকলাঙ্গ হইতে লাগিলেন ; এবং বৃত্ত্যর সপ্তাহ পূর্বে পুনর্বার তাঁহার সহচর সম্মুখে পুঙ্খোক্তরূপ হতাশ-সূচক বিলাপবাক্যানলি উচ্চারণ করত কহিলেন, “রাজ্যের সমস্ত ভূপালেরাই যখন আমার সমুদয়দেশসকল অগ্রাহ করিল, এবং জগতে যখন কাহারও আর প্রয়োজনোপযোগী হইলাম না, তখন কেন আর অগ্নি বসুন্ধরাকে আমার এই অকিঞ্চিৎকর, মেদমাংসাস্থি-পূরীষাদি-পরিপূরিত, অকর্মণ্য দেহভার বহননিবন্ধন বৃথা ক্লেশ প্রদান করি, এক্ষণে আমার পরাতল পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকল্প ।” এই বলিয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, এবং সেই অবস্থাতে সুপ্রতি অতিবাহিত করিয়া, ৪৭৭ খ্রীঃ পূর্বে, ত্রি-সপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তদীয় শিষ্যবৃন্দের উৎসব-দেশেই কলেবর পরিত্যাগপূর্বক কামব সীমা সমরণ করিলেন ।

সপ্তমুচীর বৃত্ত্য সংবাদ সর্বত্র সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হইতে হইতেই, তদীয় পবিত্রমামের সমুদয় ক্রমশঃ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল । লু-রাজ্য নৈকং

তাঁহার বিয়েটা বার্তা শ্রবণ করিয়া একেবারে শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং সাতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করত রোদনস্বরে কহিতে লাগিলেন, “হায়! অতঃপর আমার কি গতি হইবে ; বিশ্বনিরস্তা বিশ্বেশ্বর আমার প্রতি নিঃসন্দেহ সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা না হইলে আমি কংকুচীরূপ অমূল্যরত্নে বঞ্চিত হইব কেন।” কংকুচীর শিষ্যগণ শোকমূচক বস্ত্রাদি পরিধানপূর্বক পিতৃবিয়োগ নির্বিশেষে বহু দিবস পর্য্যন্ত বিলাপ এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল ।

কংকুচী যে লুনদীতীরস্থ কাশাকুনগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যে স্থানে তদীয় শিষ্যগণকে সর্বদা একত্র করত উপদেশ দিতেন, সেই প্রসিদ্ধ স্থানেই তাঁহার চিরস্মরণীয় পবিত্র সমাধি-মন্দির নির্মিত হইল । সেই পবিত্রস্থান একালপর্যন্ত মহাতীর্থ বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে ; এবং যদিও বর্তমান কালে চৈতন্যের বোদ্ধ ও খ্রীষ্ট ধর্ম লইয়া মহা বিবাদ করিতেছে বটে, তথাপি তাহার। এই মহাপুরুষের পবিত্র সমাধি-মন্দিরকে সাতিশয় নম্রানুপূর্বক নির্দেশ করিয়া যথেষ্ট গৌরব প্রকাশ করে ।

কিংতাং সমাধি-স্থানের প্রধানতঃ সন্তোষ ও

পণ্ডিতগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, কিরূপে কংফুচীর পূজা করা কর্তব্য, তাহার নিয়মসকল প্রতিষ্ঠিত করিলেন; এবং সেই সকল নিয়ম একালপর্যন্ত প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। তদীয় মহামা চিরস্মরণীয় করণার্থ, প্রত্যেক প্রদেশীয় নগরে ও গ্রামে, “কংফুচীর মন্দির” বলিয়া একত্ৰ ভজনালয় নির্মিত হইল। ভজনালয়ের অভ্যন্তরে সুন্দর মার্বেল প্রস্তরদ্বারা একটা বেদি নির্মিত হইয়া, তদুপরি এক পরিকৃত স্বেত প্রস্তরকলকে নিম্ন লিখিত প্রবন্ধটি সুবর্ণাকরে অঙ্কিত হইল :— “হে মহামান্য বিজ্ঞতম কংফুচী ! তোমার অধ্যাত্মাংশ অবতীর্ণ হইয়া, আমরা তোমাকে যে সম্মান প্রদান করিতেছি, তাহা দর্শন করত পরিতুষ্ট হউন”। চৈনীয়া প্রদেশ প্রকারে তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে; একং তাহার তাহার উপদেশ সকল ধর্মনীতি ও রাজনীতির মূলস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষয়ে এই প্রকার কথিত আছে, যে, তাহার দেহ সুদীর্ঘ, গঠন সমপরিমিত, ললাট সুপ্রশস্ত, নোচন দীর্ঘায়ত, নাসিকা দীর্ঘ, কণ্ঠ কৃকবর্ণ ও মাতিমণ্ডল পর্যন্ত লম্বমান, বক্ষঃ-

স্থল বিশাল, এবং স্বর উচ্চ ও তীব্র ছিল। তাঁহার ললাটদেশের মধ্যস্থলে এক ক্ষুদ্র আব-
 থাকাতে, তাঁহার বদনাবয়ব কিঞ্চিৎ বিমূর্ত্তি হইয়া-
 ছিল। তাঁহার চরিত্রের বিষয় পর্যালোচনা
 করিলে ইহাই প্রতীত হয়, যে, তিনি সাধুতার
 আকর, শাস্ত্রিলতার মূল, পৃথ্বী-স্বর্গ-মর্গের মহা-
 যন্ত্র, এবং সংপথের প্রদর্শক ছিলেন। তাঁহার
 অলৌকিক সাহসিকতা ও শমশুণের কীর্ত্তিকলাপ
 সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি ঈদৃশ
 বিনীত ও নম্র-স্বভাব ছিলেন, যে, তদীয় অদ্ভুত
 গুণের পুরস্কারস্বরূপ যে সকল অত্যাচর সম্মান প্রাপ্ত
 হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে স্বীকার করিতে তিনি
 সাতিশয় লজ্জিত হইতেন।

কংফুচীর উপদেশ ও শিক্ষাপ্রণালীর সহিত
 গৌতমবুদ্ধ, জোরোয়াষ্ট্র, ও মহম্মদ প্রভৃতি
 অন্যান্য আদিমিক ধর্মোপদেষ্টাগণের উপদেশ
 ও শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা হয় না। ফলতঃ তিনি
 যে উক্ত দার্শনিকগণাপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ
 ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি যে
 সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতীত

উৎকৃষ্ট ও সর্বজন-প্রশংসনীয় । চীনীয়রা অতি পূর্বকালাবধি যে সকল প্রাচীন গ্রন্থকে সমস্ত বিদ্যা, শাস্ত্র, ও জ্ঞানের মূল স্বরূপ বলিয়া সমাদর করে, কংফুচীর অধিকাংশ গ্রন্থই সেই সকল গ্রন্থের টীকা ও টিপ্পনী । অধিকন্তু তিনি উক্ত প্রাচীন গ্রন্থের কোন্ অংশ পরিবর্তন পূর্বক তন্ত্ৰস্থানে তদীয় নূতন পরিপূর্ণ মতসকল প্রকাশ্যরূপে বর্ণন করত ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থের উৎকর্ষ সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন ।

ইদানীং ঐ সকল প্রাচীন পুস্তকাবলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; তন্মধ্যে আদিপুস্তক নামক সর্বশ্রেষ্ঠ প্রথম শ্রেণীতে পাঁচখানি গ্রন্থ,— ইকিং, চুকিং, চিকিং, লিকিং, ও চুফুউ । প্রথম শ্রেণীস্থ ইকিং অর্থাৎ পরিবর্তন বিষয়ক পুস্তকগ্রন্থই সর্বপ্রধান ও অতি বিপুল ; ইহা সাতিশয় কঠিন, অনায়াসে বোধাধিকার হয় না । তদন্তর্গত প্রায় সকল প্রহেলিকা প্রবন্ধে রচিত । একম কিম্বদন্তী আছে যে, চীনরাজ্য প্রণেতা মহামুতাব কোহিই ইহার আনুগত্য । খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে তেংতাং ভূপতি এই সকল প্রহেলিকার অর্থ সংগ্রহ করিতে অনেক চেষ্টা

করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সকলপ্রযত্ন হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ কংকুচীর সময় পর্য্যন্ত অপ্রসিদ্ধাবস্থায় ছিল, কেহই ইহার বিশুদ্ধ অর্থ সংঘটনে কৃতকার্য হন নাই। কিন্তু অগাধবুদ্ধি কংকুচী ইহার যথার্থ অর্থ সংগ্রহ পুরঃসর সাধারণ-দোষের নিমিত্ত অতি সরল২ টীকাসকল রচনা করিয়া, তদীয় বিদ্যাবুদ্ধির অসাধারণ সম্পূর্ণতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ কহেন, যে, প্রথম শ্রেণীস্থ ইকিং ব্যতিরিক্ত অপর চারিখানি গ্রন্থ কংকুচীর স্বরচিত মূল গ্রন্থ; কিন্তু তিনি স্বয়ং কহিয়াছেন, যে, তিনি ভিন্ন২ পুস্তক হইতে বিবিধ বিষয় সংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয় পুস্তক চুকিং রচনা করিয়াছিলেন। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি চৈনীয়দের প্রধান প্রাচীন ইতিহাস; ইহাতে চীনরাজ্য সংস্থাপনাবধি কংকুচীর সময় পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে; এবং ইহাতে ধর্ম্মনীতির উপদেশ সকলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীস্থ তৃতীয় গ্রন্থ চিকিং কংকুচী-রচিত নীতিগত কাব্য ও সম্রাট সমূহে পরিপূর্ণ। চৈনীয়রা এই সকল নীতি অভ্যাসপূর্বক কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে, এবং

পূজা মহোৎসব কালীন তাহা ব্যবহার করে।
এই পুস্তকে প্রাচীন চৈনীয়দের রীতিনীতি
ও লৌকিক ব্যবহারসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

লিকিং নামক চতুর্থ গ্রন্থে ধর্মক্রিয়াদির
বিধিব্যবস্থা সকল বর্ণিত আছে। ইহা কংফুচীর
মূল রচনা কি তৎকর্তৃক সংগৃহীত, তাহার নিশ্চয়
নাই। এই গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গের দৃষ্টিতে, পূর্বোক্ত
সমুদয় গ্রন্থকে একত্র করিলেও তত্বল্য হয় না।

চুফিউ নামক অবশিষ্ট পঞ্চম গ্রন্থখানি
কংফুচীর ব্রহ্মবিশ্বায় রচিত। চুফিউ শব্দ ‘চুন্’
ও ‘ছিউ’ শব্দ হইতে উদ্ভূত; চুন্ শব্দার্থ
বসন্তকাল, এবং ছিউ শরৎকাল। কংফুচী
এই গ্রন্থ বসন্তকালে আরম্ভ করিয়া শরৎকালে
শেষ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার নাম চুফিউ
প্রাধিকার্য। ইহাতে তাঁহার জন্মস্থান লু-রাজ্যের
প্রাচীন ইতিহাস বর্ণিত আছে।

প্রথম শ্রেণীর পুস্তক গুলিন এই প্রকার।
দ্বিতীয় শ্রেণীতে চারিখানি পুস্তক আছে, চৈনীয়রা
তাঁহাদিগকে হু হু করে। ইহাদের মধ্যে দুই-
খানি গ্রন্থ কংফুচীকৃত, তন্মধ্যে একখানি রাজ-
নীতি বিষয়ক গ্রন্থ, এবং অপরখানি “সর্বমতাস্ত

গহিৰ্ত্তং” ইতিবোধাত্মক নীতিসমূহে পরিপূর্ণ।
অপর দুইখানির মধ্যে একখানি লুন্য অর্থাৎ
কংকুচীর বচন-সংগ্রহ, অবশিষ্টখানি মেংচী
অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্র। এই চারিখানি গ্রন্থই কংকুচী-
বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

টাহিও নামক দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ প্রথম গ্রন্থ
পরিপূর্ণ রাজনীতি ও ধর্মনীতি, পরিপূর্ণ।
কংকুচী ইহাতে কহিয়াছেন, যে, সভ্যযুগাখ্যাত
পৃথিবীর প্রথমাবস্থাতে মানবজাতি পরম পবিত্র,
ও সাতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিল। পরে তাহারা
দুর্ভুক্তিবশতঃ অকিঞ্চিৎকর পৃথিবীস্থলের বশবর্ত্তী
হইয়া ক্রমশঃ মহামহা পাপে লিপ্ত হইয়াছে। কি
প্রকার আয়শ্চিন্ত দ্বারা মনুষ্যাগণ পাপবিমুক্ত
হইতে পারে, তাহারও সচুপায় তিনি এই গ্রন্থে
বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাহার মতে
দুই প্রকার কার্যানুষ্ঠান দ্বারা ধর্মোপার্জন হয়;
প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম, ভয়, ও ভক্তি,
এবং পিতা মাতা প্রতি গুরুজনের প্রতি যথেষ্ট
প্রজ্ঞা ও সম্মান করা; এবং দ্বিতীয়তঃ ন্যায়পর
হইয়া অগ্র্য পরকণসকল পরিশোধ করত পরে
দীক্ষাদিগণের প্রতি যথাবিধি দানদীক্ষা, ও পরোপ-

কারার্থে প্রাণপণে যত্নশীল হইলে মহানু ধর্মলাভ হয় । চংহয়ং নামক দ্বিতীয় পুস্তকে যে সকল নীতি আছে, তাহা অতীব উৎকৃষ্ট । মেংচী নামক গ্রন্থখানি চৈনীয়দের দর্শন শাস্ত্র ; কেহ কেহ কহেন যে, মেংচী নামক কংফুচীর এক প্রধান শিষ্য ইহার গ্রন্থকর্তা ।

এতদ্ভিন্ন কংফুচীর আর অনেক মূলগ্রন্থ আছে । তন্মধ্যে হিয়াওকিং নামক পুস্তকে কেবল পিতৃ ও মাতৃভক্তি, এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালনের মাহাত্ম্য বাহ্যল্যরূপে বর্ণিত আছে । কংফুচী কহেন, যে, অন্য সকল প্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু পিতা মাতার প্রতি অভক্তি ও তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘনরূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই । তাঁহার মতে, পিতা মাতার অনুজ্ঞায় সমগানু-ক্রমে সত্যব্রত ও পরিত্যাগ করিতে হয় । এই স্থলে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হইয়া গড়িল । পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, কংফুচী স্বয়ং “সর্বমত্যন্ত গচ্ছিতং” ইতি বোধক নীতি প্রসঙ্গের অশেষ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এই স্থলে তিনি তাঁহার আপনার অভ্যুক্তি সংশোধনে ইতংকম হন নাই ।

এম্বের উদ্দেশ্য এই, অন্তঃকরণে যতদূর পর্যন্ত রাজভক্তির সঞ্চার হইতে পারে তৎসম্পাদনে যত্ন-বান হওয়া অবশ্য কর্তব্য ।

চৈনীয়রা কংফুচীর নীতিসকল দেবদত্ত বোধে পালন করিয়া থাকে । তদীয় মহৎবংশ এক্ষণে চীনরাজ্যে জাঙ্ঘল্যমান রহিয়াছে । বর্তমান বংশ কংফুচী হইতে প্রায় অশীতি পুরুষ হইলেও হইতে পারে এক্ষণে চীনরাজ্যে কেবল এই বংশই সর্বপ্রধান পৈতৃক কোলীন্য মর্যাদা সম্ভোগ করিতেছে ।

চীনসম্রাট্ এই দার্শনিকাগণ্য মহীয়ানু পণ্ডিতের বিধিব্যবস্থা সকল সর্বত্র প্রচার করত, তাহার শিক্ষা প্রদানে যথেষ্ট সচেষ্ট হইলেন ; এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে রাজকর্মচারিগণ কংফুচীর নিয়নক্রমে রাজকাৰ্য্যসকল সমাধা করাতে রাজ্যের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল । কালক্রমে তাঁহারি উত্তরাধিকারী সম্রাট্গণ ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত হইয়া রাজকাৰ্য্যে অমনোযোগী হওয়াতে, রাজ্য বিলুপ্ত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে এই তৃতীয় বংশ ধ্বংস প্রায় হইল ।

এই বংশজাত স্বাক্ষিতশত্ৰু মজাট্ হীনতাৎ
যখন চীনে রাজত্ব করিতে ছিলেন, তৎকালে ৩২৭
খ্রীঃ পূর্বে মহাবীর আলেকজান্ডর ভারতবর্ষের
পশ্চিম প্রদেশ জয় করিয়া চীনাক্রমণের অভি-
লাষ করেন ; কিন্তু তাহার সৈন্যদল বিজ্রোহোপ-
স্থিত করাতে, তিনি তদীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে
সক্ষম হইলেন না । ফলতঃ যদ্যপি তিনি কোন
কৌশলে ভারতবর্ষ অতিক্রমপূর্বক চীনে উত্তীর্ণ
হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি অবলীলাক্রমে
চীনরাজ্য জয় করিতে পারিতেন ; কারণ তৎকালে
চীনের ভিন্ন২ প্রদেশীয় নগরপতিগণ পরস্পর যুদ্ধ
বিগ্রহে প্ররক্ত হওয়াতে রাজ্য বলহীন হইয়াছিল ।

এই সময়ে তাতারদিগের দৌরাণ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি
হইতে লাগিল । চীন রাজ্যের ইতিহাস মধ্যে
তাতার-জাতিদ্বারা এই রাজ্যের আক্রমণ, ও
চীনীয়দের সহিত তাহাদের বিবাদ ও যুদ্ধ প্রভৃতি
ঘটনা সকলই প্রসিদ্ধ ও জাতব্য ।

ইহারা অতি প্রাচীন কালাবধি চীনাক্রমণ
করিতে আরম্ভ করিয়াছে । ইয়াওর উত্তরাধিকারী
নাম মজাটের রাজত্ব কালীন তাহারা অসংখ্য
সৈন্যসামন্ত লইয়া চীনাক্রমণ পূর্বক মহা উপদ্রব

করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালে তাহারা সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করে। কলতঃ সময়ে২ তাহারা চীনে আগমন করিয়া, উত্তর-দিকস্থ প্রদেশসকল লুণ্ঠনপূর্ব্বক তন্নিবাসিদের মহা অনিষ্ট করিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

চতুর্থ বংশারম্ভাবধি, কিটান্ তাতারদিগের
রাজ্য বিনাশ পর্য্যন্ত ।

[খ্রীঃ পূঃ ২৫৫ খ্রীঃ অব্দ ১১১৭ ।]

চতুর্থবংশীয় সজাট্টিগণের মধ্যে সীহোয়াংটি অথবা চিং নামক চতুর্থ সজাট্টিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি খ্রীঃ পূঃ ২৪৬ বর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইল। সীহোয়াংটি সাতিশয় প্রবল পরাক্রম ছিলেন ; সমস্ত রাজ্য মধ্যে একাধিপত্য স্থাপন করণাশয়ে, তিনি ২১৩ খ্রীঃ পূর্বে তিন তিন প্রদেশীয় দুপালগণকে সম্পূর্ণ পরাভব করিলেন,

এবং তাহাদিগকে স্বীয় অধীনস্থ কর্তৃত্ব রাজ্য বট-
 ত্রিংশৎ প্রদেশে বিভক্ত করিলেন । তাহারদিগের
 দৌরাত্ম্য-নিবন্ধন উত্তর প্রদেশের মহা দুর্দশা
 অবলোকন করিয়া, তথায় তিনি অসংখ্য সৈন্য
 প্রেরণপূর্বক তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিলেন ;
 এবং তাহাদিগের পুনরাগমন নিবারণার্থ, স্বীয়
 প্রধান সেনাপতি বিচক্ষণ চীনের সহিত
 পরামর্শ করিয়া উত্তর সীমায় যে এক প্রকাণ্ড
 প্রাচীর নির্মাণ করিলেন, তাহা একালপৰ্য্যন্ত
 দেদীপ্যমান রহিয়াছে । তন্নিম্ন সীহোয়াংটির
 অন্যান্য কীর্তিসকলও লঙ্ঘিত হইয়া থাকে ; তিনি
 হোয়াংহো নদীতীরে, যে ৪৪টি নগর নির্মাণ-
 পূর্বক স্থাপন করিয়া যান, তাহারা সাতিশয় সুন্দর ।
 অনন্তর সীহোয়াংটি স্বীয় দিগ্বিজয়ে মহা গর্বিত
 হইয়া উঠিলেন, এবং তিনিই যে চীনরাজ্যের
 প্রথম অধীশ্বর ছিলেন, পরবংশাবলির এই বিশ্বাস
 কামাইবার নিমিত্ত, তিনি চীনের সমস্ত প্রাচীন
 ইতিহাস-গ্রন্থসকল দহন করিতে, ও তাত্‌কালিক
 অসংখ্য বিদ্বান ব্যক্তির প্রাণবধ করিতে অত্যাচার
 করিলেন । সেই কারণে চীনের প্রাচীন ইতি-
 হাস অতিশয় অনিশ্চিত হইয়াছে । তাহার

পুত্র এবং উত্তরাধিকারী আড়ম্বি পিতার
ন্যায় পরাক্রমশালী, ও রাজকাৰ্য্যদক্ষ ছিলেন না ।
লীন্পাং নামক এক বলবান সেনাপতি তাঁহাকে
পরাজয় করত সিংহাসনচ্যুত করিয়া এই চতুর্থ
বংশ ধ্বংস করিল ।

পঞ্চম বংশীয় সম্রাটগণের মধ্যে ষষ্ঠ সম্রাট
ভূটির রাজ্য বিবরণই বর্ণন-যোগ্য । খ্রীঃ
শকের ১৪০০ পূর্বে ভূটি রাজ্যাধি-
কার প্রাপ্ত হন । তিনি সাতিশয় সমর পরায়ণ
ছিলেন বটে, কিন্তু যে সকল অমাত্যবর্গ বুদ্ধ
বিগ্রহে অনাস্থা প্রকাশ করিতেন, তিনি তাঁহা-
দের উপদেশসকল কখন অগ্রাহ্য করিতেন না ।
সৌহোয়াংটির রাজত্ব কালীন যে সকল প্রাচীন
গ্রন্থ বিনষ্ট হয়, তিনি তাহাদের অবশিষ্টাংশ
প্রাপ্ত হইয়া তাহা পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন ;
এবং সকল বিদ্যালয়ে কংফুচীর ধর্ম্মনীতি শিক্ষার
নিয়ম স্থাপন করেন ।

ভূরি-বিক্রম ভূটি তদীয় সৈন্য সামন্তের অতাপে
এতদূর পর্য্যন্ত জয় বিস্তার করিয়াছিলেন, যে, চৈনী-
য়র ১২৬ খ্রীঃ পূর্বে আদিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে গমন
পূর্বক, ভারতীকদের সহিত পরিচিত হইয়াছিল ।

তাইহার রাজত্বে "টেওছি" নামে এক সম্প্রদায় চৈনীয় বাস করিত তাহারা তাহাদের অলোক-সামান্য বাক্‌চাতুরী ও কর্মচাতুরী দ্বারা সর্বদা লোক সাধারণকে ভ্রমকূপে নিক্ষেপ করিত । বর্তমান কালেও চীনে অনেক টেওছি প্রাপ্ত হওয়া যায় ; ফলতঃ পূর্বে তাহাদের প্রাদুর্ভাব অধিক ছিল । তাহারা চৈনীয় এই বলিয়া প্রবঞ্চনা করিত, যে, তাহারা অমৃত-রস প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা পান করিলে অমরত্ব লাভ হয় । চীনাধীশ্বর ভুটি টেওছিদের এই প্রবঞ্চনায় প্রতারিত হইয়া তাহাদের সহিত বিশেষ আনুগত্যারস্ত করিলেন । তদীয় অমাত্যগণ তাহার এই অনিষ্টকর কুসংস্কার নিরাকরণার্থ অনেক চেষ্টা পাইয়াও কৃতকার্য হইতে পারেনাই ।

একদা ভুটি তাহার ভৃত্যকে সেই অমৃতরস আনিয়নার্থ প্রেরণ করিয়াছেন, এমন সময়ে তাহার এক জন অমাত্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণাশয়ে রাজ-সকামে আগমন করিলেন, ভৃত্যও সেই সময়ে সুযোগক্রমে অমৃত-রস আনিয়নপূর্বক সজাট সমীপে উপস্থিত করিল । অমাত্য পাত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পান করিলেন । ইহা দেখিয়া ভুটি কোপে আরক্ত-

নয়ন হইয়া, অমাত্যের শিরশ্ছেদনে অনুমতি করিলেন। অমাত্য কহিলেন, “হে মনুজেশ্বর ! অমৃত-রস গন্ধন আমার উদরস্থ হইয়াছে তখন আমার আর মৃত্যু নাই, আপনার রাজ্যজ্ঞা ব্যর্থ হইল ; কিন্তু তাহা গানু করিয়াও যদি আমার অমরত্ব লাভ না হইল, তবে প্রার্থনা করি, অনুকম্পা প্রকাশপূর্বক আত্মরক টেওছিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চিরবাস করুন”। এইরূপ বাক্যকোশল দ্বারা অমাত্যের প্রাণ রক্ষা হইল ; কিন্তু সম্রাট্র এই ভ্রান্তমত পরিত্যাগ করিলেন না।

ভূটি দুরন্ত তাতারদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, চীন হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তাহারা দ্বিগুণতর প্রবল হইয়া উঠিল।

এই হান্ নামক পঞ্চম বংশীয় অষ্টাদশ সম্রাট্র চাংটির নিকট, ৮৮ খ্রীঃ অব্দে, পার্শ্বিয়ানরা কোন কার্যোগলক্ষে দ্রুত প্রেরণ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ রোমরাজ্যের বৃষ্ঠ সম্রাট্র “মার্কাস্ অরীলিয়স্” চীনের সহিত বাণিজ্য করণার্থ এই বংশীয় বহু-বিংশ সম্রাট্র হৌতীর নিকট, ১৬৬ খ্রীঃ অব্দে, কতিপয় রোমীয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ প্রেরণ করেন ; এবং

সেই অবধি রোম্ব্রাজ্যের সহিত চীনের বাণিজ্যারম্ভ হয়।

ষষ্ঠ, সপ্তম, ও অষ্টম বংশীর সম্রাটগণের রাজত্ব কালীন, সমস্ত রাজ্য যুদ্ধ বিগ্রহে বিপর্যস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। সেই সময়ে চীন উত্তর-রাজ্য, ও দক্ষিণ-রাজ্য, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়; তাহারেণ্ড তৎকালে সুবোগ, গাইয়া উত্তর-রাজ্যে জয় বিস্তার পূর্বক চৈন্যদের নাতিশয় ভয়াবহ হইয়া উঠে। ফলতঃ এই কম্বোজ বংশই অভ্যুদয়কাল মধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪৮৯ খ্রীঃ অব্দে নবমবংশীর দ্বিতীয় সম্রাট তুটিয় রাজত্বের ফাঁম্বিন্ নামক এক জন নাস্তিক দার্শনিক চীনে প্রকাশমান হন। এক্ষণে তৎপ্রতি অনেক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; তিনি কহেন, যে, এই সকল যুক্তি অকারণে অকৃত্রিম যুক্তি উদ্ভূত হইছে, এবং আত্মা দেহের সহিত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বর্তমানকালে অনেক চৈন্যের পণ্ডিত তাঁহার মত প্রচার প্রাধান্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

চৈন্য বংশীর সম্রাটগণের রাজত্বের সর্বদাই সম্রাটগণ উপহৃত হইয়া চৈন্যেরিগণের প্রতি-
দ্রষ্টব্য করিয়াছিল। পরে বংশের একজন বংশীর

বিচক্ষণ সম্রাটগণ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন, তখন রাজ্যমধ্যে সুখশান্তির উদয় হইল । বস্তুতঃ ইংহারা সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ, বিদ্যোৎসাহী, ও প্রজারঞ্জন ছিলেন । এই বংশোদ্ভূত দ্বিতীয় সম্রাট ভিটি এই রাজনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেন, যে, রাজনীযোগে কোন ব্যক্তি রাজপথে নির্গত হইয়া অকারণে ভ্রমণ করিতে পারিবে না ।^{১)} ভ্রমিষিত্ত অসংখ্য প্রহরী নিযুক্ত হইল, এবং তাহারা প্রত্যহ এক ঘটিকা রাত্রি হইলে ভেরী বাজাইয়া লোক সাধারণকে সতর্ক করিতে আরম্ভ করিল । এই পদ্ধতি একাদশ পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে । এই বংশের শেষে পারস্যাদিপতি যজ্ঞ, ৫৬৭ খ্রীঃ অব্দে, তুরকদিগের বিপক্ষে চৈতনীয়দের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।

মাদন বংশীয় সম্রাটগণের মধ্যে ভেটি সম্রাটই সমধিক বিচক্ষণ, ও প্রসিদ্ধ ছিলেন । তাঁহার পুত্র বাহরী চৈতনীর সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া বান ।

মাদন বংশোদ্ভূত দ্বিতীয় সম্রাট টেহর চৈতনীয় সম্রাটগণের মধ্যে অধোভারত কবিকর্তা বিখ্যাত ও ধার্মিক ছিলেন । বিদ্যোৎসাহি বিষয়ে তাঁহার

এতদ্ব্যতীত উৎসাহ ছিল, যে, তিনি তদীয় রাজ-
ত্ববনের অভ্যন্তরেই এক উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থাপন
করিয়াছিলেন ; এবং তদায় অষ্ট সহস্র ছাত্র সর্গ-
শাস্ত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। তিনি রাজনীতি-প্রয়োগ
বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, এবং বিচার
নিষ্পত্তি কালেও উত্তমরূপে ন্যায়পরতা প্রতী-
পালন করিতেন। ইঁহারই রাজত্বে নেটোরিয়ান্
খ্রীষ্টিয়ানরা* প্রথম চীনে আগমন করিয়াছিল।
সম্রাট তাহাদিগকে কেবল তাহাদের ধর্ম প্রচলন
কল্পিতে অনুমতি দিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, তাহাদের
ধর্মালয় নির্মাণোপযোগী কিঞ্চিৎ ভূমিও প্রদান
করিয়াছিলেন। টেংয়ের রাজমহিষীও সমধিক
কৃতবিদ্যা, ও অশেষ গুণালঙ্কৃত ছিলেন। অস্তঃপুত
মধ্যে স্রীমণের বিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, তাহি-
বন্ধক তিনি একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া-
ছিলেন।

এই বংশীয় নবম সম্রাট টেংয়ের রাজত্ব কালীন
অষ্টম স্রীমণী নামসীকদিগকে পরাস্তব করিয়া

* ইঁহার "নেটোরিয়ানের শিষ্য ; ইনি খ্রীঃ শতকের
চতুর্থ শতাব্দীতে সিরিয়া প্রদেশীয় জারিদিসিয়া নগরের জন্ম
গ্রহণ করিয়াছেন।

৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে চীনে উপস্থিত হয়, এবং কাটনু আক্রমণপূর্বক তাহা লুণ্ঠন করে। বোগ্‌দাধিপতি মহাবীর কালিক্-হাক্‌নু-আলুশ্‌জিদ, ৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে, একাদশ সজাট্‌ টিহ্‌জের নিকটে বাগিজোর সন্ধি স্থাপনার্থ এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

চতুর্দশ বংশোদ্ভূত লিয়টং প্রদেশীয় কিটানু ভাষাভাষীরা চীনের উত্তর প্রদেশসকল জয় করিয়া তথায় ষোড়শাধিপত্য স্থাপন করে। তাভারদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য উত্তরসীমায় অদ্ভুত প্রাচীর নির্মিত হইয়া কতিপয় বৎসর যে কি উপকার দর্শিয়াছিল, তাহা আমরা অবগত নহি। এক্ষণে ইহার কোরিয়া ও কাস্‌গারাস্ত্রকর্ত্তী সমস্ত দেশ জয় করিয়া, দিন দিন চৈনীয়দিগের মহা কষ্টজনক হইয়া উঠিতেছে। ৯১৬ খ্রীঃ অব্দে হুলিয়া নামক চতুর্দশ বংশোদ্ভূত দ্বিতীয় সজাট্‌ মোটিক্যান্‌টির রাজ্যের চতুর্দশর্থে কিটানুদের রাজ্যারম্ভ হয়। ৯৩৪ অব্দে পঞ্চদশ বংশীয় দ্বিতীয় সজাট্‌ সিংহং প্রাণত্যাগ করিলেন, তদীয় জামাতা সেকিংটং তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী সিংহংয়ের বিপক্ষে অসুস্থান্‌জি, কুইংগুর, এবং পঞ্চাশৎ সহস্র কিটানু সৈন্য লইয়া তাঁহাকে পরাভবপূর্বক সিংহাসনচ্যুত

করিত তাঁহার আশ বধ করিলেনক। মিংছকের
পুত্র কিটি স্বীয় পিতৃহত্যার গতিরোধে সাধার্থী হইল
হইয়া, কিছু নগরে আশ্রয় করিলেনঃ এবং তথায়
সমপরিবারে ও সৈন্যবর্গে তদীয় রাজ-আসানে আনয়ন
হইয়া, তাহাতে অগ্নি প্রদানপূর্বক সকলে ভস্মীভূত
হইলেন । তখন সেকিংটাং, কছু, নান ধারণ-
পূর্বক যোড়শ বংশ স্থাপন, এবং সম্রাট-পদাভি-
ষিক্ত হইয়া রাজত্বারম্ভ করিলেন । কিন্তু
কিটান্ সেনাপতি তাঁহার প্রভুত্ব অস্বীকার করিতে,
তিনি তাতারদিগের হস্তে পিচিলী প্রদেশান্তঃপাতী
১৬টী নগর সমর্পণে, ও বার্ষিক বরূপ তিন লক্ষ
রেশমী ধান প্রদানে সম্মত হইয়া তাহাদের সহিত
সন্ধি স্থাপন করিলেন ।

সম্রাটের এইরূপ অধীনতা স্বীকারে কিটান্-
দিগের কেবল অর্পণলিপ্সা ও ছুরিকাঙ্ক। উদ্বে-
জিত হইল বই নয় । ৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে তাহার।
অকস্মাৎ সন্ধি তত্ত্বনপূর্বক পুনঃ রাজ্যাত্মক্য করিল ।
৯৫৯সাময়িক সম্রাট হিতাং সমরপুত্র নামক সৈন্য
লইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেনঃ
কিন্তু তিনি তদীয় সেনাপত্যক স্যুচীয়েনের বিধান-
সাক্ষ্যভায় যুদ্ধ পরাজিত ও পরে যুদ্ধে নিহত

হইয়া কারাবদ্ধ হইলেন । পরে তিনি এক ক্ষুদ্র প্রদেশাধিকার গ্রহণে সম্মত হইয়া পুনঃ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন ।

এদিকে ঐ চুরাঙ্গী কৃত্রিম লাচীভেন্ সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সম্রাট্ পদাভিষিক্ত হইল, এবং স্বনাম পরিবর্তনপূর্বক কছু নাম ধারণ করিয়া নগদশ বংশ স্থাপন করিল । ইতোমধ্যে সাতারেরা অবাধে চীনের উদীচ্যভাগ লণ্ড ভণ্ড করিয়া, ক্রমে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছে । কিন্তু তথায় পরাক্রান্ত চৈনীয় চমুচয় দ্বারা আক্রান্ত ও পূর্ণাহত হইয়া, তাহারা জয়লঙ্ক দ্রব্যসমূহ লইয়াই, স্বদেশে প্রস্থান করিল ।

৯৪৮ অব্দে কছু কালকবলিত হইলে তদীয় পুত্র ইন্টি সিংহাসনাধিরূঢ় হইলেন । রাজ-কক্কীগণ যুবরাজকে অল্প বয়সে, ও তাঁহার সৈন্য-গণকে সাতারদিগকে বহিষ্কৃত করণার্থ অতিদূরে নিযুক্ত দেখিয়া, বিস্রোহোপস্থিত করিল । কোঘি নামে এক সাহসী সেনাপতিই ঐ সকল সৈন্য লইয়া, সাতারদিগকে সন্ধ্যা বুকে পরাজিত, ও উত্তর প্রদেশে লাঞ্চিত স্থাপন করিতেছিলেন । ইত্যবসরে বিজ্ঞোহী কক্কীগণ ইন্টিকে বধ করিলে,

রাজ্যী উহার কনিষ্ঠ সহোদরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন । এদিকে কোথি জয়গতাকা প্রোড্ডায়-মানপূর্বক রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া, তদীয় বিজয়ী সেমাকর্ষক সম্রাটাত্ম্যাত হইলেন ; এবং টেছু নাম ধারণপূর্বক অষ্টাদশ বংশ স্থাপন করিলেন । তখন রাজ্যী স্বীয় পুত্রাধিকার রক্ষণ সামর্থ্য হীনা হইয়া, অগত্যা তাঁহারই অধীনতা স্বীকার করিলেন ।

অনন্তর নয় বৎসর অতিবাহিত হইলে, রাজ্যের সম্ভ্রান্ত কুলীনগণ ঐ অষ্টাদশ বংশীয় কংটি সম্রাটকে অপ্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়া, তাঁহার অভি-ভাবক চকাংগকে সম্রাট্ পদাভিষিক্ত করিল ; ইনি কছু নাম ধারণপূর্বক ঊষবিংশ বংশ স্থাপন করিলেন । এই সম্রাটের রাজত্বে চীনমাজের ঈরকি হইতে আরম্ভ হইল ; কিন্তু কিটানরা রাজ্যক্রমণে কাস্ত হইল না । কছুর উত্তরাধিকারিগণ তাহা-দিগকে যুদ্ধে পরাভব করেক বটে, কিন্তু ৯৭৮ খ্রীঃ অব্দে অসত্যোরা এতদধিক বীর্যবান হইয়া উঠে, তাহার এক বৃহত্তমর অবলোম্ব কবিতান উপক্রম করেন । কছুর উত্তরাধিকারী টেছু নামক ঈরকি বৃকৌলনসম্পন্ন ব্রহ্মপতিত সম্রাট্ বিশত

সৈন্য একত্র করিয়া, প্রত্যেকের হস্তে এক একটা প্রুজলিত মসাল প্রদানপূর্বক, তাহাদিগকে তাতার শিবির সমীপে প্রেরণ করিলেন । অসভ্য তাতারগণ সম্মুখে অসংখ্য আলোক সম্মর্শন করিয়া আগনাদিগকে সমস্ত চীন সৈন্যদ্বারা আক্রান্ত বোধ করত তৎক্ষণাৎ পলায়ন পরায়ণ হইল, এবং চীন সেনাপতি নিযুক্ত কতিপয় সৈনিক পুরুষ তাহাদের পলায়ন মার্গে গুপ্তভাবে থাকিয়া, তাহাদিগকে বধ করিল ।

কিন্তু এই দমনদ্বারা কিটান্দিগের দৌরাণ্ড্য দীর্ঘকালের নিমিত্ত নিবৃত্ত হইল না । ১৯৯ খ্রীঃ অব্দে তাহারা শিচিলী প্রদেশীয় এক নগর অব-
রোধ করিল ; কিন্তু টেঙ্কজের উত্তরাধিকারী চিংছং
ভদীর অসংখ্য সৈন্যের সহিত অকস্মাৎ তাহা-
দিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা পলায়ন করিল ।
অনেকে সভাটকে এই অবসরে তাতারদিগের হস্ত
হইতে আক্রান্ত হইয়া সকল নিযুক্ত করিতে
আদেশ করিয়াছিল ; কিন্তু তিনি তাহা অবহেলন
পূর্বক সম্পূর্ণ অসংগত করিয়া, তাতারদিগকে
প্রতিবৎসর ৩,০০,০০০ মুদ্রা এবং ২,০০,০০০ রৌপ্য
দান প্রদানে সম্মত হইয়া, তাহাদের সহিত

এক সন্ধি স্থাপন করিলেন । কিটানরা তাঁহার উত্তরাধিকারী জিঙ্গকে অল্প বয়স্ক ও অশক্ত-
বতাব অবলোকন করত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর
সাহসী হইয়া উঠিল : এবং, অজিৎ তাঁহার পিতার
ন্যায় এক সজ্জাকর সন্ধি স্থাপন না করিলে,
১০৩৫ খ্রীঃ অব্দে পুনঃ ঘোর যুদ্ধারম্ভ হইত ।

সেই অরধি ১১১৭ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত কিটানরা
তাঁহাদের ঐচনীক অধিকার সকল নির্বিঘ্নে ভোগ
দখল করে । পরে হেছং নামক তাত্‌কালিক
সম্রাট তাঁহাদের অত্যাচাররূপ মহাত্রোণ সহ
করিতে, ও স্বয়ং তাহা নিবারণ করিতে সামর্থ্য
হীন হইয়া, অবশেষে একপ্রকার এক ঔষধি সেবনে
কৃতসংকল্প হইলেন, যে, পরিণামে তাহা ঐ
পীড়াপেক্ষা অধিক ভয়ানক হইয়া উঠিল । তিনি
কিটানদিগের রাজ্য ধ্বংস করণার্থে ব্যুতি অর্থাৎ
পূর্বদেশীয় জাতীয়দিগকে আহ্বান করিয়া, তাহা-
দের সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিলেন এবং কোরিয়াধিপ,
ও তাঁহার স্বীয় অমাত্যগণ তাঁহাদের এই ব্যাপারে
একত্ব হইতে অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন : কিন্তু
তিনি তাঁহাদের সহায়দেয় কর্ণপাত না করিয়া,
স্বীয় সৈন্য প্রত্যেককে ব্যুতিদের সৈন্যদলে পরিণত

করিলেন । তখন কিটাম্‌রা সর্বত্র সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও সান্তিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া, একেবারে চীনরাজ্য পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিল ।

এই একারে কিটান্‌রাজ্য বিনষ্ট হইল-বটে, কিন্তু তাহাতে চীনীয়দের কোন উপকার দর্শিল না : কারণ স্মৃতি সেনাপতি-এ জয়লাভে প্রোৎসাহিত হইয়া, তাহার এই নবাধিকৃত রাজ্যকে কিন্‌ নামাখ্যাত করিলেন ; এবং স্বয়ং সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সম্রাট্ উপাধি ধারণ করিলেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

—○○○○—

কিন তাৎক্ষণিকগের রাজ্যপ্রভাবধি তাহার
স্বয়ং পর্য্যন্ত ।

[খ্রীঃ অব্দ ১১১৭—১২৩৪ ।]

কিন্‌ সম্রাট্ রাজ্যারত পূর্বক তাহার উন্নতিসাধন জন্য, চীন সম্রাটের সহিত পূর্বে যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বিলিষ্ট করিলেন ; এবং

পিচিলী ও সেন্সী প্রদেশের আক্রমণপূর্বক তাহাদের অধিকাংশ অধিকার করিলেন । এখন চীন সম্রাট তেছং স্বরাজ্য হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়ে তাতারদিগের সহিত পুনঃ সন্ধি স্থাপনের অভিলাষ করিলেন ; কিন্তু তাতারেরা ঐ সন্ধির এরূপ অসমানজনক নিয়ম সকলের প্রস্তাব করিল, যে, তাহাতে চৈন্য অসাত্যগণের ক্রোধ উৎপন্ন হইল, এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ চীন সম্রাটকে সূত্রে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন । সম্রাট সান্ত্বিত হইয়াছিলেন, এতৎপ্রযুক্ত তাতারেরা তাহাকে পরাজয় করিয়া খাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখিল । পরিশেষে তিনি ১১২৬ খ্রীঃ অব্দে আত্মত্যাগ করিলে, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের কল্পে রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন ।

কিঞ্চিং সিংহাসনোপনিষ্ট হইয়াই যে সকল লোক তাহার পিতাকে শত্রুহন্তে সমর্পিত করে, অত্র তাহাদিগকে সংহার পূর্বক রাষ্ট্রদ্রোহ করিলেন । ইতোমধ্যে অসত্য তাতারগণ অবাধে জরাজীর্ণ করত, হোয়াংহো নদী পার হইয়া রাজধান্যভিযুগে গমন করিল, এবং তাহা আক্রমণ পূর্বক লুণ্ঠন করিতে লাগিল । অনন্তর তাহারা

সম্রাট ও তাঁহার মহিষীকে ধারণপূর্বক বন্দী করিয়া লইয়া গেল। রাজ্ঞী মের “সম্রাট-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি” এই বলিয়া, তাতার দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। ফলতঃ এই উপায় দ্বারা ই রাজ্য রক্ষা হইল ; কারণ বুদ্ধিমতী রাজ্ঞী সুবিবেচনা করিয়া হোয়েছকের নবম পুত্র কছংকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

কছং কিয়াংনান্ প্রদেশান্তঃপাতী নান্কিন্ নগরে তদীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন ; কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই তাহাকে সে স্থান পরিত্যাগ-পূর্বক চিকিয়াং প্রদেশীয় কাংচু নগরে রাজধানী স্থাপন করিতে হইল। তিনি কিন্দিগের হস্ত হইতে আক্রান্ত দেশসকল বিযুক্ত করিয়া, তাহা-দিগকে পুনরধিকার করিতে অনেক যত্ন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর কিন্-তাতারাধিপতি ইলিছং চৈনীয়দের শাস্ত্রাত্যাস, তাহাদের বিধান ব্যক্তিগণের সমাদর ও কংফুচীর চিরস্মরণীয় নামের সম্মান করিয়া, চৈনীয়দের প্রশংসাত্মক ও স্নেহান্বিত হইতে সচেষ্ট হইলেন। কছং একদা নান্কিন্ পরিত্যাগ-পূর্বক স্থানান্তরে গমন করিলে, ইলিছং ঐ নগরে

উপস্থিত হইয়া তাহা অবিলম্বে করিলেন ; কিন্তু দক্ষিণ রাজ্য হইতে বহু মৈন্যসামন্তের সহিত যোষি নামে এক প্রবল পরাক্রম চীন সেনাপতির আগমন বার্তা প্রবণ করিয়া, ইলিছং রীজত্ববনে অগ্নিপ্রদানপূর্বক উক্তদিকে প্রস্থান করিলেন । যোষি অতি দ্রুতবেগে আগমন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ পূর্বক তাহান সমূহ সৈন্য বিনিশ্যত করিলেন । সেই অবধি কিন্ তাহান্বেষা আর কিয়ৎ নদী উত্তীর্ণ হইতে সাহস করিত না ।

অনন্তর কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইলে চীন সম্রাট কিনুনিগেণ অধীনতা স্বীকারপূর্বক তাহাদের সহিত সান্তিগয় অপমানজনক নিয়মে সন্ধি স্থাপন করিলেন । কলতঃ এই অধীনতা স্বীকারে কোন কল দর্শিল না । কাবণ, ১১৬৩ খ্রীঃ অব্দে, তাহাদের সন্ধিভঙ্গ্যনপূর্বক তাহাদের ভীষণ সৈন্যসমূহ লইয়া, দক্ষিণ-রাজ্য আক্রমণ করত, বাংচু নগর অধিকার করিল । পরে কিন্ রাজ্য কিয়ৎ নদীর সুপ্রশস্ত ও বেগবান সাগরসংগমে নিকট উপনীত হইয়া, তদীয় সৈন্যগণকে তাহা পার হইতে আদেশ করিলেন ; এবং কোবদুস্ত তরবারি ধারণপূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া, বৈরাক্তি

গার হইতে অশীকার করিবে, তাহার মন্তকচ্ছেদন করিবেন, এই ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । সেনাগণ ঈদ্রল নিতান্ত অসঙ্গত আজ্ঞায় ক্রোধো-
দ্ভেজিত হইয়া ঘোরতর বিদ্রোহোপস্থিত পূর্বক সকলেই তদ্বিপক্ষে অভ্যুপিত হইল ; এবং এই বিবাদারম্ভেই কিন্ রাজ বিনষ্ট হইলে, সমস্ত সৈন্য দিগ্দিগন্তরে অস্থান করিল ।

নেই কালাবধি ১২১০ অব্দ পর্য্যন্ত চৈনীয় ইতি-
হাসে এমন কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা দর্শন-যোগ্য, এ বৎসরে মোগল্ অধীঃ পশ্চিম দেশীয় তাতারদিগের জগদ্বিখ্যাত মহীয়ান্ সেনাপতি মহাবীর জেঙ্গিস্ খাঁ চীনে আগমন পূর্বক কিন্-মন্ডাট্ বংশের সহিত তুমুল সংগ্রামারম্ভ করেন ; এবং তৎকালে হায়া প্রদেশের অধীশ্বর, জেঙ্গিস্ খাঁর বিপক্ষে কোনরূপ সাহায্য নাপাইয়া, পরিশেষে পশ্চিম প্রদেশসকল অধিক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন । বংশি তদীয় রাজ্য রক্ষার্থ অনেক যত্ন করিলেন ; কিন্তু তিনি ১২১১ অব্দে সমস্ত সৈন্য সম্ভাব্যাদারে জেঙ্গিস্ খাঁর আগমন বার্তা প্রবণ করিয়া সাতিশেষ ভয়াভিভূত হইলেন, এবং সন্ধিস্থাপনার্থে অনেক

চেইকা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল । পূর্বে কন্টাক্টিনোপলীয় সাম্রাজ্যের সহিত চীন রাজ্যের যে বোণাযোগ ছিল, এক্ষণে জেঙ্গিস্ খাঁ দ্বারা তাহা একেবারে উচ্ছিন্ন হইল ।

১২১২ খ্রীঃ অব্দে দুর্দান্ত মোগল সেনাপতিগণ হুইং প্রাচীর অতিক্রম পূর্বক, কিন্ রাজ্যের রাজধানী পিকিন্ পর্যন্ত আগমন করিয়া সমস্ত দেশ আক্রমণ করিল । সেই সময়ে যে সকল কিটান্ সেনানী জেঙ্গিস্ খাঁর সহিত যোগ দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা লিয়টং প্রদেশ একেবারে লণ্ড তণ্ড করিলেন ; মোগলেরাও অসংখ্য স্তম্ভট দুর্গ জয় করিয়া কিন্দিগের তিন লক্ষ সৈন্য পরাজিত করিল । অনন্তর তাহারা শরৎ কালে টেটংফু নগর অবরোধ করিলে, নগরশাসনকর্তা হুজাকু পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু জেঙ্গিস্ খাঁকে ঐ নগর জয় করিতে অতিশয় ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল । তিনি তাঁহার অসংখ্য সৈন্যের বিমাণাবলোকন করিয়া, ও স্বয়ং বাণাঘাতে কতক হইয়া উক্ত নগরের অবরোধ মুক্ত করত, তাতারে প্রস্থান করিলেন ; এবং অনতিদিলয়ে কিন্ তাতারেরা অনেকানেক নগর প্রদরশিকার করিল । • তৎপর

বৎসরে রণচর্চদ জেন্সি খাঁ চীনে পুনঃ প্রবেশ পূর্বক, কিন্ তাহারেরা যে সকল নগর জয় করিয়াছিল, সে সকল নগর পুনঃ গ্রহণ করিলেন, এবং দুই তৃগুল যুদ্ধে তাহাদের সমস্ত সৈন্য বিনশ্চন করিলেন ; তদাধো একটা সংগ্রামে এত লোক বিনষ্ট হয়, যে, ছয় ক্রোশ পর্যন্ত সমরাজন শবদেহে সমাধির হইয়াছিল ।

সেই বৎসর মংছি তদীয় সেনাপতি হুজাকুবারা নিহত হইলে, তদংশজাত সান্ তাঁহার পদাতিবিক্র হইলেন । অতঃপর যোগলেরা চতুর্দল সৈন্য লইয়া এককালে রাজ্যক্রমণপূর্বক সেন্সী, হোনান্ পিচিলী, ও শাণ্টং প্রভৃতি প্রদেশ সকল উচ্ছিন্ন ও সমভূমি করিল । জেন্সি খাঁ ১২১৫ অব্দে পিকিনের সম্মুখে অবস্থান করিলেন ; কিন্তু তাহা আক্রমণ না করিয়া সন্ধির প্রসঙ্গ করিলে, তাহা সংস্থাপিত হইল, এবং যোগুলেরা তাহারে গ্রহণ করিল । তখন কিন্ সম্রাট তদীয় পুত্রকে পিকিনে রাখিয়া হোনানের রাজধানী কেছংফুর নিকটবর্তী পীনল্যা নগরে রাজধানী স্থাপন করিলেন । ইহা শুনিয়া জেন্সি খাঁ তৎক্ষণাৎ পিকিন্ অবরোধার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন । ১২১৫ অব্দের পঞ্চম

মাস পর্যন্ত নগর রক্ষিত হইয়া অবশেষে তাঁহার অধীনস্থ হইল । সেই সময়ে যোগলেন্না লিয়টং প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে জয় করে । অনন্তর দক্ষিণ দেশীয় চৈনীয়রা কিন্ তাতারদিগকে করপ্রদানে অস্বীকার করিল ।

১২১৬ খ্রীঃ অব্দে জেজিস্খী আসিয়ায় পশ্চিমাঞ্চল জয় করিতে পুনর্গমন করিয়া, তথায় সাত বৎসর অতিবাহিত করিলেন । তাঁহার সেনাপতি মহালি দাক্ষিণাত্য সম্রাট্ নিচুংগের সহিত মিলিত হইয়া, কিন্ সম্রাটের বিপক্ষে তুয়ুল যুদ্ধে প্রৱস্ত হইলেন । কিন্ তাতারগণ ১২২০ অব্দে অনেক কষ্টে সেন্সী ও শাণ্টং প্রদেশে দুই দল সৈন্য সমুৎপাদিত করিল । সেন্সী প্রদেশীয় সৈন্যগণ দাক্ষিণাত্য চৈনীয়দের ও হায়া ভূপতির সমস্ত উদ্যোগ ও জয়াণা একেবারে ভগ্ন ও উৎসন্ন করিল ; কিন্তু শাণ্টং প্রদেশীয় আর দুই লক্ষ সৈন্যই অধিতৌক্য মহালি কর্তৃক সম্পূর্ণ পরাজিত ও নিহত্যমান হইল । ১২২১ অব্দে তিনি হোয়াংহো নদী উত্তীর্ণ হইয়া বহু নগর জয় করত, আনত্যাগ করিলেন ।

১২২৪ খ্রীঃ অব্দে কিন্ সম্রাটের পরলোকগমনা-

নস্তর তদীয় পুত্র ছিউ হায়া দেশের ভূপতির সহিত
 সন্ধি করত পিতৃসিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন ।
 তৎপর বৎসরে জেঙ্গিস্‌খাঁ আসিয়া ঐ হায়া রাজ্যের
 উচ্ছেদ করেন । ১২২৬ অব্দে জেঙ্গিস্‌খাঁর পুত্র
 অক্কে হোনানে যাত্রা করিয়া কিন্ রাজ্যের রাজ-
 ধানী কেছুংকু নগর অবরোধ করিলেন ; এবং
 সেন্সী প্রদেশে প্রত্যাগত হইয়া অনেক নগর
 জয় করত শত্রুপক্ষীয় প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র সৈন্য
 নিহত করিলেন । অন্ততঃ বুদ্ধ-দুর্ম্মদ জেঙ্গিস্‌খাঁ,
 তদীয় পুত্রগণকে চীনের দক্ষিণে গমন পূর্ব্বক কিন্
 তাতারদিগকে জয় করিতে আদেশ করিয়া, ১২২৭
 অব্দে, মানব লীলা সম্বরণ করিলেন ।

তাহার মৃত্যুর পর মৌগলেরা অনেকানেক যুদ্ধে
 জয়ী হইরাছিল বটে, কিন্তু এখনও তাহারা সম্পূর্ণ
 রূপে রাজ্যাধিকার করিতে পারিতেছে না ।

১২৩১ অব্দে তাহারা সেন্সী প্রদেশ আক্রমণ
 করিল, এবং তৎসাহায্যপ্রাপ্ত সৈন্যদিগকে
 পরাভব করিয়া সমস্তদেশ অধিকার করিল । টলি
 নামে এক মৌগল সেনাপতি অসংখ্য সৈন্য
 সমতিব্যবহারে দাকিগাত্য প্রদেশ সকল ভেদপূর্ব্বক
 গমন করিয়া, হাংচুকু নগর অধিকার করিলেন ।

চৈনীয়রা উহার রক্ষার্থে টলিকে অশেষ বিশ্ব প্রদান করিতে, তিনি সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, অগষ্ট মাসে হোয়াং ও য়ংচু নগরদ্বয়ের সমুদয় অধিবাসিকে বিনষ্ট করিলেন। অতঃপর তিনি তদীয় ত্রিশং সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বিখণ্ড করিয়া, তাহার এক দল পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। ইহার ঋষে২ দ্বিশত চত্বারিংশৎ নগর উৎসন্ন করিয়া প্রত্যাগমন করিল। অপর দল হাংচুক্ হইতে নয় বা দশ খ্রোশ পূর্বে টটং নামে এক অতি সুদৃঢ় নগর আক্রমণ করিল।

ও দিকে অক্রে সাম্রাজ্য প্রদেশান্তঃপাতী পুচু নগরে উপনীত হইয়া, তাহা অধিকার পূর্বক হোয়াংহো নদী পার হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। টলি অনেক কষ্টে হোনান্ প্রবেশ পূর্বক কিন্ রাজ্যক্রমণের লক্ষণ সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি ইচ্ছা এক পথ দিয়া ঐ দেশে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, যে, সে দিক দিয়া তাঁহার আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। নগরবাসী সকলেই তাঁহাকে অকস্মাৎ তথার উপস্থিত দেখিয়া সাতিশয় বিন্ধ্যাপন্ন ও ভয়ানক হইয়া, তাঁহার অবাধে অগ্নিধারের সহ্য

সুযোগ হইয়াছিল । পরিণেবে কিন্ সম্রাট্ হোটা, ইলাপু, ও অন্যান্য সেনাপতিগণকে স্ব স্ব অধীনস্থ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে তদ্বিপক্ষে প্রেরণ করিলেন । টলি প্রথমে অসাধারণ সাহসিকতা প্রকাশ পূর্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন ষটে, কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতাবশতঃ তাঁহাকে সমরাজন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল । হোটা তাঁহার পশ্চাদ্ভাবনান হইয়া দেখিলেন যে, মোগল সৈন্যে ত্রিশত সহস্র লোকের অধিক ছিল না ; আর তাহাদিগকে দুই তিন দিবস অনাহারে কালযাপন করিতে হইয়াছিল । ইলাপু এই স্থির করিলেন যে, মোগলদিগকে আক্রমণ করণজন্য ব্যস্তমস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই, যেহেতু তাহারা হোয়াংহো ও হান্ নদীদ্বয় দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আবদ্ধ রহিয়াছে, শীঘ্র পলায়ন করিতে পারিবে না । কলতঃ এইরূপ বিলম্বে চৈনীয়দের মহা অনিষ্ট ঘটিল, কারণ ধীমান টলি কোন সুকৌশল দ্বারা শত্রুগণের সমস্ত অব্যাদি আক্রমণ পূর্বক অধিকার করিলে, চৈনীয়দিগকে চাংচু নগরে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল । তাহারা ঐ সম্রাটের গুপ্ত রাখিয়া, পরস্পর অঙ্গানাপূর্বক

সম্রাটসমীপে এই সংবাদ প্রেরণ করিল, যে, তাহার। যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে । এই অলীক সন্সমাচার। প্রাপ্ত হইয়া সকলেই মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং তাহার। রাজধানী রক্ষার্থ গমন করিয়াছিল, তাহার।ও স্ব স্ব আবাসে প্রত্যিগমন করিল ।

কিংদিনানন্তর অক্টো নম্ব-মৌসম সৈন্য সন্সজিত করিয়া সম্রাটনে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহার। চৈনীয়দিগকে পরাজয় করিয়া অসংখ্য লোক ধনী করিয়া লইয়া গেল । অক্টো ১২৩২ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে হোয়াংহো নদী উত্তীর্ণ হইয়া কিন্ রাজ্যের রাজধানী কেহংফু নগরের অবিদূরে সূচাক্ষু শিবিরসমূহ স্থাপন পূর্বক তথায় অবস্থান করিলেন, এবং তদীয় সেনাপতি সাপু-টেকে ঐ রাজধানী অবরোধার্থ প্রেরণ করিলেন । তৎকালে ঐ নগর লক্ষদশ কোশ পরিমিত পরিধি বিশিষ্ট ছিল ; কিন্তু তন্মধ্যে যে চত্বারিংশৎ সহস্র সৈন্য ছিল, তন্মারা নগর রক্ষা করা হইতে বোধ করিয়া সম্রাট এক অতীব দুঃখজনক যোষণা বিস্তার পূর্বক, চৈনীয়দিগকে ইচ্ছা উত্তেজিত করিলেন যে, তাহার। নগরকে তাহার পৈতৃক দেশ পর্য্যন্ত

রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইল । এদিকে অস্ত্রে
টলির ছোনান্ প্রবেশের সংবাদ শ্রবণ করিয়া
সাতিশয় সম্ভ্রষ্ট হইলেন, ও তাঁহাকে সাপুটের
সাহায্য দানে আদেশ করিলেন ।

অনন্তর কিন্ সম্রাটের সেনাপতিগণ ঐ নগর
রক্ষার্থে সার্ক লক্ষ সৈন্য লইয়া গমন করিল ; কিন্তু
টলি তাহাদের গমন-মार्গ রুদ্ধকারী অবরোধ
করিতে, সৈন্যদল দ্বিখণ্ড হইল ; তখন তিনি
তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অসংখ্য লোক
বিনাশ করিলেন, এবং একটী সেনাপতির প্রাণ
হত্যা, ও আর একটীকে কারাবদ্ধ করিলেন ।
তখন সম্রাট্ টংকুয়ান্ ও অপরাপর সবল দুর্গান্ত-
হস্তী সৈন্যদলকে কেহংফুর সাহায্যার্থে প্রেরণ
করিলেন । প্রায় এক লক্ষ দশ সহস্র পদাতিক, ও
পঞ্চদশ সহস্র অনারোহী সৈন্য একত্র হইয়া চলিল ;
এবং অসংখ্য লোক বৈরিভয়ে তাহাদের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ
অধিকাংশ যোদ্ধাই সৈন্যদল পরিত্যাগ করিতে,
অবশিষ্টাংশ দুর্ভয়মণে সাতিশয় রক্ষা, এবং
নিপক কর্তৃক আক্রান্ত ও অধাবিত হইয়া সকলেই
নিহন্যমান হইল । অতঃপর টংকু-

য়ান্ ও অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ নগর সকল অধি-
 কার করিল ; কলতঃ কিটেকু ও লয়াং নগরদ্বয়ের
 শাসন কর্তৃগণের অসামান্য সাহসিকতা ও পরাক্রম
 দর্শনে তাহাদিগকে উক্ত নগরদ্বয়ের "অবরোধ
 মুক্ত করিতে হইয়াছিল । লয়াংয়ের শাসন কর্তা
 কিয়াংসিনের অধীনে প্রায় তিন চারি সহস্র সৈন্য
 ছিল ; এবৎ শত্রু পক্ষীয়েরাও ত্রিংশৎ সহস্র
 সৈন্যের অধিকারী ছিল । কিয়াংসিন্ তদীয়
 নিকৃষ্ট সৈন্যগণকে নগরের প্রাচীরের উপরিভাগে
 অবস্থিত করিলেন ; এবৎ স্বয়ং চারিশত বলবান
 ও সাহসী যোদ্ধা সমভিব্যাহারে সুসজ্জীভূত হইয়া
 এক মহা বিপদজনক আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন ।
 বৈরনির্বাতনের নিমিত্ত তিনি যে সকল বৃহৎ বৃহৎ
 প্রস্তর প্রক্ষেপণের যন্ত্রাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন,
 সে সকল অতি আশ্চর্য্য; তিনি স্বয়ং ঈদৃশ সুন্দর
 রূপে লক্ষ্য করিতে পারিতেন, যে, সার্ভশতহস্ত দূর-
 স্থিত ব্যক্তিকেও আঘাত লাগিত । তিনি বিগত
 বিক্রিত শরভাল খণ্ড করিয়া ছেদন করত, খীর
 বাণ নদূহে বৃহৎ ধাতুনির্মিত তীক্ষ্ণ কলা সকল
 সংযোগ প্রদত্ত, তাহা এতাবধি যোগে বিক্ষেপ
 করিতে পারিতেন, যে, তাহারো বশবর্তী গুলির

ন্যায় সতেজে গমন করিয়া বহু সৈন্য বিনষ্ট করিল । এই রূপ নানা প্রকার উৎসাহ দ্বারা তিনি মোগলদিগকে তিন মাস পর্য্যন্ত অশেষবিধ ক্লেশ ও দুর্গতি প্রদান করিয়াছিলেন ; এবং যদিও তাহার সংখ্যাতীত সৈন্যের অধিকারী ছিল, তথাপি দুঃসহ অপমান তাহাদিগকে সমরাজ্ঞন পরিত্যাগ করাইল ।

অক্কে নিকুপায় হইয়া তাতারে পলায়ন করিলেন ; কিন্তু সাপুটে সাতিশয় বলপ্রকাশপূর্ব্বক রাজধানী অবরোধ করিয়া রাখিলেন । এই সময়ে মোগলেরা নগরের প্রাচীরসকল নিপাতিত করণাশয়ে কামাশের ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু প্রাচীরের দৃঢ়তা প্রযুক্ত কৃতকার্য হইতে পারে নাই । ক্রমাগত ষোল দিন পর্য্যন্ত তুফল বৃষ্টি হইয়াছিল ; এবং ইহাতে উভয় পক্ষেরই অসংখ্য সৈন্য নিহত হয় । সাপুটে বিরক্ত হইয়া নগরাবরোধে পরিত্যক্ত হইলেন । পরিশেষে কেহংকু নগরে মহা মারীভয় উপস্থিত হইবাতে অগণ্য বোদ্ধা ও নাগরিকের আগ বিনষ্ট হইল ।

একদা কিন্দি রাজ্য পরস আর হইয়া উঠিল । গানিরং দীর্ঘে এক তরুণ বয়স্ক মোগল সৈন্যপতি

কিয়াংনান্ প্রদেশান্তঃপাতী কজিগয় নগর অধিকার করণানন্তর কিন্-সজাটের সহিত, মিত্রতা করিলেন। সাপুটে অস্ত্রে কর্দুক আদিষ্ট হইয়া হোনাংনে বুদ্ধারস্ত করিলে, মৃকু সজাট 'রাজধানী রক্ষার্থে'বে সকল সেনাপতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার। সকলেই যোগল সৈন্য দ্বারা বিনষ্ট হইল। অতঃপর সাপুটে রাজধানী আক্রমণ করিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা সহকায়ে গ্রাঙ্গ অধিকার করিলেন; এবং কিন্ রাজবংশের উচ্ছেদ করত, অস্ত্রের অন্তঃসত্ত্বমে চতুর্দশ লক্ষ নাগবিকের প্রাণ রক্ষা করিলেন। এই দুববস্তার পর দ্বুর্ভগা সজাট চারিশত সৈন্য সমভিব্যাহারে দক্ষিণ-হোনাং অন্তঃপাতী জাংনিংফু নগরে প্রস্থান করিলেন। যোগলেরাও তথায় উপস্থিত হইয়া নগর বন্ধ করিল। নগরে অত্যাশ্রয় মাত্র পুরুষ থাকিতে, স্ত্রীলোকদিগকে প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল নির্বাহ করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে নগর মধ্যে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, এবং নাগরিকদিগকে নমুস্য মাংস ভক্ষণ করত জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল।

১২৬৪ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে যোগলেরা একে ক্রমান্বয়ে বুদ্ধারস্ত করে। এই সংবাদে তাহার।

পরাজিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাতে কিন-
তাতারদিগের সমুদায় উত্তমোত্তম সেনানী সৰ্কা
নিহত হইয়াছিল।

সম্রাট তর্দীয় বংশজাত চেংলিন্ নাম
এক ব্যক্তিকে রাজ্য সমর্পণ করিলেন। পর
দিবস প্রাতঃকালে অভিষেকের সময় যোগ-
নেবা বলপূর্বক নগর তোলন উদ্ঘাটন করিয়া
তন্মধ্যে প্রৱিষ্ট হইল। কুমিহ্ নামে এক
সাহসী সেনাপতি সমস্ত সৈন্য লইয়া অসাধারণ
বীৰ্য্য প্রকাশপূর্বক তাহাদেব সহিত যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন। স্ত্রু সন্মুখ রাজ্য রক্ষা করা
তৎকর নোদ করিয়া উদ্বুদ্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।
কুমিহ্ ইহা অবগন রাজ পক্ষান্ত সৈন্য সমতি-
ব্যাধানে জু-নদীতে অবগাহনপূর্বক নিমগ্ন হইয়া
মীলাসম্মরণ করিলেন। সেই দিবস নবাভিষিক্ত
চেংলিন্ সম্রাট্ও সংগ্রামে বিনষ্ট হন; এইরূপে
চীনে কিন-তাতারদিগের রাজত্ব একেবারে উৎসন্ন
হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

মোগলদের রাজ্যারম্ভাবধি তাহার
ধ্বংস পর্য্যন্ত ।

[খ্রীঃ অব্দ ১২৩৪—১৩৬৮ ।]

একগে চীন রাজ্য মোগল তাতার, ও দাক্ষিণাত্য চৈনীয়দের মধ্যে বিভক্ত হইবার উপক্রম হইতেছে । কিন্তু চৈনীয়রা এক বিষয়ে তাহাদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করাতে, তাহারা চৈনীয়দের সহিত পুনঃ সংগ্রামারম্ভ করে । মোগল রাজ অর্জে ১২৩৫ খ্রীঃ অব্দে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র কুমার কটোতান্কে ও তৎ সেনাপতি চাহেকেকে সেচুয়েন্ প্রদেশে চৈনীয়দিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন । ১২৩৬ অব্দে মোগলেরা হোঁকুয়াং প্রদেশান্তঃপাতী বহু নগর জয় করত অসংখ্য লোকের প্রাণ বধ করিল । কুমার কটোতান্ সেনা প্রদেশে প্রবেশ পূর্বক চৈনীয়দের সহিত এক ভয়ানক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । এই সংগ্রামে উভয় পক্ষের এক সৈন্য হত হইল, যে,

তাহাদের শরীর-নিঃসৃত শোণিতস্রোত তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবহমান হইয়াছিল । মোগলেরা এই যুদ্ধ জয় করত সেচুয়েন্ প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় ঈদ্রশ অত্যাচারারম্ভ করিল, যে, তাহা একান্ত অসহ্য হওয়াতে একটি নগরে চন্দ্ররিংশৎ সহস্র লোক স্বেচ্ছাক্রমে আগত্যাগ করিল । ১২৩৭ অব্দে মোগলেরা পরাজিত হইয়া যথেষ্ট আঘাত ও দণ্ড প্রাপ্ত হয় । ১২৩৮ অব্দে তাহারা কিয়াং-নান্ প্রদেশের লুচু নগর আক্রমণ করিলে, চীন সেনাপতি ঈদ্রশ শেয়া প্রকাশপূর্ব্বক অগ্নি ও শিলারুদ্ধিধারা তাহাদিগকে আহত করিলেন, যে, সমস্ত মোগল সৈন্য প্রতঙ্গন-প্রতাড়িত অশ্বদের নায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রস্থান করিল ।

১২৩৯ খ্রীঃ অব্দে মেংকং নামে এক অধি-
তীয় যুদ্ধবিশারদ চৈনীয় সেনাপতি প্রভূত বল
বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক অসভ্য মোগলদিগকে পরাভব
করিয়া ভূরি ভূরি বশোলাভ করেন । তাহার
প্রতাপভয়ে তাহারা রাজ্যমধ্যে কোন উপদ্রব
করিতে পারে নাই । কিন্তু ১২৪৬ অব্দে
তাহার মৃত্যু হইলে, সমরানল পুনরুদ্ধীপ্ত হইল ।
১২৫৫ অব্দে তাহারা সেচুয়েন্ প্রদেশে পুনঃ

প্রবেশ করে ; কিন্তু চৈনীয়রা তৎপ্রদেশান্তরে উত্তমোত্তম সৈন্য ও সেনাপতি সকল সুসজ্জিত রাখিয়াছিল, তাহারা মোগলদিগকে দূরীভূত করিল । ১২৫৯ খ্রীঃ অব্দে মোগলেরা পিকিনের পশ্চিমে ছোচু নামে এক সুদৃঢ় নগর ক্রমাগত ছয় মাস অবরোধ করিয়া রাখে ; তৎকালে তাহাদের অসংখ্য লোক বিনষ্ট হয় । প্রত্যুত তাহারা অনেক ক্লেশ করিয়াও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই । পরিশেষে মোগল সম্রাট্ মেংকো বহির্গত হইয়া চীন সেনাপতি ভুরিবিক্রম ভাংকিয়েনের সহিত যুদ্ধে প্রহৃত হইলেন । অনন্তর ঘোরতর সংগ্রামের পর মোগল সম্রাট্ বহুতর সৈন্যের সহিত রণশায়াগ শয়ন করিলেন । মোগলেরা ইচ্ছা করতঃ প্রত্যুত হইয়া সেদী প্রদেশাভিমুখে পলায়ন করিল ।

মেংকোর মৃত্যুর পর হুগিলে বা কুরে খাঁ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, দক্ষিণ চীন রাজ্যের রাজধানীর আশ্রিত্বেরে ডুচাংকু নগর অবরোধ করিলেন । ইহাতে চীন সম্রাট্ ভয়াভিভূত হইয়া অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, এবং কেহিট নামক সেনাপতিক তাহাদের অগ্রণী করিয়া নগর রক্ষার্থে প্রেরণ

করিলেন। কিন্তু চীন সেনাপতি সাতিশয় ভীক, ও যুদ্ধকৌশলানভিজ্ঞ ছিলেন, এতদ্বিধকন নগর রক্ষণে সানর্থ্যহীন হইয়া চীন সম্রাটের অজ্ঞাতসারে মোগলদিগের সহিত এক অপমানজনক সন্ধি স্থাপন করিলেন।

অতঃপর মোগলেরা যৎকালে দিবাদ বি-
মদাদ হুটে নিরস্ত হইয়া কুশলে কালযাপন
করিতেছে, এমন সময়ে কেছিট অকস্মাৎ তাহা-
দিগকে আক্রমণপূর্বক তাহাদের বহু সৈন্য বিনষ্ট
করিলেন। পরে তিনি সম্রাটের নিকট সন্ধির বিষয়
গোপন রাখিয়া, ঐ যে কতিপয় মোগল সৈন্য
বিনষ্ট করিয়াছেন তৎ সংবাদ প্রেরণ করিলেন।
তখন চৈনীয়দের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে,
মোগলেরা সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়াছে। এক্ষণে
চীন রাজ্য যে স্বায় অধঃপতিত হইবে তাহার
স্বত্রপাত হইল। কেছিট কেহনিয়ে সন্ধি স্থাপন
করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিপালনার্থ মোগলরাজ
১২৬০ খ্রীঃ অব্দে চৈনীয়দের নিকট এক দূত
প্রেরণ করেন; কেছিট ঐ দূতকে মান্‌কিনের
নিকট এক স্থানে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন;
এবং কিসে এই ব্যাপার চীন সম্রাট নিহৎ ও

মোগলরাজ ছপিলের নিকট গুপ্ত থাকে তখন
নাতিশয় সতর্ক রহিলেন ।

ঈদ্রুশ আচরণে সনরানল প্রস্থলিত না হওয়াই
অসম্ভব । ১২৭১ খ্রীঃ অব্দে মোগলেরা
সিচু প্রদেশান্তঃপাতি সিয়ান্যাং ও কাঞ্চিং
নগরদ্বয় আক্রমণ করিল, কিন্তু তাহাদের আচীর
সমূহের দৃঢ়তা প্রযুক্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে
পারিল না । ছপিলে পশ্চিমাঞ্চল হইতে কতিপয়
স্থনিপুণ শিল্পকার আনিয়নপূর্বক তাহাদিগকে
ব্রহ্মহুং প্রস্তর নিক্ষেপের যন্ত্রসকল নির্মাণ করিতে
আদেশ করিলেন । তাহার অতির কাল মধ্যেই
সমূহ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া কাঞ্চিং নগরের নিকট
সমিবেশিত করিল । পরে মোগলেরা সেই যন্ত্র-
দ্বারা ব্রহ্মহুং প্রস্তর নিক্ষেপপূর্বক নগরের আচীর
সকল নিপাতিত করিয়া, ১২৭৩ অব্দে নগর অধিকার
করিল । কলতঃ এই সময়ে এক চীন সেনাপতি
এক শত সৈন্য লইয়া ঈদ্রুশ সাহস পূর্বক তাহাদের
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যে, তিনি অত্যন্তকাল
যথোই তাহাদের বহুল সৈন্য নিহত করেন ; তৎ-
কালে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ এতাদিক শিথিলার্ত
হইয়া পড়ে, সে, অলাভাব প্রযুক্ত তাহাদিগকে

মানব শোণিত পান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে
হইয়াছিল। অতঃপর চৈনীয়রা বাটীসমূহে অগ্নি-
প্রদানপূর্বক তাহা দক্ষ করিয়া পরিশেষে সকলেই
য য় হস্তে মিহন্যমান হইল। এই প্রকারে
ফাঞ্চিং নগর মোগলদের অধীনস্থ হয় ।

১২৭৪ খ্রীঃ অব্দে পিয়েন্ নামে এক বীর্য-
বান যোদ্ধা মোগল সৈন্যের অগ্রণীর পদে অধি-
রূঢ় হইয়া, কিয়াং নদী উদ্ভূত হওত ভূচাংকু নগর
স্বাক্রমণ ও অধিকার করিলেন। পরে তিনি তদীয়
নৈন্যাগণের অত্যাচার দমনপূর্বক, চৈনীয়দের ঈর্ষা
আদরণীয় হইলেন, যে, তাঁহার আত্মসমাজেই বহুল
নগর তাঁহার অধীনস্থ হইল। ইতোমধ্যে সেই
বিশ্বাসঘাতক কেছিট পিয়েনের বিপক্ষে প্রেরিত
হইয়া তৎকর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। পিয়েন্
নান্‌কিন্ অধিকার করিয়া দক্ষিণ চীন রাজ্যের
রাজধানী হাংচুফু নগরাভিমুখে গমন করিলেন।
চৈনীয়রা সন্ধি স্থাপনের প্রসঙ্গ করিল, কিন্তু তিনি
তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন রাজা উপায়ান্তর
না দেখিয়া তদীয় শত্রুপুত্রের সহিত স্বয়ং পিয়ে-
নের হস্তে সর্পিত হইলেন; পিয়েন্ তৎকালে
তাঁহা দ্বিগকে ছাণিলেন নিকট প্রেরণ করিলেন।

রাজ্যী এইরূপ অধীনতা স্বীকার করিয়াও সমরানল নির্মাণ করিতে পারিলেন না । কতিপয় বীর পুরুষ একত্র হইয়া তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন : এবং তাঁহারা টোঙ্গুং নামক রাজ্যীর নয়বর্ষ বয়স্ক এক পুত্রকে সিংহাসনোপনিষ্ট করিলেন । টোঙ্গুং অধিককাল রাজত্ব করিতে পারিলেন না, কারণ ছপিলে তাঁহার বিপক্ষে সৈন্য প্রেরণ করিলে, তিনি কুয়াণ্টং প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক দ্বীপে পলায়ন করিয়া, ১২৭৮ খ্রীঃ অব্দে তথায় একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রাণ ত্যাগ করিলেন ।

তাঁহার মৃত্যুর পর য়ান্কারিংগং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা টেপিংকে অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজ্যাভিষিক্ত করিল । টেপিং মিলক্ষ সৈন্য, ও বহু সময় পোতের অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মোগলদের যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হইলেন ; এবং তিনি তাহাদের হস্তে নিপতিত হন, এমন সময়ে এক জন বীরপুরুষ তাঁহাকে ধারণ করিয়া সমুদ্রে সঙ্কপ্রদানদ্বারা নিমগ্ন হইলেন ; এবং তৎপক্ষাৎ কতিপয় য়ান্কারিং সমুদ্র স্রোত প্রবাহের দ্বীপ বন্য, এবং অপর্যাপ্ত অনেক লোক

সর্বসম্মত প্রাপ্ত এক লক্ষ প্রাণী সমুদ্রে অবগাহন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল । এই প্রকারে ১২৮০ খ্রীঃ অব্দে চৈনীয় রাজবংশ নিঃশেষিত হইলে ইয়েন্ নামক মোগল-রাজবংশ আরম্ভ হইল ।

মোগলেরা সাতিশয় অসত্য ও নিষ্ঠুর স্বভাব ছিল বটে, কিন্তু মোগল-রাজ হুণিলে এ প্রকার দুশৃঙ্খলে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, যে, চৈনীয়রা আপনাদের সম্রাটে বশিত হইয়াও সাতিশয় মনুষ্ট রহিল । তিনি চৈনীয়দের প্রাচীন রীতি নীতি ও ব্যবস্থা প্রাণালীর প্রচার করিয়া এবং তাহাদের বিদ্যান ব্যক্তিবর্গের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া সাতিশয় সমাদর লাভ করিয়াছিলেন । হুণিলে তাহার অসত্য মূৰ্খ মোগল-প্রজাদিগকে চৈনীয়দের সহিত তুলনা করিয়া মহা লজ্জিত হইতেন । সাতিশয় নৈপুণ্যসহকারে অস্ত্র-শস্ত্র সঞ্চালনে ও সমরযুদ্ধসমূহে শাসনেই মোগলদের সমুদয় বিদ্যা বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা ছিল । তাহার কণ-বালা শিল্প-বিদ্যা, দর্শন-শাস্ত্র, বিজ্ঞান-শাস্ত্র প্রভৃতি কিছুই অজ্ঞানিত না । হুণিলে এই সকলের উন্নতি করিয়া সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । তিনি চৈনীর লিখিত গ্রন্থ উদ্ভাৱিত হইয়া যে

হোয়াংহো নদীর উৎপত্তি স্থান পূর্বের চৈনীয়দের অজ্ঞাত ছিল, তাহা অন্বেষণার্থ তৎকাল সিদ্ধি কতিপয় গণিতশাস্ত্রাধ্যাপককে প্রেরণ করিলেন । চারিমাসের পর তাঁহারা উক্ত নদী যে স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে, তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার এক মানচিত্র প্রস্তুত করত সম্রাটকে তাহা প্রদান করিলেন । সেই বৎসর ছপিলের আদেশানুসারে জ্যোতিঃশাস্ত্রের এক গ্রন্থ রচিত হয় । " ১২৮২ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজ্যের সমস্ত বিদ্বান ব্যক্তিগণকে চৈনীয় সাহিত্যের অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক তাহার উন্নতি সাধনার্থ দেশে দেশে প্রেরণ করিলেন ।

তিনি চীন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া প্রথমে সেন্সী প্রদেশের রাজধানী টেয়েন্ফু নগরে অধিবাস করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরে তিনি সুবিবেচনা করিয়াই পিকিনে তদীয় রাজধানী স্থাপন করেন । পরন্তু তথায় গতিনি গমন করিয়া প্রবণ করিলেন, যে, যে সকল নৌকাযারা দক্ষিণ প্রদেশের রাজস্ব আনীত, ও বাণিজ্যকার্যাদি নির্বাহ হইত, একগণে তাহারা ন্যূনতম পথ দিয়া গমনাগমন করিতে সর্বদা যত্ন সহ্য করিতে নিষেধিত ও অসম্মত হইতে হইত । তখন তিনি একদা এক আতি বৃহৎ

ও সুদূরবাহী পরিখা খনন করিয়া দেন, বাহা একাল পর্যন্ত . পর্যটকদিগের বিষয়োৎপাদন করে ।
 ছপিলে তদীয় রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে জাপান্
 স্বীপপুঞ্জ, টংকিন্, ও কোর্চীন রাজ্য জয় করিতে এক
 লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাদের
 প্রায় সকলেই পোত ভঙ্গ ঘটয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।
 অনন্তর তিনি পঞ্চদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া,
 অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাল কবলিত হইলে
 তাহার পৌত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন ।

এই ইয়েন্ বংশোদ্ভূত সম্রাটগণ ১৩৬৭ খ্রীঃ অব্দ
 পর্যন্ত চীনে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন ; নাণ্টি
 নামক উক্ত বংশীয় সর্বশেষ সম্রাট চু নামক এক
 চৈনীয় বীরপুরুষদ্বারা রাজ্যচ্যুত হইলে, ঐ বংশ
 ক্ষয় হয় । ইহার পূর্বাধি মোগল তাতারেরা
 ঐশ্বর্যমুখ সম্রাটে কালান্তিপাত করাতে সাতিশত
 হানবর্ষ হইয়াছিল ; এবং চৈনীয়রা তাহাদের
 অধীনতা স্বীকারপূর্বক অশেষ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াও
 ক্রমে ক্রমে প্রভূত বলশালী হইয়া উঠিয়াছিল ।

উক্ত চু অতি সামান্য বংশোদ্ভূত ছিলেন । তিনি
 ১৩৫৫ অব্দে কোন কোশলে কতিপয় সৈন্য
 সমুৎপাদিত করিয়া, ক্রমশঃ টেঙ্গিং, নান্‌কিন্, টুচু,

ও উচু প্রভৃতি কতকগুলি নগর জয় করিলেন । এই সময়ে তাঁহাকে চেমুলিয়াং নামে এক ব্যক্তির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হয় । চেমুলিয়াং এক অধিতীয় সাহসী মোগল ছিলেন ; কিন্তু চুও কোন অংশে হান ছিলেন না, তিনিও এক লক্ষ সৈন্যের অধিপতি ছিলেন । মোগল সেনাপতি কতিপয় সময়পোত সুসজ্জিত করিয়া চুর রণতরি সকল আক্রমণ করিলে, তিনি মোগলদিগের পোতসকল ছিন্ন ভিন্ন করত সমুদয় দক্ষ করিলেন । অতঃপর চু মোগলদিগকে অশেষ যুদ্ধে জয় করিয়া, পরিশেষে চেমুলিয়াংকে বধ, ও তাঁহার পুত্রকে কারাবদ্ধ করিলেন । তখন মোগলেরা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল ।

১৩৬৪ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে চুর সেনাপতিগণ তাঁহাকে সম্রাট-পদ গ্রহণে আদেশ করিলে, তিনি তাহাতে সন্মত না হইয়া প্রথমতঃ উদ্দেশ্যের রাজপদ গ্রহণ করিলেন । অনন্তর তিনি বেজুয়ারি নামে স্থানি প্রদেশের রাজ্য-বাসী কুচাংকু নগর অধিকার করেন ; তথায় তিনি রাজ্যের কল্যাণের আশা পূরক দীন হীনের হুঃখ বোধন, বিদ্যার্থীর উৎসাহ প্রদান, এবং পত্র

পক্ষীয় লোকদিগকে বিশেষরূপে দমন করিলেন । এইরূপ 'বিচক্ষণতা' ও সদাচারিতা দ্বারা তিনি অসংখ্য দেশ জয় করেন ; এবং চৈনীয়রা তাঁহাকে 'ঐশ্বর্য সমূহ সদগুণ সম্পন্ন দর্শনে তাঁহার বশবর্তী হইয়া,' তাঁহার ও তাঁহার রাজ্যের যথেষ্ট সম্মান ও গুণকীর্তন করিয়াছিল ।

এত কাল সাণ্টি চুর বিপক্ষে কোনরূপ উদ্যোগ করেন নাই, কেবল রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল বিদ্রোহী তদ্বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, তাহাদের দমনের নিমিত্ত সেনাসকলকে নিযুক্ত করিতে বিব্রত ছিলেন । চু ১৩৬৮ খ্রীঃ অব্দের প্রথম দিবসে নান্‌কিন্‌ নগরে সম্রাট পদাভিষিক্ত হইলেন । অনন্তর চুর সৈন্যগণ হোনান্ ও টংকুয়ান্ জয় করত পিচিলী প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া সাণ্টির সেনাপতিগণকে বিনষ্ট করিল, ও রাজধানী আক্রমণের উপক্রম করিতে লাগিল । তথায় তাহারা উপস্থিত হইবা মাত্র মোগল সম্রাট সপরিবারে চৈনীয় আঁচীর অতিক্রমপূর্বক প্রস্থান করিলেন ; এবং তৎসহিত ইয়েন্ নামক বিংশতিতম রাজবংশেরও শেষ হইল ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০০০০—

মিং বংশারস্তাবধি তৎপরবর্তী ছিন্ বংশীয়
কায়াকিং সাম্রাজ্যের রাজত্বাবসান
পর্যন্ত।

[খ্রীঃ অব্দ ১৩৬৮—১৮২১।]

১৩৬৮ খ্রীঃ অব্দে চু, হংতু অথবা টেতু উপাধি
গ্রহণপূর্বক, একবিংশতিতম বংশ স্থাপন করিলেন।
তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইলে, চৈনীয়রা সাতিশয়
হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল; কারণ প্রথমতঃ
তিনি চীনবংশোদ্ভূত, দ্বিতীয়তঃ তিনি যাদুশ
মূরদর্শী, বিচক্ষণ, ও ধার্মিক ছিলেন, তাহাতে যে
চৈনীয়রা তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া
পরমাপ্যগ্নিত হইবে, তাহার বৈচিত্র্য কি। ১৩৮৭
খ্রীঃ অব্দে চুর রাজত্বের উনোবিংশ বর্ষে
জাংলাধিপ তিমুলেন্ কোন কার্যোপলক্ষে চুর
দিকট দূতপ্রেরণ করেন। বিজয়চুর ও তাঁহার
কমিলার উত্তরাধিকারির রাজত্ব কালীন রাজ্য
হইত। শাসিত ও শাসিত হইরাছিল। ১৮২১

ক্রমে রাজ্যের শান্তি বিনাশ ঘটয়া সর্বদাই মহা মহা বিদ্রোহপন্থিত হয় । সেই সময়ে চৈনীয়রা আবার তাতারগণকর্তৃক পুনঃ পুনঃ পরিপীড়িত হইতে লাগিল । অতঃপর যে প্রকারে এই বংশ ধ্বংস হয় তাহা পরে বর্ণিত হইবে ।

এই মিং বংশোদ্ভূত দশম সম্রাট হায়ছিং যৎ-কালে চীনে রাজত্ব করিতেছেন, সেই সময়ে ১৪৯৭ খ্রীঃ অব্দে নাবিকাগণ্য বিখ্যাত ভাস্কো ডি গামা উদ্ভ্রমণা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ পূর্বক ভারতবর্ষে উদ্ভীর্ণ হন; এবং সেই কালাবধি ইউরোপীয় অর্থাৎ যাত্রীগণ চীনে আগমন করিতে আরম্ভ করে । তুহুং নামক একাদশ সম্রাটের রাজত্ব কালীন পোর্টগীজধিকৃত গোয়ার শাসন কর্তা লপেজ্ ডি সজা ১৫১৭ অব্দে টমাস্ পেরেরাকে আট খানি পোত সমভিব্যাহারে দ্রুত স্বরূপে চীনে প্রেরণ করেন । পেরেরা পিকিনে কারাবদ্ধ হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিলেন । লপেজ্ ডি সজা সেই বৎসরই তুহুংয়ের সহিত অনেক কমে কোশলে এক সন্ধি স্থাপন করেন । ইউরোপীয় জাতি সমূহের মধ্যে পোর্টগীজরাই সর্ব প্রথম চৈনীর বন্দর সকলে গত্যাত করে । কিন্তু তাহার অত্যাচার

দ্বারা পুনঃ পুনঃ চৈনীয়দিগকে পরিত্যক্ত করিতে। ইহারা একবার তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দেয়। পরে কিয়দ্দিন গতে তাহারা যে এক অনপেক্ষিত সুযোগদ্বারা চৈনীয়দের সহিত পুনর্মিলিতালাভ করে, তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে।

যৎকালে জাপানের সহিত চীনের "ঘোর যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে ১৫৬৩ খ্রীঃ অব্দে মিং বংশীয় দ্বাদশ সম্রাট্ সিঙ্ঘের রাজত্ব কালীন চাংসিটৌ নামক একজন পরাক্রান্ত অর্গদদম্বা মেকেয়ো অধিকার করিয়া কাণ্টন অবরোধ করিয়াছিল। চৈনীয়রা তাহার বেগধারণে অক্ষম হইয়া পোর্টুগীজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তাহারা চাংসিটৌর যুদ্ধ-পোতসকল আক্রমণপূর্বক মেকেয়ো পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ভাবমান হইল; এবং অনতিবিলম্বেই তাহাকে ধারণ করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনপূর্বক, চৈনীয়দের আশঙ্কা দূরীকরণ করিল। চৈনীয়রা পোর্টুগীজদের ঐ মহৎকার্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগকে মেকেয়ো দ্বীপ সম্প্রদান করিলে, তাহারা তথায় সমূহ নগরাদি নিৰ্ম্মাণ পূর্বক বসবাস করিতে লাগিল। এক্ষণে তাহারা ক্রমশঃ প্রভূত বদশালী হইয়াছে।

এই বংশীয় চতুর্দশ সম্রাট্ সিঙ্গ্‌জের রাজত্ব-
কালীন ১৬০৭ অব্দে ওলন্দাজরা প্রথম মেকেয়োতে
পদার্পণ করে ।

মিঃ বংশ ১৬৪৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল ।
হোয়েছং নামক সর্বশেষ সম্রাট্ ১৬২৮ খ্রীঃ
অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন । ইনি মাতিশয়
দর্শন-শাস্ত্র প্রিয় ছিলেন, এবং তিনি খ্রীষ্টিয়ান-
দিগকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন । তিনি আপনাকে
এক দিকে তাতারদিগের সহিত, অপর দিকে
ভিন্ন প্রদেশীয় বিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত
দেখিয়া, তদীয় সেনাপতি ইয়েন্কে তাতারদিগের
সহিত সন্ধি স্থাপনার্থ তাতারে প্রেরণ করিলেন ।
সেনাপতি ঈর্ষ্য অপমান জনক সন্ধি স্থাপনে
প্রবৃত্ত হইল, যে, সম্রাট্ তাহা গ্রহণ করিয়া অতীব
বিরক্ত হইলেন । ইয়েন্ তাঁহাকে তদ্বিষয়ে সম্মত
করণার্থ তাঁহার সর্ব প্রধান সেনাপতি মভেন্সংকে
বিষপান দ্বারা বিনষ্ট করিল । অনন্তর তাতারেরা
পিকিন অবরোধ করিল । অনেক অনিষ্টসাধন করে ;
কিন্তু অল্পকাল পরেই তাহারা স্বদেশে প্রত্যিগমন
করিল ।

হোয়েছং সম্রাটের বষ্ঠ বৎসরস্বাক্ষর কালীন ১৬৩৪ খ্রীঃ অন্ধে-কাণ্ডেন ওয়েডেল্ নামক এক জম্ব ব্রিটিস্ পোতাধক্ষ প্রথম যেকয়ে। দ্বীপে উদ্ভীর্ণ হইলেন। পরে কিয়দ্দিনানন্তর তিনি কতিপয় তদীয় বিচক্ষণ কর্মচারিকে কাণ্টনে প্রেরণ করিলে, তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া সাতিশয় সমাদরে অভ্যর্থিত হইল ; এবং একাল পর্যন্ত চৈনীয়দের সহিত ইংরাজদের যে গতিবিধি রহিয়াছে, ঐ সময়ে তাহারও সূত্রপাত হইল ।

১৬৩৬ খ্রীঃ অন্ধে পূর্বোক্ত বিজ্রোহিগণ লি ও চাং সেনাপতিদ্বয়ের অধীনে বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে। উক্ত সেনাপতি দ্বয় তাহাদের সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া, চাং পশ্চিম প্রদেশ, এবং লি পূর্ব প্রদেশ সকল অধিকার করিল। সম্রাটের সেনাপতি কতিপয় সৈন্য সামন্ত সমভি-
বাহারে তাহাদের বিপক্ষে প্রেরিত হইয়া এই বিবেচনা করিলেন, যে, হোয়াংহো নদীর সমস্ত বাধ ভগ্ন করত জলধাবন ঘটাইয়া বিজ্রোহি-
দিল্লকে একেবারে বিমর্ষ করাই প্রেরণঃ; কিন্তু
সুতরাংবশতঃ তাহারা পূর্বপ্রদেশে প্রস্থান

করিলে, এদিকে সমস্ত দেশ প্রাণিত হইয়া ত্রিলক্ষ নাগরিকের প্রাণ হত্যা হইল ।

এই দুর্ঘটনার পর লি সেন্দী ও হোনাং প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া মান্দারিন্ সকলকে বধ করিলেন ; এবং সামান্য লোকদিগের প্রতি অনু-গ্রহ প্রকাশ পুরস্কার এতদিক প্রতিপন্ন হইয়া উঠিলেন, যে, তিনি সম্রাট্ পদ গ্রহণে অভিলাষ করেন । অনন্তর তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে একত্র করিয়া রাজধান্যাভিমুখে গমন করিলেন । ইতিপূর্বে তিনি তথায় কতিপয় ছদ্মবেশী দূত প্রেরণ করিয়া ছিলেন, তাহারা নগরের তোরণসকল উদ্ধাটন করিলে লি ত্রিলক্ষ সৈন্য লইয়া সিংহনাদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । সম্রাট্ বিবেচনা করিলেন যে, জীবদ্দশায় শত্রু হস্তে নিপতিত হইয়া কারাবদ্ধ হওয়াপেক্ষা প্রাণ ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর, এই নিমিত্ত তিনি তদীয় প্রেমাল্পদ রাজ্ঞী ও রাজকন্যা সর্গভব্যাহারে স্বীয় উদ্যানের এক পার্শ্বে প্রস্থান করিলেন । প্রথমে রাজ্ঞী এক বৃক্ষে রোদন নির্ম্মিত দ্রুত বন্ধুবন্ধন পূর্বক তাহাতে গ্রীবারুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, পরে সম্রাট্ রাজধানী রাজকন্যার শিরশ্ছেদন

করিয়া, স্বয়ং তদীয় রাজত্বের সমুদয়, ও বয়ঃক্রমের ষট্‌ত্রিংশতম বর্ষে অন্য এক রূপে উদ্বুদ্ধনে প্রাণ-
ত্যাগ করিলেন। তৎপরে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী,
এবং অন্যান্য স্ত্রী ও কক্ষকীগণ সকলেই তাঁহার
হৃষ্টান্তানুগামী হইল। এই প্রকারে চীন সম্রাট-
গণের রাজ্যাধিকার নিঃশেষিত হইলে, তাতারেরা
রাজ্য পুনরাক্রমণপূর্বক যে সাম্রাজ্যারম্ভ করিল,
তাহা একালপর্যন্ত দীর্ঘমান রহিয়াছে।

বহু দিবস পরে চীন সম্রাটের মৃতদেহ প্রকাশিত
হইল। প্রধান বিদ্রোহী লি সম্রাটের ছই
পুত্র, ও অবশিষ্ট অসাত্যবর্গের মস্তকচ্ছেদন
পূর্বক সমস্ত রাজ্য অধিকার করিলেন। উক্ত
নামক চীনরাজবংশীর এক সাহসী সেনাপতি
লির অধীনতা স্বীকার না করিয়া, তাঁহার যথেষ্ট
প্রতিরোধ জন্মাইলেন; এবং আপনাকে তাহার
প্রতিযোগির অনুপযুক্ত দেখিয়া, তিনি মাঝু তাতার-
দিগকে সমাহ্বান পূর্বক তাহাদের সাহায্য গ্রহণ
করিলেন। তাতার রাজ ছংটি তৎক্ষণাৎ অষ্ট-
সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন।
ইহা শুনিয়া সেই রাজ্যকায়ুক লি শিকিমে এবিট
হইয়া রাজ্যালয় দগ্ধ করত তাহা লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর

ধনৈশ্বর্য অপহরণপূর্বক এক দিকে গলায়ন করিল।
তৎপরে তাহার কি হইল, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।
তাতার রাজ বৃত্যশস্ত্র হইলে তদীয় পুত্র মাঞ্চি
অচিরকাল মধ্যেই সাধারণ সম্মতিক্রমে চীন
রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন।

মাঞ্চি হিন্ নামক দ্বাবিংশতিতম বংশ স্থাপন
পূর্বক উকাজ্জেকে সেন্সী প্রদেশের অধীশ্বর করিয়া
রাজদ্বারস্থ করিলেন। উকাজ্জের তাহাতে তাতার-
দিগকে সমাহ্বানরূপ মহাদোষ জন্য অনুতাপ
নিবারণ হইল না। তিনি সর্বদাই কহিতেন, যে,
“শৃগালদিগকে দুরীভূত করণার্থ সিংহসমূহ
নিযুক্ত করিয়া কি দুষ্কর্মই করিলাম”। ১৬৭৪ খ্রীঃ
অঙ্গে তিনি মাঞ্চুদের বিপক্ষে অনেক লোক
সংগ্রহ করেন; কিন্তু সৈন্যগণ বিশ্বাসঘাতন
পূর্বক একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে,
তিনি অনতিবিলম্বেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন।
তাঁহার পুত্র হংহোয়া তাতারদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ
করিয়া অবশেষে এতাদিক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া
পড়িল যে, তাহা নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে, সে
আত্মহত্যার দ্বারা জীবন সম্বরণ করিল।

এই সময়ে তাতারেরা নানা প্রদেশ হইতে বহু প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হয় । দুই জন চৈনীয় ভূপাল ভিন্ন সময়ে সম্রাট-পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাতারেরা তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাঁহাদিগের বিনাশ সাধন করে । ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দে চীন রাজ্যের অষ্টাদশ প্রদেশই ঈহুশ সম্পূর্ণরূপে তাতারদিগের বশীভূত হইল, যে, সাক্ষর উত্তরাধিকারী কাজি সম্রাট তদীয় জন্ম-ভূমি সন্দর্শনাভিলাষে চীন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাতারে গমন করিলে, রাজ্য একরূপ রাজকতা-বহাভেও স্বল্প শূন্য, বিদ্রোহ শূন্য, ও সমর শূন্য হইয়া রহিল । তিনি মণ্ডিত সহস্র সৈন্য হইয়া কতিপয় বৎসর কেবল যুগয়া করিতে করিতেই স্বদেশে গমন করেন । কাজি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ; এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারে ঈহুশ উৎসাহ প্রদান করিতেন, যে, ১৬৯২ অব্দে তিনি একরূপ এক রাজ্য বিস্তার করেন, যে, তাহার ভয়ে অনেককে উক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । কিন্তু, সে বাহা হউক, ইতিপূর্বে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিপক্ষে যে সকল নিয়মাবলি সংস্থাপিত ছিল, ১৭১৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি তাহার পুনরুদ্ধার করেন ; এবং যে

সকল রোমান্‌ক্যাথোলিক্ মতাবলম্বী জেমুট্ মিসনরি দ্বারা তথায় খ্রীষ্টধর্মের প্রচার হইত, এক্ষণে তাহাদের সমস্ত প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইল। মান্দারিংগন সম্রাটকে ঐ ধর্মে আসক্ত দেখিয়া সর্বদা তাহার নিন্দা ও অপবাদ করিত, তজ্জন্যই তাহার এইরূপ মত পরিবর্তন ঘটে। তিনি ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুগ্রস্ত হইলে তদীয় পুত্র যক্ষিং রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মিসনরিদিগকে কেবল নিরুৎসাহ প্রদানে ক্ষান্ত হইন নাই, তন্মতাবলম্বী সকলকেই সাতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছিলেন। তিনি রাজদ্বারস্ত করিয়াই জেমুট্দিগকে কাণ্টনে বহিস্কৃত করিয়া দেন; এবং তথা হইতেও তাহারা ১৭৩২ অব্দে কাণ্টনের দক্ষিণে যেকেরো স্থীপে প্রতাড়িত হইয়াছিল। যক্ষিংয়ের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে, অর্থাৎ ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দে, ফরাসি পোতাধক্ষ ভেলেয়ার প্রথম কাণ্টনে উত্তীর্ণ হন।

১৭৩১ খ্রীঃ অব্দে চীনের উত্তর প্রদেশে এমন এক ভয়ানক ভূমিকম্প ঘটে যে, তাহাতে পিকিং প্রায় এক লক্ষ লোকের প্রাণ হত্যা হয়, এবং তাহার পার্শ্বস্থিত দেশেও তদপেক্ষা অধিকতর লোক বিনষ্ট হয়। সেই সময়ে সম্রাট তাহার প্রমদ-

কাননে কালযোগন করিতেছিলেন। একদা তিনি তদীয় উদ্যানস্থিত সরোবরে নৌকা করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে সেই ভূমিকম্প আরম্ভ হইল, এবং অনতিবিলম্বেই তৎসমক্ষে রাজভবন অধঃপতিত হইল। ইহা দেখিয়া তিনি সাতিশয় ভয়বিহ্বল হওত ম্যন্তজানু হইয়া কৃতাক্ষলিপুটে ঈশ্বরের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কহিলেন, যে, তাঁহার রাজ্যাশাসন বিষয়ে কোন গুরুতর ত্রুটি বা অন্যায় হওয়াতেই ঈশ্বরের কোপে এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে ; অনন্তর, যে সকল লোকের অনিষ্টপাত হইয়াছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ ধনদান দ্বারা তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিলেন।

১৭৩৬ খ্রীঃ অব্দে যক্ষিং লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র কিয়েন্লিং সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। ইনি বাল্যকালাবধি বিদ্যানুশীলনেই কালযোগন করাতে জটিল রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই, কলতঃ তাঁহার সরলস্বভাব, শুণগ্রাহিতা, বদানাতা, ও সঙ্গদর্শিতা প্রভৃতি সদগুণসমূহে প্রজ্ঞামণ বশেষে বসীভূত হইয়াছিল। ১৭৪৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি

মিসনরিদের বিপক্ষে হুতন নিয়মসকল স্থাপিত করেন; কিন্তু তাহীদের মধ্যে অদ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্র-পারদর্শী ছই এক জনকে পিকিনে বাস করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন ।

১৭৫৩ অব্দে ইলুথ তাতারেরা আর্মোরাসানা নামক এক পরাক্রান্ত বীরপুরুষকে সেনাপতি-পদে বরণ করত সম্রাট বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হইয়া মহাযুদ্ধ আরম্ভ করে; কিন্তু তাহারা চীনসৈন্য দ্বারা পরাজিত হইলে, আর্মোরাসানা সাইবীরিয়ায় প্রস্থান করত তথায় প্রাণত্যাগ করিলেন । ১৭৭০ অব্দে পঞ্চাশত্, টাণৌথ-তাতার-গোষ্ঠী রুসিয়া রাজ্য হইতে চীনরাজ্যের সুলতান প্রবণ করত, তথায় উপনীত হইয়া বসবাস করিতে লাগিল । ইহা শুনিয়া সম্রাট এতাদিক সন্তুষ্ট হইলেন যে, সেই ব্যাপার চিরস্মরণীয় করণার্থ, তিনি এক স্তম্ভ নির্মাণপূর্বক তৎকালে সেই বিষয়ক প্রসঙ্গ চারি ভিন্ন ভাষায় খোদিত করিলেন । কিয়নুলিৎ রাজ্যের বহুল জীনাধন করিয়া বান । চীনের পশ্চিমাংশে যে সকল মুসলমান বাস করিত, ১৭৮৩ অব্দে তাহারা এক ভয়ানক রাজদ্রোহ উপস্থিত করে । সম্রাট তদীয় রণদুর্ভেদ চৈনীয়

চমুচয় দ্বারা তাহাদিগকে পরাজিত ও নির্বাসিত করিলেন বটে, কিন্তু যে দুই একজন গুপ্ত ভাবে ছিল, তাহার ক্রমশঃ বিদ্রোহ রুদ্ধ করিয়া সম্রাটকে রাজপদচ্যুত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। সম্রাট তাহা অবগত হইয়া সমস্ত বিদ্রোহির প্রাণ বিনষ্ট পূর্বক শান্তি লাভ করেন। ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে এক আমরিক অর্ণবপোত প্রথম চীনে উপস্থিত হয়। ১৭৮৮ অব্দে চীনে এক জলপ্লাবন হয়, কিয়েন্‌লিং তাহা হইতে অতি কষ্টে পরিজ্ঞান পাইয়াছিলেন। *

১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডাধীশ্বর চীনসম্রাটের সহিত বন্ধুত্ব আনিগত্য স্থাপন করিয়া তত্রাজ্যের সহিত বাণিজ্য প্রচলিত করণাশয়ে, মহানুভব লর্ড্‌ মেকার্টনিকে বহু লোক সমভিব্যাহারে তদীয় দূত স্বরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া সম্রাট কর্তৃক বথোচিত অভ্যর্থিত ও সমাদৃত হইলেন বটে, কিন্তু বহুবিধ কারণ নিবন্ধন তিনি তদীয় অভিপ্রেত নিজের কোন সুপ্রার্থ করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ, ইংরাজদের প্রতি চৈনীয়দের সাতিশয় সন্দেহ জন্মিয়াছিল ; দ্বিতীয়তঃ, লর্ড্‌ মেকার্টনি চীনের প্রধানসারে

সম্রাট্কে প্রথমসন্দর্শন সময়ে প্রণিপাত করেন নাই ; তৃতীয়তঃ, যে অবধি চীনে ইউরোপীয়দের দ্বারা জাকোবিন্ মত প্রচারিত হয়, তদবধি তাহাদের প্রতি চৈনীয়দের অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিয়াছিল ; চতুর্থতঃ সম্রাটের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে হইলে, অগ্রে তাঁহাপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাবান্ যে হুচংটঃ, অর্থাৎ রাজমন্ত্রী সহিত আলাপ করিতে হয়, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছিলেন । এই সকল কারণ সম্বন্ধে যে তাঁহার অতীষ্ট সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতা জন্মিবে তাহার বৈচিত্র্য কি । ফলতঃ ঐ সকল কারণ যথার্থ হউক বা না হউক, ইংরাজদের কার্যসিদ্ধি না হইবার এই এক প্রধান কারণ, যে, চৈনীয়রা সাতিশয় অহঙ্কৃত, অতীব সন্দিক্ত, ও নিতান্ত বৈদেশিক বিদ্বেষ্ট । ওলন্দাজরাও একবার চীনে এইরূপ দৌত্যকৰ্ম্মে গমন করে ; কিন্তু তাহারা তাহাদের অতীষ্ট সিদ্ধির মধ্যার্থ সুগুণ অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারে নাই ।

অনন্তর কিরেন্স্‌লিং বক্তি বৎসর কাল সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া ১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দে তদীয় চতুর্বিংশৎ বর্ষ বয়োবিশিষ্ট সম্রাটপুত্র কার্য্যকিংকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন । বৃদ্ধ সম্রাটের চরিত্র-

ত্রের বিষয় পর্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয়, যে, তাঁহার চিন্তা-প্রাসাদ প্রভূত বিদ্যালোক-সম্পন্ন, অন্তঃকরণ অনুকম্পাবিশিষ্ট, বুদ্ধি নির্মল ও তীক্ষ্ণ, এবং প্রকৃতি অতীব শান্ত ছিল। ১৮০০ অব্দে তাতারেরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া, সৈন্য সামন্ত লইয়া চীন আক্রমণ করিল; এবং তাহাদের কুমন্ত্রণায় চৈনীয়দের মধ্যে ঘোরতর রাজদ্রোহ উপস্থিত হইল। কিন্তু অমিততেজা কায়াকিং সমস্ত তাতারদিগকে নিহত করিয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন। ১৮০৪ অব্দে চীনের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে আর এক ভয়ানক বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়। তদ্রত্যা লোকসমূহ এই এক ভবিষ্যদ্বাক্য দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়াছিল, যে, এই বৎসরের মধ্যেই তাতার রাজবংশ ধ্বংস হইবে। কায়াকিং বাণরুদ্ধি দ্বারা ঐ বিদ্রোহানল নির্বাণ করিলেন। তদনন্তর তিনি মিসনরিদিগকে তাঁহার রাজধানীর ত্রিংশৎ কোশ দূরে কোন এক স্থানে বাস করিতে আদেশ করিলেন। কথিত আছে, যে তৎকালে কতিপয় সহস্র বালক বাপ্টাইজিত হইয়াছিল। ১৮৩৫ অব্দে সেচুয়েন্ প্রদেশে অত্যাচারিত একটি মিসনরি সন্ন্যাসী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

কিন্তু ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি পুনর্বার অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল । পিকিনে রোমান-কাথোলিকমতাবলম্বী এক জন মিসনরি মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্কারাবদ্ধ থাকেন । এই সময়ে মার্ জর্জ ঈগটন্, কান্টনস্থ ইংরাজী কুটী সম্বন্ধীয় পিয়ার্সন্ নামক এক বৈদ্যের সাহায্যে, চীনে গো-বীজে টিকা প্রদানের প্রথা প্রচলিত করেন । উক্ত ভেষক তদ্বিষয়ক যে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন, ঈগটন্ তাহা চৈনীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া সর্বত্র বিতরণ করেন । এই গ্রন্থ খানিই চীনে সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয় ।

১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে অক্টোবর মাসে কান্টন্ নিবাসী ইংরাজদিগের সহিত চৈনীয়দের এক ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয় । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিবাসী এক সম্বন্ধীয় এক নাবিক লণ্ডনাবাসীরা এক চৈনীয়ের প্রাণ বধ করে । ইহা চীন সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ইংরাজদিগের অধ্যক্ষকে কহিলেন, যে, চীনের রাজনিয়মানুসারে, হয় সেই হস্তাকে, নতুবা তৎপরিবর্তে অন্য এক জন নাবিককে ঐ হস্তা দোষের যথাযোগ্য দণ্ড গ্রহণার্থ তাঁহার বিচারালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে । কিন্তু

সেই হস্তা একরূপে লুকাইত হইল, যে, কেহই তাহার অন্বেষণ পাইল না; এবং যে সকল নাবিক এই ব্যাপার স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছিল, তাহারাও তাহা স্বীকার করিল না; ইহাতে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। পুরস্কৃত কালক্রমে ঐ বিবাদ নির্বাপিত হইয়া গেল। এই ব্যাপার সম্বন্ধে পাদ্রি রুড্রিগো, এবং সমরপোতাধ্যক্ষ ডুকুরির সহিত চৈনীয়দের তুয়ুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে চৈনীয়রা রুড্রিগোকে কারাবদ্ধ করে। পরে অনেক কষ্টে তিনি কারামুক্ত হন। সেই অবধি প্রধান চৈনীয় মান্দারিন্দিগের ইংরাজদের প্রতি বন্ধমূল-কুসংস্কার ও বিদ্বেষ জন্মিয়াছে।

এই সময়ে সমুদ্রোপকূলে কতিপয় কৃতপরাক্রম অর্ধবদম্বার দৌরাত্ম্য ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠে। ১৬১০ খ্রীঃ অব্দে প্রায় ৪,০০০ দম্ব্য একত্র হইয়া কাণ্টনের বন্দরে অবরুদ্ধ করিয়াছিল।

অনন্তর কারাকিং, রাজ্যের যে সকল প্রচলিত ব্যবহারাবলিতে অসম্ভ্যতার, ও যুক্তি বৈপরীত্যের বেশ মাত্র অবলোকন করিলেন, তৎসমুদায় প্রধান মন্ত্রীর সহিত স্বতর্ক করিয়া পরিবর্তন করিলেন।

পরে তিনি ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র টৌকুয়াং রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন ।

নবম পরিচ্ছেদ ।



টৌকুয়াংয়ের রাজত্বাবধি বর্তমান কাল
পর্যন্ত ।

[খ্রীঃ অব্দ ১৮২১—১৮৬৪] ।

টৌকুয়াং সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ইউরোপ-প্রস্তুত ব্যবহারোপযোগী যন্ত্র ও শিল্প কর্মাদি চীনে প্রচার করিলেন । তিনি সাতিশয় বিচক্ষণ হইয়াও, ইউরোপীয় জাতিদিগের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন ।

ইউরোপ নিবাসী অপরাপর অর্ধব-প্রিয় জাতি অপেক্ষা ইংরাজদিগের চীনে গতিবিধি অনেক বিলম্বে আশ্রিত হয় । পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে একখানি ইংরাজী পোত প্রথম কান্টনে উপস্থিত হয় ; তদবধি দ্বিশত বৎসর পর্যন্ত

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সমস্ত বাণিজ্যের একাধিপত্য
 সম্ভোগ করিতেছিলেন । ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ
 পার্লামেন্ট হইতে এই এক রাজাজ্ঞা উপস্থিত
 হইল, যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর চীনের
 সহিত বাণিজ্য করিতে পারিবেন না ; কেবল চীন
 নিবাসী ব্রিটিশ প্রজাসমূহদ্বারা ই তাহার নিকাহ
 হইবে । পরে ১৮৩৪ অব্দে কান্টনস্থ ইংরাজদের
 প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের প্রতি এই অনুমতি
 প্রেরিত হইল যে, তাঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-
 নির পোতসমূহকে চীন গমনে নিবারণ করিবেন ;
 এবং ইংলণ্ড হইতে এক জন রাজ-কর্মচারী
 চীনে উপনীত হইয়া ব্রিটিশ বাণিজ্য পর্যবেক্ষণ
 করিবেন ।

১৮৩৪ অব্দের জুলাই মাসের পঞ্চদশ
 দিবসে উইলিয়াম জন্ লড্ নেপিয়ান নামক
 রাজকীয় পোতাশ্রয়ী, অর্থাৎ রয়াল নেবির এক
 জন অধ্যক্ষ কমিসনরূপে মেকোয়া দ্বীপে সর্ব
 প্রথম উপনীত হন । তিনি বহুতর যত্ন এবং
 বেশ স্বীকার করিয়াও তদীয় প্রভু হইলেন, ও
 কান্টনের চৈনীয় শাসনকর্তাদের সহিত আশুগতা
 করিতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । ততঃপর

তিনি বিফল চেষ্টায় একান্ত ক্লান্ত হইয়া অক্টোবর মাসের একাদশ দিবসে উক্ত স্বীপেই প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে ষাঁহারা উক্ত পদাতিবিন্ধু হইয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা নির্বিশেষে বাণিজ্য নির্বাহ করিয়া যান।

কাণ্ডেন্ এলিয়ট্ সাহেব প্রধান কমিসনর পদ প্রাপ্ত হইয়া বহু যত্নেও চৈনীয়দের সহিত সখ্য বিধান করিতে পারেন নাই। চারি বৎসর কাল পর্যন্ত বাণিজ্য কার্য বিশৃঙ্খলে সমাধা হইয়াছিল। সেই সময়ে টৌকুয়াং এক নিয়ম স্থাপন করিলেন, যে, চীনে আর অহিকেন আনীত হইবে না; কারণ, তাহা ভ্রুণে চৈনীয়রা যত বুদ্ধিব্রট হউক না হউক, তদ্বারা যে তদীয় রাজ্যের অর্থ ক্রমশঃ নিঃশেষিত হইতেছে, তজ্জন্য তিনি সাতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে লিন্ নামে এক জন চৈনীয় কমিসনর সজাটের অনুমত্যানুসারে কাণ্টনে উপস্থিত হইয়া, যে স্থানে যত অহিকেন ছিল তৎ সমস্ত বিনষ্ট করিলেন, এবং ১৮৪০ অব্দের জানুয়ারি মাসে রাজাদেশে ইংরাজদিগের বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করিলেন।

এই দুঃখজনক ব্যাপার নিরাকারার্থ ইংলণ্ড হইতে বহু সমরপোত প্রেরিত হইলে, তাহারা কাণ্টন নদীতে প্রবিষ্ট হইয়া মহা যুদ্ধারম্ভ করিল । পরে ইংরাজরা কাণ্টন পরিত্যাগ করিয়া কিম্বিৎ উত্তরে গমনপূর্বক পূর্বসাগরান্তর্ভূর্ত্তী কুজান্ দ্বীপ আক্রমণ পুরঃসর তাহা অধিকার করিল । কাণ্টন এলিয়ট্ আরো উত্তরে গমন করিয়া পীতসাগর দিয়া পীহো নদীতে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং রাজ-মন্ত্রী কিসেনের সহিত কথোপকথনপূর্বক এক সন্ধি স্থাপন করিয়া, ১৮৪১ অব্দের জানুয়ারি মাসে তৎসমভিব্যাহারে কাণ্টনে আগমন করিলেন । যে সকল নিয়মে উক্ত সন্ধি স্থাপিত হয়, এলিয়ট্ ইংরাজদিগকে তাহা অবগত করিলেন ; যথা, কুজান্ দ্বীপের পরিবর্তে হংকং দ্বীপ ইংরাজদিগকে সমর্পিত হইবে ; সম্রাট্ যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় সাধনার্থ তাহাদিগকে ‘মিউনিসিপ্যাল’ প্রদান করিবেন ; দশ দিবসের মধ্যে বাণিজ্য পুনরারম্ভ হইবে ; এবং দুই রাজ্যের সহিত পরস্পর বিশেষ গতিবিধি প্রচলিত থাকিবে । জানুয়ারি মাসের ষোল্লবিংশ দিনে ইংরাজরা হংকং দ্বীপ অধিকার করিল । কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসের একাদশ দিবসে শিকিন্

হইতে এক রাজীজ্ঞা উপস্থিত হইল, তদ্বারা কিসেন্ পদচ্যুত হইলেন, এবং তৎস্থাপিত সন্ধিও অগ্রাহ হইল । ইহা শ্রবণ করিয়া ইংরাজরা অনতিবিলম্বেই পুনর্যুদ্ধে প্ররুদ্ধ হইয়া তাহাদের দুর্জয় সমর-পোতসমূহদ্বারা চৈনীয় বোগ্‌ দুর্গ সকল অধিকৃত করিল । এই যুদ্ধে চৈনীয়দের ৪৫৯ কামান নষ্ট হয়, এবং তাহাদের সমর-পোতাধ্যক্ষ কোয়ান্ নিহত হন । তদনন্তর ইংরাজরা কান্টনে সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে উপনীত হইলে, চৈনীয়রা তথায় যুদ্ধ নিবারণার্থ যষ্টি লক্ষ ডালর প্রদানে সম্মত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিল, এবং তৎপরে বাণিজ্য পুনরারম্ভ হইল ।

অগাধ মাসের দশম দিবসে মার্ হেন্‌রি পট্টিঞ্জর্ কমিসনর্ পদ প্রাপ্ত হওত কান্টনে উত্তীর্ণ হইয়া, তত্রত্য শাসনকর্তাকে কহিলেন, যে, 'মদবধি তিনি তদীয় দুর্গসমূহ সৈন্য সামন্তে সুসজ্জিত, নিয়মিত বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা প্রদান; ও ইউরোপীয় কুঠীস্থ বণিকদিগকে বিরক্ত না করিবেন, মদবধি উক্ত সন্ধি অলঙ্ঘ্য থাকিবে ।

একদা বাণিজ্য কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে লাগিল । এদিকে মেজর্ জেনারল্ মার্ হিউজ্

গাউ ৩,৫০০ সৈনিক পুরুষ, এবং সমরপোতাধ্যক্ষ সার্ উইলিয়েম্ পার্কার কতিগয় যুদ্ধ জাহাজ লইয়া একত্রে উত্তরে রণযাত্রায় গমন করিলেন। তাহার কতিগয় মাসের মধ্যেই আর্ময়, কুজান্ ঘীগ, চিন্হে, নিংপো, ও চাপু প্রভৃতি জয় করিয়া চৈনীয়দের বহু ক্ষতি সাধন করিলেন। এতদ্ব্যবধে সম্রাট্ সাতিশয় ভীত হইয়া; ইংরাজদিগকে সম্মুখে বিনাশ করিতে, ও অতীব সতর্কতার সহিত দৃঢ়-রূপে রাজ্যরক্ষা করিতে মান্দারিন্দিগকে আদেশ করিলেন।

১৮৪২ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে ইংরাজরা ইয়াংছি-কিয়াং নদীতে প্রবিক্ত হওত, অসংখ্য লোক নিহত করিয়া, উমাং, সাংহে, ও মিন্‌কিয়াং অধিকার করিল। এপ্রেল্ মাসের অষ্টম দিবসে তাহার নান্‌কিন্ নগর আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে করাতে, সম্রাট্ তদীর কমিসনর কিইংকে তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে তথায় প্রেরণ করিলেন। উক্ত মাসের ঊনত্রিশতম দিবসে নান্‌কিনের সম্মুখে কন্‌ওয়ালিস্ নামক পোডোমরি, ব্রিটিশ্ সেকীর সার্ হেন্‌ পট্‌স্‌ এবং সম্রাট্ সেকীর কিইং, ইলিপু, ও মিন্‌কিন্ প্রভৃতিস্বারা ইংরাজদিগের

ন্যায্য দাওয়াস্বাধিক নিয়মে এক সন্ধি স্থাপিত হইল । এই সন্ধির প্রধান ২ নিয়মসকল মিলে বর্ণিত হইতেছে ; বধা, ইংরাজদের সহিত আর বিবাদ না হইয়া চিরস্থায়ী বন্ধুতার সংস্থান হইবে ; সম্রাট্ আগত চারি বৎসরের মধ্যে এক-বিংশতি লক্ষ ডালর প্রদান করিবেন ; কান্টন, আময়, ফুচু, নিংপো, ও সাংহে নগরে বৈদেশিকগণ বাণিজ্য করিতে পারিবে ; এবং হংকং দ্বীপ ইংলণ্ডেশ্বরী ও তাহার উত্তরাধিকারিগণকে সম-র্গিত হইবে । তদনন্তর ১৮৪৩ অব্দে জুন মাসে ইংরাজরা হংকং দ্বীপ অধিকার করিল ।

নান্‌কিনের ঐ সন্ধির সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমরিক ও ইউরোপীয় বণিক্‌ মণ্ডলীর চৈতন্যোদয় হইল, এবং তাহারা পূর্বাঞ্চলে আগমন করিতে সাতিশয় প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিল । বেঙ্গলিয়াস্, হলণ্ড, প্রসিয়া, স্পেন, ও পোর্টুগাল্ প্রভৃতি রাজ্য হইতে দূতগণ চীনে প্রেরিত হইয়া, কিইজের পিকিন্‌ গহনের পূর্বে তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া বাণিজ্যের বন্দোবস্ত করিল । ফ্রান্স্ ও ইউনাইটেড্‌ স্টেট্‌ হইতেও চীনে ভিন্ন ২ দূত সকল আগমন করিয়া বাণিজ্য সন্ধি স্থাপন করেন ।

সেই অবধি সমুদায় চৈনীয় কক্ষরে, বিশেষতঃ কাণ্টন ও সাংহে নগরদ্বয়ে নির্বিঘ্নে বাণিজ্য চলিতেছে । চীনের বাণিজ্যক্রম মধ্যে চা ও রেশমই সর্বপ্রধান । এই প্রকারে সমরানল ক্রমশঃ নির্ধাণ হইলে, সম্রাট্ নিশ্চিন্ত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত বিশেষ আনুগত্য ও বন্ধুতা করিয়া তাহাদের রীতিনীতি তদীয় রাজ্যে প্রচলিত করিতে সচেষ্ট হইলেন । অন্ততঃ চৌকুয়াং-সম্রাট্ উনবিংশতি বর্ষ সাম্রাজ্য সম্ভোগ পূর্বক ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাণত্যাগ করিলেন ।

এই অতি সুবিস্তীর্ণ রাজ্য মুহূর্ত্তে শাসন করা এক্ষণে দিন ২ মুকঠিন হইয়া উঠিতেছে । মাঞ্চু-তাতারেরা এক্ষণে চীনের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া চৈনীয়দের সহিত সম্মিলনেছায় একেবারে বর্জিত হইয়াছে । তাহার রাজ্যের সমস্ত প্রধান প্রধান কার্যপদ সকল আধিকার করিয়াছে । এবং সর্বত্র রাজাজ্ঞানুসারে মাঞ্চুভাষা প্রচলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে । রাজবংশীয়গণ যদিও বহুকালাবধি চীনে বাস করিতেছেন, তথাপি তাহার দেশের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার

সকল পরিত্যাগ করেন নাই । এক্ষণে তাতারগণ বিজিত চৈনীয়দের প্রতি অসহ্যবাহার এবং অতীব দ্রুণা ও অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; এবং ইহারাও তাতারদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ তান প্রকাশ করিতেছে । এই মাফু বংশীয় তাতার সম্রাটগণের রাজত্বাধীনে চৈনীয়দের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের যে বৎকিঞ্চিৎ সভ্যতা ছিল তাহাও ক্রমশঃ অবনত হইতেছে ; এবং রাজ্যের সর্বত্রই শাসনের মহা বিশৃঙ্খল ঘটিতেছে ।

মাফুবংশারম্ভাবধি সমস্ত চৈনীয়গণ একত্র হইয়া এক চৈনীয় রাজবংশ পুনঃ স্থাপন করিতে সর্বদাই চেষ্টা করিতেছিল । কতিপয় স্বদেশ-হিতৈষী চৈনীয়ের মন্ত্রণানুসারে স্থানে স্থানে অতি গোপনীয় সভাসমূহ স্থাপিত হইয়াছিল । ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে তাহারা মাফুদিগকে উচ্ছিন্ন করিতে ভীষণ বল প্রকাশপূর্বক চেষ্টা করিয়াছিলেন ; এবং ১৮০২ অব্দ পর্য্যন্ত তাহাদের কোন-রূপ দমন হয় নাই । ইহার পরও সময়ে সময়ে ঘোপ্তর বিজোহানল প্রদলিত হইত, কিন্তু উক্ত সভাস্থ লোকেরা কেবল সভ্যতা পূর্বক তাহাদের কার্যসাধন করিতেন যে, সম্রাট কোন

ক্রমেই তাঁহাদের অধ্যক্ষের অশ্বেষণ পাইতেন না । চৈনীয়রা এই সকল সভার প্রোৎসাহিনী শক্তি দ্বারা সাতিশয় উদ্ভিজ্জিত, এবং তাতারদিগের অসহ্যবহারে ও কুশাসনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া তাতার শাসন কর্তাগণের উপর ঈর্ষা জাতক্রোধ, এবং দেশীয় কুব্যবহার ও কুসংস্কার সমূহের প্রতি এতাদিক স্থণামুক্ত হইয়াছিল যে, তাহারা বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে কেবল এক মাত্র সামান্য সুযোগের অপেক্ষা করিত ।

হিন্ নামক মাঞ্চু বংশীয় ষষ্ঠ সম্রাট টৌকুয়াঙ্গের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ইংচু, হাংফু উপাধি ধারণ-পূর্বক, রাজ্যাধিকার করিলেন । ইনি সাতিশয় অবিবৈচক, হীনবুদ্ধি, ও নীচ প্রকৃতি ছিলেন । তাঁহার পিতা শেষ দশায় রাজ্যের জীর্নজি করণাশয়ে যে সকল আধুনিকবিদ্যালয়শিক্ষিত মুসভ্য ও সুবিদ্বান ব্যক্তিগণকে রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলকে পদচ্যুত করিয়া, প্রাচীন মতাবলম্বী, কুসংস্কারাবিশিষ্ট, পরিবর্তন-বিমুখ মান্দারিনদিগকে শুভ পদে নিয়োজিত করিলেন । কোন রূপ সূতন প্রথা প্রচলিতের প্রতিরোধক বা নিবেদ-সূচক রাজাজ্ঞা সর্বত্র

ঘোষিত হইল; এবং সমস্ত বৈদেশিকগণের, বিশেষতঃ ইংরাজদিগের প্রভুত্ব উচ্ছেদ করিতে উক্ত মান্দারিংগণ অতীব যত্নশীল হইলেন ।

প্রত্যুত ইহাতে চৈনীয়দের অন্তঃকরণে যে সমাজোন্মতি ও অভ্যুদয়াশা ক্রমশঃ প্রবল হইতে ছিল, তাহা, তাহারা তাতার শাসনকর্ত্তাগণের বিপক্ষে অচিরকাল মধ্যে অভ্যুথিত হওয়াতেই, লক্ষ্য প্রতীয়মান হইল । ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দের অগষ্ট মাসে কুয়াংসী প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে এক ভয়ানক বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয় । প্রথমে ঐ বিদ্রোহের কোন কারণই প্রকাশ পায় নাই । বিদ্রোহিগণ রাজ্যের অধিকাংশ জয় ও লুণ্ঠন করিয়া, তাহারা যে তাতারদিগকে নির্বাসিত ও উচ্ছিন্ন করিতে, এবং চৈনীয় কর্ম্মকারকদিগের হস্তে সমস্ত রাজস্ব ও রাজকাৰ্য্যের ভারপণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে, তদতিথায় ব্যক্ত করিল । কিন্তু তখনও যে যিং বংশোদ্ভূত কোন মহাজন রাজসিংহাসনারোহণ করিবেন, তাহার লেশমাত্রও প্রকাশ পাইল না । ১৮৫১ অব্দের মার্চ মাসে ঐ বার্তা সর্বত্র ব্যপ্ত হইল, এবং রাজ্যকামুক হুয়াবেংশী যে সীণ্টে নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তৎপদ

সমস্ত রাজ্যে প্রতিশ্রুতি হইতে লাগিল । সম্রাট তিন বৎসর কাল বহুতর চেষ্টা করিয়াও বিদ্রোহ দমন করিতে পারিলেন না । তিনি যতবার সৈন্য প্রেরণ করিলেন, ততবার তাহারা প্রত্যাগত হইত। পতঙ্গরাশির ভাঙ্গা বশেষীকৃতের ন্যায়, দুর্দর্শ অমিত-পরাক্রম বিদ্রোহিগণ কর্তৃক বিনষ্ট হইল । বিদ্রোহিগণ ক্রমেই প্রভূত বলবিক্রম ধারণপূর্বক নান্‌কিন্‌, কাঞ্চিং, ভূচাংসু প্রভৃতি ব্রহ্মগণসকল অধিকার করিয়া অসংখ্য তাতার নিহত করিল, এবং তাহাদের প্রাসাদ, দেবালয়, ও বিচারালয় প্রভৃতি নিপাতিত করিয়া সমভূমি করিল ।

তাহারা যে কেবল তাতার রাজ্য ধ্বংস করণার্থই সাতিশয় যত্নশীল হইয়াছিল, এমন নহে, তাহারা কহিত, যে, তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ হইয়াছে, বুদ্ধ ও টেও দেবের তত্ত্ব যাজকগণকে উচ্ছিন্ন করিতে, এবং তাহাদের কৃত্রিম দেবমূর্তি সকল বিনষ্ট করিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ধর্ম স্থাপন ও তাহার রীতিনীতি সমূহ সর্বত্র প্রচারিত করিতে হইবে । তদনুসারে তাহারা চীনের প্রাচীন ধর্মমত সকলের পুনরুদ্ধার করিয়া, তাহা যৌক্তিকতার ও উপদেশ সকল সম্মিলিত করিল ।

এই অভিনবধর্মমতের প্রকৃত প্রস্তাবক যে কে, তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। পূর্বে জনসাধারণ এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছিল, যে, তিনি যে হাংসীকু, সীটে, ও টেপিংবাং নামত্রে খ্যাত হন, তদ্বারা তিন জন ভিন্ন-ব্যক্তিকে বুঝাইত। কিন্তু ঐ নামত্রে যে একজনবাচক, তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতেছে; প্রথমটি তাঁহার প্রকৃত নাম, এবং অপর দুইটি তাঁহার উপাধি। ইনি কুয়াংসী প্রদেশে এক সামান্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তদ্বারা তাঁহার প্রভূত বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার নিকট মুখানিখিত পঞ্চগ্রন্থের এবং সূতন টেক্টোমেণ্টের চৈনীয় ভাষায় অনুবাদ ছিল; এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষরূপে অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাকে ঈশ্বরাদিষ্ট জান করিত। তাহার ছলপূর্বক লিখিত, যে, একদা তিনি স্বর্গীয় দূতকর্তৃক স্বর্গে ঈশ্বর সমীপে নীত হইলে, তিনি তাঁহাকে স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে নানা সমুদায়-ও মুনিতির গ্রন্থসকল প্রদান করেন; এবং তৎপরে হাংসীকু বীণা-শ্রীক্টের সহিত কঙ্গোপকল্পন করিয়া পুনর্বার সেই দূতকর্তৃক

পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হন । তিনি বাইবল হইতে সমূহ ধর্মনীতি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার স্বকৃত বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন । কি রূপে দেশ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী পূজার প্রথা উন্মূলিত হইবে, তন্নিমিত্ত তিনি সর্বদাই তদ্বিপক্ষে উপদেশ এবং বক্তৃতা প্রদান করিতেন । তিনি বাইবল অন্তর্গত দশাজ্ঞার ভূয়সী প্রকাশ্য বাদন করিতেন ; এবং কখন কখন যীশু খ্রীষ্টকে মনুষ্যের জ্ঞানকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন ।

কেহ কেহ কহেন যে, পূর্বোক্ত গুণ সত্যসমূহের উৎসাহেই এই সকল ব্যাপার সমুদ্ভূত হইয়া থাকিবে ; আবার কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, যে সকল মিসনরিগণ চীনে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচলিত করণার্থ কত শত বৎসর চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের পরামর্শেই এই সকল ঘটিয়াছে ।

এইরূপে বিদ্রোহিগণ বিবিধ প্রকারে রাজ্য লাভ করিয়া ফেলিল । সম্রাট কোন ক্রমেই তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না । এদিকে ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত যোঁর মিলাদ উপস্থিত হইল । ইতালিয়ান ক্যান্টন নদীতে এক জন ব্রিটিশ কর্মচারীর মৃত্যু এক

ইংরাজী পোতাশ্রয়ণ করে, তাহাতে ইংরাজরা সাতিশয় কুপিত হইয়া চৈনীয়দের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় । এই সংবাদ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলে তত্রত্য অধ্যক্ষগণ ১৮৫৭ অব্দে লর্ড এল্‌গিন্‌কে এই উপদেশ প্রদান পূর্বক চীনে প্রেরণ করিলেন, যে, তিনি তথায় উপনীত হইয়া, চৈনীয়দের সহিত যথেষ্ট লাভজনক এক সন্ধি স্থাপন করিবেন, এবং তাহা না হইলে সাহসপূর্বক বলবীৰ্য্য প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিবেন । তিনি চীনে উদ্ভীর্ণ হইয়া দেখিলেন ভারতবর্ষে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত । চৈনীয়দের বিপক্ষে যে সকল সৈন্য নিষোজিত হইয়াছিল, তাহাদের কিয়দংশ কলিকাতায় প্রেরিত হইল ; এবং স্বয়ং এল্‌গিন্‌কে হংকং পরিত্যাগপূর্বক লর্ড ক্যানিংয়ের সাহায্যার্থে এতদ্দেশে আগমন করিতে হইল । অনন্তর সেই বৎসরের শেষেই, তিনি চীনে প্রত্যাগমন করিয়া ইংরাজদের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, তৎপূরণার্থ চৈনীয়দের মিকট দাওয়া করিলেন । কমিসনর ইয়ে তাহা অস্বীকার করিলে, এল্‌গিন্‌ কাণ্টন আক্রমণ পূর্বক অধিকার করিলেন । তদনন্তর তিনি বেয়ন্‌ গ্রান্স নামক ক্যান্সি রাজহুতের সহিত সম্মিলিত হইয়া, এক দল স্-

সজ্জিত সৈন্য সমভিন্যাহারে পিকিংয়ের নিকটে গমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এবং পট্টহো নদীর সাগর সংগমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নদী তীরদ্বয়ে বাহসমূহ দ্বারা স্তম্ভরূপে রক্ষিত রহিয়াছে। সমরপোতাধ্যক্ষ সান্ এম্ সেকার্ এই সকল দুর্গ জয় করিলে, ব্রিটিশ সৈন্য টাঙ্কিংনে উপনীত হইল। তথায় চৈনীয় কমিননর্গণ আগমন করত ইংরাজী অধিনায়ক গণের সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং ইংরাজদের দাওয়ানুসারে সজ্জির প্রসঙ্গ করিলে, ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের ২৬ মে জুনুয়ানে তাহা টাঙ্কিংনে সংস্থাপিত হইল।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে টাঙ্কিংনের সন্ধি এক প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা। ইহা দ্বারা চীনরাজ্য মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হইয়াছে। এই সন্ধিতে যে সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্বারা ইংরাজদের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান ২ নিয়মগুলি নিম্নে প্রকটিত হইলঃ ১ম, বাণিজ্যের নিষিদ্ধ দূতন বন্দরসকল মুক্ত থাকিকে; ২য়, খ্রীষ্টধর্ম নিষিদ্ধে উপাসিত, ও চৈনীয় খ্রীষ্টিয়ানরা সুরক্ষিত হইবে; ৩য়, এক জন ব্রিটিশ কর্মাদ্যক্ষ রাজপ্রতি-

নিধি স্বরূপে পিকিনে বাস করিবেন। এক্ষণে চীনরাজ্য যে ক্রমশঃ সভ্য হইবে, তাহার উপক্রম হইয়াছে; এবং তথায় বাণ্যায় যন্ত্রাদি, ও তড়িৎ-বাহ্যাবহেরী ব্যবহারও অতি দুরায়ই প্রচলিত হইবে।

১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে চৈনীয়রা হাংকুংর অনুমতানু-সারে টাঙ্কিনের সন্ধি বিশিষ্ট করিয়া ইংরাজদিগের দিপক্ষে অভিযুক্ত হইল। ইংরাজরা ফরাসিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া সম্রাটের প্রতিপক্ষে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মার্ হোপ্‌থ্যান্ট্‌ ক্রমে চৈনীয়-দের অসংখ্য সৈন্য নিহত করিয়া টাকু দুর্গ আক্র-মণ করিলেন; তাহাতে সম্রাট্‌ মাতিশয় ভীত হইয়া অগত্যা সন্ধির প্রসঙ্গ করিলে, তাহা ১৮৬০ অব্দে এই নিয়মে পিকিনে স্থাপিত হইল, যে, নিরদৈনিক বণিকেরা যদিচ্ছাক্রমে চীনের নগর-নকলে প্রবেশিত হইয়া পণ্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে, এবং চৈনীয়রাও স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে বিদেশে গমনাগমন করিতে পাইবে। ঐ সন্ধি স্থাপনের পর ইংরাজরা চৈনীয়দের অধ্যক্ষ ইয়েকে কলিকাতায় আনিয়ন করিয়াছিল।

অনন্তর ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে অগাস্ট মাসের দ্বাবিংশ দিবসে হাংফু ত্রিংশত্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তদীয় যেহল্ নামক উদ্যানে প্রাণত্যাগ করিলেন । তৎকালে তাঁহার পুত্র ঠুংছি সাতিশয় বালক ছিলেন ; কিন্তু, সে যাহা হউক, ঠুংছি ছেচুন্ উপাধি ধারণ করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন । তিনি নাবালক বলিয়া, তাঁহার খল্লতাত যুংরাজ কং স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণপূর্বক রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতেছেন । ইনি এক জন অতি বিচক্ষণ ও সূচত্বর পুরুষ । তিনি, বিদ্রোহিদিগকে সময়ে সময়ে প্রভূত পরাক্রম ধারণ করিতে দেখিয়া, ইংরাজদিগকে তদীয় প্রণয়শীল আবেদন করত, তাহাদের সৈনিক পুরুষদ্বারা চীন সৈন্যগণকে রণশিক্ষা দিয়া থাকেন । দুই বৎসর কাল বিদ্রোহিগণ অধিক অনিষ্ট করিতে পারে নাই ।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে তাহার নান্-কিনের অভ্যন্তরে একত্র হইয়া সম্রাট্ বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হয় । সম্রাট্ তদীয় সেনাপতি ছেংক্যোচানুকে বহু সৈন্য সমভিন্যায্যে তাহাদের বিপক্ষে প্রেরণ করিলে, তিনি অতি শীঘ্র আগমন করিয়া নান্-কিন্ অপরোধ করিলেন,

এবং বিপক্ষের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । প্রায় এক পক্ষ পর্য্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ হয় ; পরিশেষে সম্রাটসৈন্য জুলাই মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে বিদ্রোহিদিগকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া নান্‌কিন্‌ অধিকার করিল । এই যুদ্ধে বিপক্ষের প্রায় এক লক্ষ লোক বিনষ্ট হয় । বিদ্রোহি-প্রধান চাং বাং পলায়ন করিলেন, কি নিহত হইলেন, তাহার নিশ্চয় হয় নাই ।

এক্ষণে আর কুত্ৰাপি বিদ্রোহ দৃষ্ট হয় না । যে নান্‌কিন্‌ নগর পূর্বে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এক্ষণে তাহা অরণ্য সমূহ হইয়াছে । যে সকল বীরপুরুষ এই সংগ্রামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সম্রাট তাঁহাদিগকে উচ্চ পদসকল প্রদান করিয়া, তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন ।

তৃতীয় প্রকরণ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

চীনের শাসনপ্রণালী ।

রাজপ্রভুত্ব ।

মহীয়শূল মধ্যে এমন কোন নৃপতি নাই, যিনি চীন সম্রাট সত্ত্বশ স্বকীয় সাম্রাজ্যোপরি অমিত পরাক্রম, ও অতুল প্রভুশক্তি বিস্তার করেন । ইঁহার ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই ; ইনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, কাহারও তত্ত্বের বিপক্ষতাচরণে সামর্থ্য হয় না । এতমিবন্ধন চীন রাজ্য বিলুপ্ত না যকতন্ত্ৰ হইয়া রহিয়াছে ।

রাজ্য সংক্রান্ত কোন কার্যই তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে সম্পাদিত হয় না । চৈনীয়রা সম্রাটকে ‘সীম্-ছাই’ অর্থাৎ স্বর্গ-পুত্র বলিয়া দেবভক্তি সহকারে তাঁহাকে পূজা করে । সমস্ত রাজ্য মধ্যে তাঁহার আজ্ঞা ঈশ্বর-প্রেরিত বোধে মুহূর্ত্তকাল

মধ্যে প্রচারিত ও প্রতিপালিত হয় । চীন রাজ্যের সংস্থাপনাবধি সম্রাটগণ এই রূপ অসীম ক্ষমতা ধারণ করিয়া আসিতেছেন ; এবং সময়ে সময়ে যে সকল রাজদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল, তদ্বারা ক্ষমতার হ্রাস না হইয়া, বরং বৃদ্ধি হওত ক্রমশঃ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে ।

সম্রাট্‌ই রাজকর্মচারিদিগকে নিযুক্ত ও বিযুক্ত করিয়া থাকেন, তৎকার্য্যে অপর কাহারও হস্তক্ষেপের ক্ষমতা নাই । ইউরোপীয় প্রধান-মন্ত্রীরূপে চীনে কোন কর্মপদ বা সম্মান পণ্য দ্রব্যের ন্যায় বিক্রীত হয় না ; বিদ্যা বা উপযুক্ত্যই সম্মান লাভের একমাত্র মূপস্থা । এই রীতানুসারে সম্রাট্‌, তাঁহার উত্তরাধিকারির নিমিত্ত, তদীয় সম্মানগণের মধ্য হইতেই হউক, অথবা তদীয় অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের মধ্য হইতেই হউক যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিতে পারেন ।

কিন্তু এই সম্রাট্‌ নির্বাচিত উত্তরাধিকারী উত্তর কালে স্বীয় চিন্তদৌরল্য, কিম্বা রাজনামের কোন রূপ অযোগ্যতা প্রদর্শন করিলে, তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত হন ; এবং অপর একজন অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর পুরুষ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন ।

চৈনীয়রা কুলীন, ও সামান্য, এই দুই পদে বিভক্ত; কলতঃ কুলীন পদ পুরুষানুক্রমিক নহে। এই পদবীহ লোকসকল মান্দারিন্ নামে খ্যাত। এই সকল মান্দারিন্ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, পণ্ডিত মান্দারিন্, ও সাংগ্রামিক মান্দারিন্। রাজ্যের শাসনসম্পর্কীয় সমুদয় কার্য উক্ত পণ্ডিত মান্দারিন্‌সমূহ দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়; এবং সাংগ্রামিক মান্দারিন্‌গণ সর্বদা সংগ্রামাদি কার্যেই বিরত থাকেন। এই সকল মান্দারিন্‌গণই সময়ে সময়ে আবশ্যকমত সম্রাটের সহিত তর্ক-বিতর্ক, ও তত্ত্বের প্রতিবাদ করিতে পারেন।

চৈনীয়রা তাহাদের রাজ্যকে একটা মূরহৎ পরিবার স্বরূপ জ্ঞান করে; এবং কহে যে, সম্রাট এই পরিবারের পতিস্বরূপ, তাঁহাকে অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন, এবং পিতৃস্নেহ সহকারে রাজ্য শাসন করা কর্তব্য। রাজপুত্র বিদ্যাভ্যাস কালীন এই সকল মূলনীতি উত্তম রূপে শিক্ষা করেন। ইহাতে কখনই প্রভীতি হইতেছে যে, ঈদৃশ সুশিক্ষিত রাজপুত্র বখন সম্রাট পদাতিবিস্তৃত হইয়া রাজ্যত্যাগ ধারণ করিবেন, তখন যে তিনি মুশৃঙ্খলে রাজ্যশাসন করিগা, তদীর প্রজাপুঞ্জের বখেই

প্রীতিভাজন হইবেন, তাহার সন্দেহ কি ? বস্তুতঃ
চীনে যতগুলি সম্রাট্ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন,
তন্মধ্যে অনেকেই সুবিদ্বান, এবং সদাচারী ছিলেন।

সৈন্য, সাংগ্রামিক শিক্ষানৈপুণ্য, সেনা
সমূহের অস্ত্র শস্ত্র, বিবিধ ছুর্গ,
ইত্যাদি।

চীনরাজ্যের সৈন্যদলের সটীক সংখ্যা বর্ণন
করা অতীব মুকঠিন। ব্যারো সাহেব কহেন,
যে, তথায় সর্বসমেত দশ লক্ষ পদাতিক, ও অষ্ট
লক্ষ অশ্বরোহী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাজ্যের উৎকৃষ্ট সেনাসকল উদীচ্য প্রদেশভ্রম
হইতেই সংগৃহীত হয়, এবং ইহারাি সর্বদা
সুসজ্জিত হইয়া স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত থাকে।
অন্যান্য প্রদেশসমূহ হইতে যে সকল সৈন্য নির্বা-
চিত হয়, তাহারা এক প্রকার মিলীসিয়া, অর্থাৎ
তাহারা সর্বদা রণ-সজ্জায় সজ্জিত না থাকিয়া
নিজ নিজ পরিবার সহ জায়গান্য প্রকার ন্যায়
বসবাস করে। ইহারা প্রত্যেকে জায়গীর স্বরূপ

এক এক নিজের স্ত্রীনি প্রাপ্ত হয়; বাহারা দারপরি-
গ্রহ করে, তাহারা কখন স্থানান্তরিত হয় না।
ইহারা কদাচিৎ সাধারণ সৈন্যদলে সম্মিলিত
হইয়া থাকে; রাজ্য মধ্যে কখন কোন ভয়ানক
বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, যখন উপযুক্ত উৎকৃষ্ট
সৈন্যগণ দ্বারা তাহার দমন না হয়, তখনই কেবল
ইহাদিগকে রণ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিদ্রোহানল
নির্বাণার্থ গমন করিতে হয়। নতুবা অন্যান্য
সময়ে তাহারা সেনা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

সৈন্যগণের পরিচ্ছদ সকল প্রদেশে সমান নয়।
অস্থারোহী সৈন্যের মস্তকে চর্মনির্মিত শিরস্ত্রাণ,
বক্ষঃস্থলে সাঁজোরা, হস্তে দীর্ঘ শূল, এবং কটি-
দেশে বৃহদসিঁদু ছুড় কটিবন্ধ ব্যবহার করে।
পদাতিক সৈন্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বর্ষা ও
খড়্গ ধারণ করে; এবং কেহ কেহ বন্দুক ও
ধনুর্বাণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

চীনে অতি পূর্বকালাবধি কামানের ব্যবহার প্রচ-
লিত আছে; কিন্তু মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহা
একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল। পরে ইউরোপীয়েরা
চীনে আগমন করিয়া তথায় কামানের ব্যবহার
পুনরুদ্ভাবিত করিয়াছেন।

চৈনীয়রা। এক্ষণে ইহাদের নিকট হইতে প্রাসাদাদি নির্মাণের আধুনিক প্রণালী অনুসারে হুপ্পবেশ্য নগর, ও দুর্ভেদ্য দুর্গসকল নির্মাণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে। দুর্গসকল অসংখ্য সৈন্যদ্বারা রক্ষিত হয় : এবং তাহারা স্থান নিচশেষে সম্মি-বেশিত হওয়াতে বিলক্ষণ দুৰ্দ্ধম্য ও সবল রহিয়াছে।

চীন রাজ্য স্বভাবতই হুপ্পবেশ্য : দক্ষিণ ও পূর্বপাশ্বে রত্নাকর রক্ষা করিতেছেন ; পশ্চিম পাশ্বে পর্বতাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত ; এবং উত্তরদিকে এক দুর্লভ্য অদ্ভুত প্রাচীর নির্মিত রহিয়াছে। এই প্রাচীর চৈনীয়দের এক অবিদ্বন্দ্ব শিল্প-কীর্তি। অধিক কি বলিব, মিসর দেশীয় পিরামিডসকলও ইহার সহিত তুলনা করিলে অতীব সামান্য বোধ হয়।

রাজ্যমধ্যে সামান্য বংশে যে সকল তাতার জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই সৈন্যদলে সম্মি-বেশিত হয়। সম্রাটকে ও প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত তাতারকে বাল্যকালাবধি অশ্বারোহণ, ধর্ম্মরাজ্য ধারণ, এবং অশি ও শূলময়ূহ সঞ্চালন করিতে শিক্ষা ক্রিয়িতে হয়।

রাজকীয় ব্যবস্থাবলী ।

চীনের রাজকীয় ব্যবস্থাসকল অতিশয় প্রাচীন ; একরূপ কিম্বদন্তী আছে, যে, তাহারা সাধারণ জন-
মানবেরও পূর্বে সংস্থাপিত হইয়াছে । চীন রাজ্য
প্রণেতা ফোহির উত্তরাধিকারী সিম্মং রাজ্যশাসনের
নিয়মসকল প্রথম প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন ;
এবং প্রসিদ্ধ ইয়াও ফোঙ্গদারি ব্যবস্থাসকল সংস্থাপ-
নের সূত্রপাত করিয়া যান । অতঃপর তৎপরবর্ত্তী
ভিন্নং বংশীয় সম্রাট্গণ রাজ্য শাসনের নূতন নূতন
নিয়মসকল সংস্থাপনে কেহ সমধিক, ও কেহবা
স্বল্প পারদর্শিতা ও বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া
গিয়াছেন ; এতন্নিবন্ধন চীনের শাসনকর্ত্তাদিগকে
এক প্রকার ব্যবস্থাপকের জাতি বলিলেও বলা
যায় । এই বিষয়ে ইউরোপের সহিত চীনের
তুলনা করিলে এই প্রতীতি হয়, যে, চীনে
কত শত শত জাষ্টিনিয়ান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,
কিন্তু ইউরোপে কেবল এক জন ।

চৈনীয়রা অধিকাংশ দেওয়ানি ব্যবস্থা সকল
আহাদের প্রাচীন নীতি গ্রহণ করিতে উদ্বৃত্ত করিয়া
নাইয়াছে ।

বিবাহ ব্যাপকরের নিয়ম সকল অতীব বিস্তীর্ণ ।
চৈনীয়রা একটা মাত্র স্ত্রীকে ব্যবস্থানুসারে বিবাহ
করিতে পারে; কিন্তু সেই স্ত্রী পতির সহিত
সমবংশোদ্ভূত না হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় না ।
তদ্ভিন্ন চৈনীয়রা অনেক উপস্ত্রী গ্রহণ করিতে
পারে । এই সকল উপস্ত্রী উক্ত প্রণালী স্ত্রীর
অধীনে থাকিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য ও ভক্তি
করে; এবং তাহাদের সম্মান সম্মতিসকল
তাঁহারই সম্মান বলিয়া বিবেচিত হয় ।

কি পতিহীন, কি পত্নীহীন, উভয়ই পুনর্বার
বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু এই পুনর্বিবাহের সময়ে
তাহাদিগকে অধিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়
না । পুত্রবর্তী বিধবায় উপর কাহারও কর্তৃত্ব করি-
বার ক্ষমতা নাই, তিনি যথেষ্ট স্বৈচ্ছাচারিণী; কিন্তু
পুত্রবিহীনা বিধবাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি নাই ।

চৈনীয়রা স্ত্রীর ভ্রষ্টাচারিত্বে, সাতিশয় অবাধ্যতায়,
বজ্রাস্ত্রে, কোন পৈতৃক রোগ সত্ত্বে, কিম্বা পরম্পর
প্রীতিভঙ্গে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে । স্ত্রী
যদি স্বামিকে প্ররিত্যাগ পূর্বক, পরিবার হইতে
প্রস্থান করে, তাহা হইলে স্বামী তন্নামে অভিযোগ
করিলে, স্ত্রীর দণ্ড বিধান হয়; এবং তদনধি স্বামী

তাহাকে আর স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করেন না, ক্রীতদাসীর ন্যায় তাহার প্রতি ব্যবহার করেন ।

স্বামী বিনাকারণে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে দণ্ডনীয় হন ; এবং তিনি যদি তিন বৎসর কাল স্ত্রী-বিরহিত হইয়া কালযাপন করেন, তাহা হইলে সেই স্ত্রী মান্দারিন্গণকে তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত করিয়া, অন্য এক স্বামী গ্রহণ করিতে পারে ।

যদি কোন বুঢ়াপুরুষের সহিত কোন স্ত্রীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া, পরস্পর উপঢৌকনাদি প্রদান ও গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই স্ত্রী পত্যস্তর গ্রহণ করিতে পারে না ; যদি করে, তাহা হইলে রাজনিয়মানুসারে সে উদ্ধাহক্রিয়া বৃথা ও নিষ্ফল হয় ।

পণ্ডিত মান্দারিন্গণ তাঁহাদের শাসনাধীন প্রদেশীয় কোন কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন না ; যদি করেন, তাহা হইলে সে বিবাহ নিষ্ফল হয়, ও তাঁহারা দণ্ড প্রাপ্ত হন ।

প্রত্যেক বাটীর কর্তাকে তদীয় পুত্র কলত্রাদির চরিত্রের নিমিত্ত দায়ী হইতে হয় । পিতার মৃত্যু পর্যন্ত পুত্র নাবালক থাকে । মাতার দান-পত্র পরিবার ক্ষমতা নাই । রাজনিয়মানুসারে ধনাধ্য-

পুত্র গ্রহণের অধীমতি আছে । সন্তানেরা পিতার বিষয়াধিকারী হয় বটে, কিন্তু তাঁহার নাম সন্ত্রুমা-
দির অধিকারী হইতে পারে না ।

চীনে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত
আছে ; পরন্তু স্বামী কেবল তাঁহার সেবার নিমিত্তই
উহাদের উপর প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে পারেন ।
কৃষকগণ কখন চাষের সময় রাজকর প্রদানের
নিমিত্ত কষ্ট প্রাপ্ত হয় না ।

চীনের দেওয়ানি ব্যবস্থা সকল এই প্রকার ।
ফৌজদারি বিচারালয়ের অধ্যক্ষগণ মাতিশয় দীর্ঘ-
মুত্র ; অল্পকাল মধ্যে তাঁহারা বিচার নিষ্পত্তি
করেন না । ফলতঃ ইহাতে এই এক উপকার
দর্শে, যে, তদ্বারা নিরপরাধী ব্যক্তি মিথ্যাপবাদিত
হইয়া বিচারালয়ে আনীত হইলে, সে পরিত্রাণ
পাইতে পারে ; কারণ সময় সত্যকে প্রকাশ
করিয়া দেন ।

প্রত্যেক অপরাধী ব্যক্তি পাঁচ ছয়টি বিচার
সভায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হয় ; এবং
বিচারপতিগণ কেবল অপরাধির পরীক্ষা লইয়া
ক্ষান্ত হন না, বাদী ও সাক্ষীগণকেও ওয় তল্ল
করিয়া পরীক্ষা করেন ।

চৈনীয় কারাগার সকল নিতান্ত অন্ধকূপ সম্বন্ধ নহে, তাহার যথেষ্ট বিস্তীর্ণ ও পরিষ্কার : এবং তথায় আহার নিদ্রার বিলক্ষণ সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারাগারসমূহের পর্য্যবেক্ষণ, ও বন্দীব্যূহের তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত এক জন মান্দারিন্ নিযুক্ত আছেন।

অপরাধির দোষানুসারে দণ্ডবিধান হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে লঘু দোষে গুরুদণ্ডও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সকল দণ্ডের মধ্যে অপরাধির পদতলে প্রহার করা রূপ দণ্ডই সর্বাপেক্ষা লঘু-তর; ইহা স্থল দোষ সংশোধনার্থই ব্যবহৃত হয়। ইহাতে যে ব্যক্তির ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা এক গাছা পাতলা বাথারী, তাহার অধোভাগ প্রশস্ত, এবং অগ্রভাগ মার্জিত।

কাষ্ঠ-গলাসী রূপ এক প্রকার দণ্ডের ব্যবহার আছে, তাহা সাতিশয় ক্লেশদায়ক। এই গলাসী ছুইখানি কাষ্ঠ কলকে প্রস্তুত হয়। ইহাদের প্রত্যেকের এক ধারের মধ্যভাগ এক্রণে ছেদিত, যে, সেই দিকে ছুই খানি একত্র করিলে ঈদৃশ এক ছিদ্র হয়, যে, তাহাতে ময়ূষ্যের গলদেশ সংস্থাপনোপযোগী যথেষ্ট স্থান থাকে। ঐ কলকল্প

অপরাধির স্বক্ৰমে স্থিত হইয়া, এরূপে সংযো-
জিত হয় যে, সে ব্যক্তি পদদ্বয় অবলোকন ও মুখ
দেশে হস্ত প্রদান করিতে পারে না। তখন
অপর লোকের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং আহার
করবার সামর্থ্য থাকেনা। এই গলাসী স্বক্কে করিয়া
শয়ন করা, ও তাহার ভারপ্রযুক্ত অধিকক্ষণ দণ্ডায়-
মান থাকা যায় না। ইহা অপরাধ বিশেষে
পঞ্চবিংশতি সের অবধি একশত সের পর্য্যন্ত গুরু
হয় ; এবং অপরাধিকে অহর্নিশ এই ভার বহন
করিতে হয়। দম্ভ্যুস্তি, শান্তিভঙ্গ, কোন পরিবারের
বিরক্তি সাধন, জুয়া খেলন ইত্যাদির পক্ষে এই
শাস্তির স্থায়িত্ব তিন মাস।

অপর যে সকল অপরাধ নরহত্যাপেক্ষা লঘুতর,
তাহা তাতার দেশে বহিষ্করণ, রাজকীয় পোত
সমূহ বহন, জ্বলনোত্তপ্ত লৌহ দ্বারা গণ্ডদেশ
অঙ্কিত করণ ইত্যাদি দ্বারা দণ্ডিত হইয়া থাকে।

যদি কেহ স্বীয় পিতৃব্যের মিথ্যাপবাদ ঘোষণা
করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি স্বাস বন্ধ দ্বারা হত
হয় ; আর যথার্থ অপবাদ করিলে বাখারী দ্বারা
শতাঘাত প্রাপ্ত হয়, এবং তিন বৎসরের নির্মিত্ত
নির্ধারিত হয়।

পরদার রূপ মহাপাপের দণ্ড অতীব গুরুতর। এই অপরাধব্দের মধ্যে সম্পর্কের নৈকট্য ও আস্তর্যানুসারে তাহার শাস্তি প্রাপ্ত হয়।

গুরুজনের প্রতি কর্তব্য কর্মানুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে, বাখারী দ্বারা শতাঘাতে রূপ তাহার দণ্ড নিরূপিত আছে। তাঁহাদের প্রতি দুর্ভাষা প্রয়োগ করিলে, শ্বাসবদ্ধ দ্বারা অপরাধের প্রাণবধ হয়; তাঁহাদের প্রতি হস্তোদ্ধোলন করিলে, মস্তকচ্ছেদিত হয়; এবং আঘাত অথবা অঙ্গহীন করিলে, অগ্ন্যুত্তপ্ত রক্তবর্ণ সন্দংশিকা দ্বারা অপরাধের মাংস সকল অস্থি হইতে বিভক্ত, ও তাহার সমস্ত শরীর সহস্র খণ্ডে ছেদিত হইয়া থাকে।

সমাধি মন্দির পবিত্র বলিয়া তদ্রক্ষার্থ বহুল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

কোন ব্যক্তি কলহ করিতে করিতে দৈবাৎ তাহার বিপক্ষের প্রাণহত্যা করিলে, সে শ্বাস রোধ দ্বারা হত হইয়া থাকে। প্রথমে চারি পাঁচ হস্ত দীর্ঘ একগাছা কাঁদম্বুক্ত গুল্ম আনীত হইয়া অপরাধের গলদেশে স্থাপিত হয়; পরে বিচারালয় সম্বন্ধীয় দুই জন লোক সেই গুল্ম ভিন্ন ভিন্ন দিকে বল

পূর্বক আকর্ষণ করত অকস্মাৎ তাহা পরিত্যাগ করে ; এবং কিঞ্চিৎ পরে পুনর্বার সেই রূপ করিলেই কার্য শেষ হয় ।

চীনের কোন কোন প্রদেশে এই ব্যাপার এক প্রকার ধনুদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে । অপরাধী ক্রিতিন্যস্ত জানু হইয়া উপবিষ্ট হইলে, তাহার গলদেশে ঐ ধনুগুণ দ্বারা আকৃষ্ট হয় ; এবং ধনুর স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা তাহা ছড়রূপে বিমর্দিত হইলে, শ্বাস রোধ ঘটিয়া তাহার প্রাণত্যাগ হয় ।

চৈনীয়রা মস্তকচ্ছেদনরূপ দণ্ডকে সাতিশয় অপমানজনক জ্ঞান করে । যে সকল নরহন্তা হননেচ্ছায় একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে, এবং নরহত্যা তুল্য দোষে দোষী এমন দুরাশ্বারা এই দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

অপরাধিকে সহস্রখণ্ডে ছেদন করা, চীন ব্যতীত অন্যত্রো দৃষ্ট হয় না । বিস্মোহি প্রজা ও পিতৃহত্যা ব্যক্তিবর্গই এই বিষম দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে । প্রথমতঃ, অপরাধী এক স্তম্ভে আবদ্ধ হইলে, জলাদ একখান সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা তাহার মস্তকের ত্বক্ ছাড়াইয়া চক্ষুদ্বয় পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে ; তৎপরে তাহার সর্ব শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন

করিতে থাকে ; এবং যদবধি ঐশ্ব্যাতক ক্লান্ত না হয়, তদবধি সে এই ভয়ঙ্কর কার্য্য হইতে নিরস্ত হয় না ।

চীনে অপরাধিগণ সামান্য সামান্য দৌষে যে-রূপ নিদারুণ শাস্তিসকল প্রাপ্ত হয়, এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । কারাবদ্ধ করা একেবারে দণ্ড বলিয়াই বিবেচিত হয় না ; যদবধি বিচারপতি অপরাধির প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচার না করেন, তদবধি তাহাকে কারাবদ্ধ থাকিতে হয় ।

কেহ কাহারও রক্তপাত করিলে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হয় । ডাইন, ও হননেছায় বিষপ্রয়োক্তাদিগের প্রতি বধ-দণ্ডের বিধান হইয়া থাকে । সাতিশয় মুরাপায়ী, *ও কলহেপ্সু লোকসকলও সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হয় ।

রাজ-অতিকূলাচারী, ও বড়যন্ত্রকারী ব্যক্তিগণ তাহাদের সৃষ্টিগণকে প্রকাশ করণার্থ যাদৃশ ছঃসহ বিষম যন্ত্রণাসকল প্রাপ্ত হয়, তাহা ব্যক্ত করা ছঃসাধ্য ।

অবলাগণ নরহত্যা অথবা ব্যভিচার দোষে দ্বিষিত না হইলে, কখনই কারাবদ্ধ হয় না ।

চীনে জুরিয়ার কৌজদারি বিচারালয়ের বিচার

হয় না, বিচারপতি দ্বারাই তাহা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । সম্রাটের অনুমতি ব্যতিরেকে অপরাধির প্রাণদণ্ড হয় না ; তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু সর্বদা তাহা করেন না । বধদণ্ডোপযুক্ত অপরাধী যদি কোন প্রাচীন বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়, তাহা হইলে সে রাজনিয়ম অথবা দেশীয় ব্যবহারানুসারে প্রাণদান পায় ।

কারারক্ষক বন্দিগণের প্রতি অত্যাচার বা হুমস ব্যবহার করিলে ; কোন সামান্য বিচারপতি অপরাধির প্রতি নিয়মের অতিরিক্ত দণ্ডের বিধান করিলে ; কোন প্রধান বিচারপতি চলিত নিয়মসমূহের কাঠিন্য হ্রাস করণার্থ ক্ষমতা প্রকাশ করিলে, তাঁহারা সকলেই সাতিশয় গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; এবং তাঁহাদের দণ্ডের মধ্যে পদচ্যুতরূপ দণ্ডই সর্বাধিক লঘুতর ।

নগর রক্ষার্থ শাসন ।

চীনের প্রত্যেক নগর ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত । প্রত্যেক অংশেই এক এক জন কর্তৃ-

চারী নিযুক্ত আছে ; সেই স্থানে কোনরূপ
 বিদ্রোপস্থিত হইলে, তাঁহাকে তাহার দায়ী হইতে
 হয় । কোন অবিহিতাচার ঘটিলে যথাযোগ্য
 তদ্বানুসন্ধানপূর্বক তাহার প্রতিকার করা, অথবা
 মান্দারিন শাসনকর্তাদিগকে তাহা অবগত করা,
 এই সকল বিষয়ে তাঁহার অনবধানতা সপ্রমাণ
 হইলে, তিনি দণ্ডনীয় হন ।

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, প্রত্যেক বাটীর কর্তাকে
 তদীয় সমুদায় ও পরিচারকবর্গের চরিত্রের
 নিমিত্ত দায়ী হইতে হয় ; কারণ প্রাণদান ও প্রাণ-
 দণ্ড ব্যতিরেকে তাহাদের উপর তাঁহার অপর
 সর্বপ্রকার প্রভুত্ব প্রকাশের ক্ষমতা আছে !

ডাকাইতি ও হুহুদাহ সময়ে সকল প্রতিবাসি-
 কেই পরস্পরকে যথাসাধ্য সাহায্য ও আশ্রয়
 প্রদান করিতে হয় ।

প্রত্যেক নগরের চতুঃপাশ্বে সমূহ তোরণ নির্মিত
 আছে । রাজপথ সকল অতিশয় প্রশস্ত ; দক্ষিণ
 ও উত্তর প্রদেশের পথ সকল প্রস্তর মণ্ডিত । যে
 সমস্ত উচ্চ পদযাত্রী রাজ্যের এক পাশ্ব হইতে অন্য
 পাশ্বে গমনাগমন করা যায়, তাহার প্রায় সকল
 স্থানেই সমতল । ইহাদের পার্শ্বদ্বয়ে প্রভূত

পূর্ণ-পূর্ণ অত্যুচ্চ পাদপশ্বেণী সন্নিবেশিত আছে । শীত বাতাতপের আতিশয্য হইতে পান্থদিগের পরিব্রাজনের নিমিত্ত পথিমধ্যে স্থানে স্থানে চাঁদনী নির্মিত আছে । প্রধান প্রধান মার্গে অসংখ্য সুবিস্তীর্ণ পান্থ নিবাস ছুষ্টিগোচর হয় ; কিন্তু তথায় খাদ্য দ্রব্যের সাতিশয় অপ্রতুল । চীনে যান বাহনাদির সাতিশয় সুবিধা ; পদযাত্রাকেরা দ্রব্য সামগ্রী স্থানান্তর করিতে "অণুমাত্রও কষ্ট প্রাপ্ত হয় না ।

রজনী আগত। হইলে রাজপথ সকল অবরুদ্ধ হয় । নিশি ভ্রমণ নিষারণ জন্য স্থানে স্থানে প্রহরী সকল নিযুক্ত আছে । নগরের বহির্ভাগে প্রহরিগণ অশ্ব পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে । এই রূপ নিয়ম সকল প্রচলিত থাকিতে নগর সমস্ত সুশাসিত রহিয়াছে । কদাচিৎ কোন ব্যক্তিকে শাসন কর্তাদের হস্তে পতিত হইতে দেখা যায় । চৈনীয় শাসনকর্তারা কহেন, যে "রজনীযোগে রাজপথে নির্গত হইবার কোন কারণ বা আবশ্যকতা নাই, কারণ সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া রাত্রিকাল বিশ্রামেই অতিবাহিত করিবে" ।

অত্যেক নগরস্থ তোরণে যে সকল প্রহরী

নিযুক্ত থাকে, তাহারা দিবস কালীন নগর প্রবেশ-
করী পান্থদিগকে সতর্কতা পূর্বক পরীক্ষা করে ;
তন্মধ্যে কেহ বৈদেশিক সপ্রমাণ হইলে, সে
ক্ষণে কোন শাসন কর্তার নিকটে নীত হয় ;
এবং তাহার কোন রূপ অনুমতি ব্যতিরেকে সে
নিকৃতি পায় না।

চৈনীয়রা যে কি নিমিত্ত বিদেশীয়গণকে চীনে
প্রবেশ করিতে দেয় না, তাহার কারণ এই, তাহারা
মনে করে, যে, বিদেশিদের সহিত গতিবিধি
লাগিলে কালক্রমে চৈনীয় আচার ব্যবহার ও
পর্বোৎসব সকল পরিবর্তিত হইয়া যাইবে ; সর্ব-
দাই বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ, দলাদলি, ও
রাজদ্রোহ প্রভৃতি উপস্থিত হইবে ; এবং ক্রমশঃ
রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন হইয়া উৎসব প্রাপ্ত হইবে।

কেবল মৈনিক পুরুষেরাই সংগ্রাম সময়ে অস্ত্র
শস্ত্র ধারণ করিয়া সর্ব সমক্ষে বহির্গত হইতে পারে ;
এবং যখন তাহারা পরীক্ষা দেয়, কিম্বা প্রহরি-
কার্যে নিযুক্ত থাকে, অথবা কোন মান্দারিনের
অনুবর্তী হয়, তখনও সে সকল ব্যবহার করিয়া
থাকে। অপরাপর সময়ে তাহাদিগকে সাধারণ
নাগরিকের বেশ ধারণ করিতে হয়।

নগর মধ্যে বৈশ্যাগণের বাস করিবার অনুমতি নাই ; তাহারা কেবল নগরের বহির্ভাগেই বাস করিতে পারে । কিন্তু তথায় তাহারা যে বাটীসকল নিজস্ব ব্যয়ে নির্মাণ, অথবা তাহা ক্রয় করিয়া তন্মধ্যে বসবাস করিবে, তাহার নিয়ম নাই । কোন কোন লোক তাহাদের বাসের নিমিত্ত বাটী ভাড়া দিয়া থাকে । উহাদিগকে সর্বদাই বৈশ্যাগণের তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়, এবং যদি কখন ঐ সকল বাটীতে কোন গোলমাল বা কলহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা তন্নিমিত্ত দায়ী ও দণ্ডনীয় হয় ।

চীনের প্রত্যেক নগরেই ‘টাংপো’ নামক এক প্রকার ধনাগার সংস্থাপিত আছে । তথায় জব্বাদি বন্ধক রাখিলে, মুদ্রা কর্জ পাওয়া যায় । তদ্রূপ কর্মচারিগণ অধমর্ণের নাম ধান কিছুই লিখিয়া লয় না, কেবল তাহার অবয়বের সুধার্ষ বর্ণনাটী লিখিয়া লয় । চীনে সচরাচর অর্থের কুশীদ শতকরা ত্রিংশৎ টাকার হ্রাস হয় ; ইহাতে তথায় মুদ্রার যথেষ্ট অপ্রতুল সঞ্চার হইতেছে ।

অপা বয়স্ক যুবকেরা কখন আলস্যজনক আয়েদে প্রমোদে কালাতিপাত করিতে পারেনা ।

বিদ্যাভ্যাসেই তাহাদের সমস্ত কাল অতিবাহিত হয়। এরূপে বিদ্যোপার্জন করা যে অস্বদেশীয় বুঝদিগের পক্ষে সাতিশয় কষ্টজনক, ও স্থগা কর, তাহা বলা বাহুল্য। যদি ঘটনাক্রমে এদেশে ঐ রূপ প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা হইলে, বোধ হয়, তাহারা তাড়ন দ্বংসই ক্রেশ স্বীকারপূর্বক বিদ্যা ও জ্ঞানোপার্জন করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন মূর্খাব-স্থাতেও কালযাপন করা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করেন। কিন্তু যে দেশে বিদ্যাই সম্মান লাভের এক মাত্র উপায়, এবং যে স্থানে মূর্খতা সাতিশয় স্থগিত ও তুচ্ছীকৃত হইয়া থাকে, তথায় উৎসাহই সেই সকল কষ্ট, ও বিরক্তি দূরীকরণ করে।

রাজস্ব।

চৈনীয়রা মুক্তা ভিন্ন অন্যান্য উপায়েও রাজস্ব আদান করে। গুটিকীট পালকেরা কর-মূল্য পরিমাণে রেশম, কৃষকগণ শস্য, ও উদ্যান রক্ষকেরা ফল, মুক্তা দিয়া থাকে।

এই প্রকার করগ্রহণে রাজ্যের কোন ক্ষতি বোধ হয় না; কারণ প্রত্যেক এদেশে যে সকল কারিগর, নগর-রক্ষক, গ্রহরী, ও সৈন্যসামন্ত

প্রভৃতি বাস করে, তাহাদিগকে সর্ব প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করিতে হইলে, সেই সেই প্রদেশে কর স্বরূপে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী সংগৃহীত হয়, তৎসমুদায়ই এই সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং যাহা উদ্ধৃত্ত হয়, তাহা বিক্রীত হইয়া যে অর্থোৎপন্ন হয়, তাহা সম্রাটের ব্যবহারার্থ তদীয় ধনাগারে সঞ্চিত থাকে।

কর-স্বরূপে যে অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ লবণের শুল্ক হইতে উৎপন্ন হয়। কোন বন্দরে পোতাদি প্রবেশ কালীন যে শুল্ক গৃহীত হয়, বিবিধ প্রকার বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্যোৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর উপর যে শুল্ক নিরূপিত আছে, তৎ সমুদয় হইতে অর্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রাজ্যের প্রয়োজনীয় ব্যাবশিক দ্রব্য সামগ্রীর কিঞ্চিদংশ ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ সঞ্চিত থাকে। রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রধান সভার অধ্যক্ষ প্রত্যেক প্রদেশ-প্রাপ্য কর, ভিন্ন ভিন্ন নগর-সঞ্চিত দ্রব্যাদি, ও সম্রাটের প্রধান প্রধান ধনাগারসকল বৎসরান্তে একবার পরিদর্শন করেন।

চীন সম্রাট কখন কর হ্রাস করিতে ইচ্ছা করেন না। প্রজাগণ যে অবাধে ও নির্বিঘ্নে স্ব স্ব ধন

সম্পত্তি সম্ভোগ করিবে, এবং করকৃদ্ধিরূপ বিবাদ জনক কদর্য উপায় অবলম্বন না করিয়া, কোন সুখকর উপায় দ্বারা রাজ্যের দুঃসমনয়র অভাব সকল দূরীকৃত হইবে, ইহা তিনি রাজ্যের ও রাজার সাতিশয় গৌরব বলিয়া বিবেচনা করেন ।

রাজ্যের সাম্বৎসরিক ব্যয় বড় অল্প নয় ; সম্রাট আপন ইচ্ছায় এই সকল ব্যয়সাধন করেন । ব্যয়ের নিয়মসকল ঈদৃশ বুদ্ধি কৌশলসহকারে প্রতিষ্ঠিত, যে, দুঃসমনয় ব্যতিরেকে কখনই ব্যয় বৃদ্ধি হয় না ।

চীনে যে মুদ্রা প্রচলিত আছে, তাহা একই প্রকার । ইহা তাম্র নির্মিত, ও গোলাকার ; এবং ইহার মধ্যদেশে একটা চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে । ইহার এক পাশ্বে কতকগুলি চৈনীয় শব্দ, ও অপর পাশ্বে কতিপয় তাতার শব্দ লিখিত থাকে । পূর্বে যে স্বেতবর্ণ তাম্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, কোনও প্রদেশের মুদ্রা সেই তাম্রে নির্মিত হইয়া থাকে ।

চীন সম্রাট কখন এরূপ বিবেচনা করেন না, যে, রাজ্য মধ্যে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য-মুদ্রাসকল প্রচলিত থাকিলে, রাজ্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয় । তিনি যে সকল স্বর্ণ এবং রৌপ্যের খনি আছে,

তন্মধ্য হইতে অত্যঙ্গ মাত্রই ধাতু উত্তোলিত হয় । কিন্তু লৌহ, তাম্র, টিন, সীম প্রভৃতির যে সকল আকর আছে, তাহা হইতে সর্বদাই ঐ সকল ধাতু উত্তোলিত হইয়া থাকে, কারণ তাহা-
রাই অতীব প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহার্য বলিয়া বিবেচিত হয় ।

রাজ্যান্তরীয় অন্যান্য বিষয়িনী প্রস্তাবনা ।

এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রতি প্রদেশের রাজ-
ধানীতে এক একটা রাজত্ববন আছে, তথায় তন্মৎ
প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি বাস করেন ।

চীনে অতি পূর্বকালাবধি বৃহৎপুং পরিখা
প্রবহমান হইতেছে । তদ্বারা তত্রতা কৃষিকার্যের
সাতিনয় উপকার সাধন হয় ; প্রত্যেক পরিখাতেই
সুন্দর সুন্দর সেতু সকল নির্মিত থাকাতে, স্থলপথে
গমনাগমনের কিস্কিন্দ্র্য রূপ অনুভূত হয় না ।

চৈনীয়রা কৃষিকার্যকে যে কতদূর সমাদর করে,
তাহা ব্যক্ত করা যায় না । তাহার প্রাপ বিবে-
চনা করে, যে, কৃষিকার্যই সর্বাপেক্ষা অধিক

সম্ভ্রমপ্রদ । তাহার। শস্যের অত্যুৎপাদন হইতেই মদ্য প্রস্তুত করিতে পারে; কিন্তু যদি কখন ফসলের কোন অমঙ্গল ঘটে, তাহা হইলে মদ্য চোয়ান একেবারে প্রতিরুদ্ধ হয় ।

চীন সম্রাট্ বৎসরান্তে এক দ্বিদিবস স্বহস্তে হল চালনদ্বারা কৃষকগণের উৎসাহ বর্জন করেন । এই ব্যাপারোপলক্ষে প্রতিবৎসর বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে এক মহোৎসব হয় । ঐ পর্বাহের পূর্ব তিন দিবস সম্রাট্, ও তাঁহার আনুষঙ্গিক কুলীনগণ অনশন থাকেন ; এবং পর্বারম্ভের প্রাক্কালে সম্রাট্ রাজধানীর অনতিদূরে এক উন্নত ভূমির উপরিত্যাগে ঈশ্বরোদ্দেশে বলি প্রদান করেন, এবং “ধরা শস্য পূর্ণ হউক” বলিয়া ঐকান্তিক চিন্তে প্রার্থনা করেন । তৎপরে তিনি রাজ্যের মহামহা কুলীনগণ সমভিব্যাহারে উক্ত উন্নত ভূমিকপার্শ্ববর্তী এক ক্ষেত্রে কর্ণগাথ গমন করেন । নির্ধাচিত চল্লিশ জন কৃষক রাজলাঙ্গলে কসীর্ধক যোজনা, ও সম্রাট্ ব্যবহার্য্য বীজসমূহ প্রস্তুতার্থ নিযুক্ত থাকে । সম্রাট্ স্বহস্তে লাঙ্গল ধারণপূর্বক কিকিঙ্কর কর্ণ করিলে, তদীয় অনুচর বর্গ তাঁহার হুঁতাস্তানুগামী হইলেন । অনন্তর তিনি

সেই কৃষ্ট ভূমিতে সমূহ বীজ বপন করত উক্ত কৃষকদিগকে উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি বিতরণপূর্বক বাটী প্রত্যাগমন করেন। এই ব্যাপার দ্বারা লোক সাধারণ যে কৃষিকার্য্যে বথেষ্ট প্রোৎসাহিত হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

চীনের প্রতি প্রদেশেই অসংখ্য দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। তথায় কি ধনহীন, কি ধনবান সকলেরই পুত্র সমতুল্যরূপে বিদ্যা শিক্ষা পায়; এবং অতীব নীচ বংশীয় যুবাসকল এতাদিক বিদ্যা বুদ্ধি লাভ করে, যে উত্তরকালে তাহারা এক এক জন মহল্লোক হইয়া উঠে। চীনে সর্বদাই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, যে, যে দেশে এক অতি সামান্য কৃষক অত্যুৎপন্নাত্মক ভূমিকর্ষণ-পূর্বক তদুৎপন্ন ফসলেই বথাকথঞ্চিৎ জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহার পুত্রকে সেই প্রদেশেরই শাসনকর্তার পদে অধিরূঢ় হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

চৈনীয়রা যে- তাহাদের শিশু-সন্তানদিগকে অনর্থক বধ করে; এইটী তাহাদের এক ভয়ানক দোষ, ও সত্যিগত স্বগণকর কুপ্রণালী। ফলতঃ ইতর লোকদের মধ্যেই এই কুপ্রণালী বথেষ্ট প্রাবল্য লক্ষিত হয়। এই নৃশংস ব্যবহার যে

চৈনীয়দের পৌত্তলিক ধর্ম সংক্রান্ত কুসংস্কার হইতে সমুদ্রুত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

রাজ্যের সহিত যে কোন বিষয় কার্ণ্যের সম্বন্ধ আছে, তাহা সমাধা করিতে চৈনীয়রা কখনই অবহেলা করে না। পিকিনে “পিকিন গেজেট” নামে এক উৎকৃষ্ট প্রাত্যহিক বার্তাবহ প্রচলিত আছে, চৈনীয়রা তাহাকে সাতিশয় বড় করে। চীনের সর্বত্রই ইহা প্রেরিত ও গৃহীত হইয়া থাকে। সম্রাটের অনুমতি ব্যতিরেকে ইহাতে কিছুই লিখিত হয় না; এবং যদি কেহ এই রাজকীয় পত্রিকাতে কোন অলীক সংবাদ বর্ণনা করে, তাহা হইলে সে বন্দন প্রাপ্ত হয়।

সমস্ত রাজকর্মচারির চরিত্র ও কার্যদক্ষতা পরিদর্শনার্থ প্রতি প্রদেশেই এক এক জন পরিদর্শক নিযুক্ত আছেন। তাহার রাজপ্রতিনিধি, শাসনকর্তা, বিচারপতি, ও অপরাপর রাজপুরুষের কর্তব্যানুষ্ঠান বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করেন; এবং কাহারও কোন বিষয়ে দোষ সন্দর্শন করিলে, সম্রাটকে তাহা জ্ঞাত করিয়া, তাহার প্রতিবিধান করেন। সময়ে সময়ে সম্রাটও, কখন কখন বেরা বেরা, কখন রাজবেশে, এই পরম হিতকর কার্যে প্ররম্ভ করেন।

প্রত্যেক প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি “হুংটো” নামে খ্যাত । তিনি তদীয় অধীনস্থ প্রদেশে অসীম ক্ষমতা ধারণ করেন, এবং তিনি এক প্রকার সম্রাটের ন্যায় সুখে স্বর্থে কালযাপন করিয়া থাকেন ।

এইরূপে চীন রাজ্যের শাসনপ্রণালীর বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল । এই প্রণালী বহুকালাবধি অবাধে চলিয়া আসিতেছে ; কারণ মধ্য মধ্য সে সকল বিদেশীয় নূতন সম্রাট রাজ্যাক্রমণপূর্বক রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত প্রণালীর পরিবর্তন না করিয়া, রাজ্যের প্রাচীন নিয়ম সকল অবলম্বন করিয়াছিলেন ; এবং এখনও সেই সকল নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে ! যে সকল তাহার সম্রাট সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া সাম্রাজ্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই রাজ্যশাসন ও রাজকার্য-পর্যালোচনা বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন । তবে তদ্বিষয়ে তাঁহাদের যে সকল দোষ সন্দর্শিত হইয়া থাকে, সে সকল তাঁহাদের অবिवেকিতার কল নহে, শাসন প্রণালীর ব্যবহার-গত নিয়মই তাহার কারণ ; কলতঃ এই নিয়ম যে কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন, যেহেতু সাধারণ-তন্ত্র শাসনপ্রণালী

অবলম্বন ব্যতিরেকে সকল রাজত্বেরই এই দুর্বস্থা।
 অবশ্যস্তাবী, ও অপরিহার্য্য। সম্রাটগণ তাতার
 প্রজাদিগকে অবহেলনপূর্বক চৈনীয়দিগের যথেষ্ট
 তত্ত্বাবধারণ করেন। তাতার মান্দারিংগণ স্বল্প
 দোষে দোষী হইলে গুরুদণ্ড প্রাপ্ত হয়; কিন্তু
 অপরাধী যদি চৈনীয় হয়, তাহা হইলে তাহার
 লঘু শাস্তিরই বিধান হইয়া থাকে। রাজ-কর্ম-
 চারিগণকে সর্বদা সাতিশয় সতর্কতার সহিত কার্য্য
 নির্বাহ করিতে হয়; কর্তব্যের অনুষ্ঠান সময়ে
 তাঁহাদিগকে সর্বদাই এইটী স্মরণ রাখিতে হয়,
 যে, তাঁহাদের মন্তকোপরি একখানি শাপিত খড়্গ
 অতি দুষ্স্বপ্ন সূত্রে দোলায়মান রহিয়াছে। বিদ্ব-
 জনেরা সর্বদা সাতিশয় সম্মান প্রাপ্ত হইয়া
 থাকেন, এবং রাজ্য মধ্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তিও
 ভোগ করেন; প্রত্যুত রাজা তাঁহাদের অহঙ্কারের
 বৃদ্ধি হইতে দেন না, কিন্তু তাঁহাদের পরিশ্রমের
 সমধোচিত প্ররকার করিয়া থাকেন। পরীক্ষার
 কাঠিন্য প্রযুক্ত তাঁহাদের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হয়
 না; চীন সম্রাটের মতে ইহাদের সংখ্যা অল্প
 হইবে, কিন্তু ইহারা সাতিশয় প্রাক্ত ও কর্মোপযুক্ত
 হইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।



চীনের ধর্মপ্রণালী ।

চীনের পূর্বতন ঈশ্বরোপাসনা ।

ইউরোপীয় পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন, যে, যে উপনিবেশিক সমূহ দ্বারা চীনদেশ প্রথম অধিবাসিত হয়, তাঁহারা নিঃসন্দেহ নোহার পুত্র পৌত্রাদি হইতেন । আর তাঁহারা ঐ মহাদ্বার নিকট যে সকল ধর্মনীতি শিক্ষা করিয়া আসিয়া-ছিলেন, তাহাই একাল পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে ।

চৈনীয়দের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে একেশ্বরোপাসনা-ই প্রকটিত আছে ; এবং তিনিই যে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, এবং সংহারকর্তা, ইহা স্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত আছে । তাহারা ঈশ্বরকে “সীন্” অর্থাৎ স্বর্গ, “চাংসীন্” অর্থাৎ প্রধান বা শ্রেষ্ঠ স্বর্গ, “চাংটি” অর্থাৎ পরমেশ্বর ইত্যাদি সংজ্ঞাসমূহে কহে । • আনাদের ধর্ম শাস্ত্রে যেরূপে জগদীশ-

রের গুণ সকল কীর্তিত আছে, তাহাদের শাস্ত্রেও তদ্রূপ ছুঁই হইয়া থাকে ।

যদি কখন অতিরিক্ত দ্বারা সমস্ত বর্জনমুখী শস্য বিনষ্ট হইয়া যায়, কোন পরম ধার্মিক সম্রাট্ মাংসাতিক পীড়াগ্রস্ত হন, অথবা অন্য কোন প্রকার অনপেক্ষিত দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বলি উপহার প্রস্তুত হইয়া তাহা মীনকে নিবেদিত হইয়া থাকে, এবং মাতিশয় গান্ধীর্ঘ্যের সহিত ঐকান্তিকচিত্তে তাহার স্তুতি ও জপ আরম্ভ হয় । কোন দুরাচার নরপতি বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলে, ঐ দণ্ড আকস্মিক বলিয়া বিবেচিত হয় না, ঈশ্বরের কোণ ও ন্যায়-পরতাই যে তাহার কারণ, ইহাই প্রতীয়মান হইয়া থাকে ।

বিপদকালে চীনের প্রাথমিক সম্রাট্গণ যেরূপ ধর্ম্মাচরণ করিতেন, তদ্বারা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে, যে, তাহারা ঈশ্বরের ন্যায়পরতা এবং পবিত্রতার প্রতি বৃহৎ বিশ্বাস করিতেন । অপর সাধারণও যে ঈশ্বর সম্রাট্‌সমূহের সম্পূর্ণ বতামু-যায়ী ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই ; এবং ইহাতেই স্পষ্ট উপলক্ষি হইতেছে, যে, প্রাচীন

চৈনীয়রা ঐকেশ্বর আরাধনায়ই নিরত ছিল । বস্তুতঃ চৈনীয়দের মূলশাস্ত্রসকল অবলোকন করিলে, তাহাতে পৌত্তলিক ধর্মের লেশ মাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং কুসংস্কারজনিত অমূলক ধর্মকর্মের বিধি ব্যৱস্থাও তাহাতে বর্ণিত নাই ।

অতি পূর্বকালাবধি চীনে পর্কোৎসব ও ধর্ম-কর্মাদির অনুশাসন জন্য যে এক সমাজ স্থাপিত আছে, তদ্বারা চীনের প্রাচীন মূল ধর্মমত এবং তাহার রীতিনীতি সকল পরিরক্ষিত হইতেছে । ধর্মোপাসনার সহিত যে কোন বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, তাহা পর্যবেক্ষণ করাই এই সমাজের প্রধান কার্য্য । ইহা কোন হুতন রীতি স্থাপন করিতে দেয় না ; সাধারণ প্রচলিত কুসংস্কার সকল বিলুপ্ত করিতে সতত সতর্ক থাকে ; এবং ঈশ্বর-নিন্দুক, ও পাবণ্ড নাস্তিকদিগকে বিধিপূর্বক দণ্ড প্রদান করে ।

যৎকালে চৈনীয়রা ঈশ্বরোদ্দেশে প্রথম বলি প্রদানের নিয়মারম্ভ করে, তৎকালে তাহা কোন পর্বতোপরিষ এক বেদীর উপরে নিবেদিত হইত । তাহারা অগ্রে ঈশ্বরকে বলি-প্রদান করিয়া, তৎপরক্ষণেই তাহাদের ধার্মিকতম পিতৃ-

পুরুষদিগকে পূজা করিত । সম্রাট্‌ই গৌরোহিত-
কার্য সম্পাদন করিতেন, এবং এখনও করেন ;
কারণ চীন রাজ্য সংস্থাপনাবধি সম্রাট্‌ই রাজ্যের
সর্ব প্রধান রাজক বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসি-
তেছেন ।

একগে বলি-প্রদানের নিমিত্ত চীন রাজ্য মধ্যে
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঁচটি পর্বত প্রতিষ্ঠিত আছে ।
পূর্বে সম্রাট্‌কে প্রতি পর্বতেই পূজা করিতে বাইতে
হইত, কিন্তু তিনি দেখিলেন, যে, ইহাতে নানাবিধ
দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া মহা অনিষ্টপাত হয় ; এত-
মিবন্ধন তিনি তদীয় রাজত্ববনের নিকটে এক দেবা-
লয় নির্মাণ করত, তথায় ঐ সকল কার্য সম্পাদন
করিতে লাগিলেন । ঐ মন্দিরের একাংশে ঈশ্বর-
রাধনা, অপরাংশে পিতৃপুরুষদিগের প্রাঙ্গাদি
হইয়া থাকে । এই সকল কাণ্ড চীনের প্রাথমিক
সম্রাট্‌গণের সময়ে আরম্ভ হয় ।

একগে পিকিনে উক্ত প্রকাশ দুইটি মন্দির
আছে, “সীণ্টান” এবং “টীটান” । চৈনীয়রা
ইহাদিগকে নির্মাণ করিতে সাধ্যানুসারে তাহাদের
লিঙ্গ মৈথুণ্য প্রকাশ করিতে ক্রটি করে নাই ।
এই মন্দিরদ্বয়ের মধ্যে সীণ্টানই প্রধান ; সম্রাট্‌

যখন এই মন্দিরে পূজা করিতে যান, তখন নগরে সমারোহের এক শেষ হয় ।

কংফুচীর ধর্মমত ।

মহাদার্শনিক কংফুচীর স্বকপোল-কল্পিত ধর্মমত ও ধর্মনীতিসকল যে একবারে ভ্রম-বিবর্জিত, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না ; কারণ তিনি যে সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্বীয় কান্ধি-কলাপ দ্বারা জগন্মান্য হয়েন, সে সময় অতীত প্রাচীন বলিয়া খ্যাত । তৎকালে মানব জাতির অধিকাংশই, বিশেষতঃ চৈনীয়রা অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিত, এবং ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল । তখন যে, কোন ব্যক্তি প্রভূত বিদ্যাবুদ্ধিজনিত জ্ঞানালোক দ্বারা স্বীয় চিন্তা প্রাসাদ হইতে কুসংস্কাররূপ তিমিররাশি সম্পূর্ণ দূরীভূত করিতে পারিবেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব । কংফুচী তৎসাময়িক মনুষ্যের মধ্যেই প্রেষ্ঠ ছিলেন ; তিনি কখনই সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কারসকল পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই ; কিন্তু তিনি যে তাৎকালিক

অপরূপ দার্শনিকগণাপেক্ষা অত্যপে ভ্রান্ত ছিলেন, তাহা নিতান্ত অবাস্তবিক নহে।

তাঁহার মতে এই বিশ্ব এক জীবৎ ও তৌতিক পদার্থ-সংঘটিত; এবং জীবগণ উক্ত পদার্থদ্বয় হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হয়। এই মত বিশুদ্ধই হউক, বা ভ্রান্তই হউক, প্রসিদ্ধ পিথাগোরাস্ ও আরিস্টটল্ প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণের মতের সহিত তাহার ঐক্যমত লক্ষিত হয়। কংফুচী পিতৃ পুরুষদিগের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়ার বিশেষ বিধি প্রদর্শনপূর্বক তদনুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেন, এবং সর্বদা কহিতেন, যে এবিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি হইলে মহা পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

তাঁহার শিষ্যগণ তদীয় ধর্মনীতিসকল ঈশ্বরদত্ত বলিয়া গ্রাহ্য করিত বটে, কিন্তু কখন তাঁহাকে কোন ঈশ্বরোপযোগী সম্মান প্রদান করে নাই। কি কংফুচী, কি তাঁহার শিষ্যগণ কেহই জগৎ-কারণ জগদীশ্বরকে কখন কোন প্রতিকল্পে ব্যক্ত অথবা প্রকাশ করিতে মানস করেন নাই। তাঁহার শিষ্যগণ চন্দ্র, সূর্য, ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি, এবং গাছ-ফুলকে বিশ্বপ্রভা, ও ঈশ্বরের কর্মকর্তা বলিয়া

বিবেচনা করিত ; এবং সেই কারণে তাহা-
দিগকে ‘সীন্’, অর্থাৎ স্বর্গ এই এক শব্দে ব্যক্ত
করিয়া তাহাদের পূজাৰ্চনা করিত।

কংফুচীর ধর্মনীতিসকল সাতিশয় কঠিন, তাহা
প্রতিপালন কর। অস্পৃশ্য জ্ঞানের সাহজিক নহে
উপাস্য দেবতা অতীন্দ্রিয় ও আনুমানিক হইলে,
অশিক্ষিত অজ্ঞান-তিমিরাবৃত-চিত্ত মানবমণ্ডলী
দ্বারা কিরূপে তাহার পূজা ও ধ্যানাদি সম্ভবে।
দেবতা প্রত্যক্ষ স্বরূপা না হইলে, কখনই তাহার।
মনঃসংযোগ পূর্বক তাহার ধ্যান ও অর্চনাদি
করিতে পারে না ; এতন্নিবন্ধন চীনে দেবদেবীর
প্রতিমূর্ত্তির প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। চৈনীয়া
যে রূপে কংফুচীর মান রক্ষা ও পূজা করে, তাহা
ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে।

টেওছির মত ও সমাজ।

খ্রীষ্ট শকের ৬০৩ বৎসর পূর্বে লেওকাং নামে
এক জন দার্শনিক চীনে জন্মগ্রহণ করেন ; তিনিই
এই সমাজ স্থাপন করিয়া যান। তাহার পিতা
অতীব দরিদ্র ছিলেন। লেওকাংওর জন্ম বৃদ্ধান্ত
অল্পতঃই অলৌকিক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। তাহার

কেশসকল সাতিশয় শুভ্র ছিল, তন্নিবন্ধন তিনি 'লেওছি', অর্থাৎ শুভ্রকেশ বলিয়া আখ্যাত হন।

তিনি প্রথমতঃ চু-বংশীয় এক সম্রাটের পুত্র-কালয়ের অধ্যক্ষ হয়েন। এই স্থানে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ হওয়াতে, তিনি তদুপার্জনে কৃতসংকল্প হইয়া, সদা সর্বক্ষণ তদনুশীলনেই কালযাপন করিতেন, এবং সাতিশয় যত্ন ও অভিনিবেশ সহকারে পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেন। অনন্তর তাঁহার খ্যাতি ক্রমশঃ সর্বত্র প্রচারিত হইলে, তিনি এক জন সামান্য মান্দারিণের গদে অভিষিক্ত হন, এবং অসাধারণ কার্যদক্ষতা ও ধীপ্রখরতা প্রকাশ পূর্বক স্বীয় বংশশস্যধরের বিমল কিরণে দেশ বিদেশ প্রোদ্ভাসিত করেন। তিনি ভিন্নত দেশ পর্যটন করিয়া লামা নামক বৌদ্ধ-যাজকদিগের ধর্মের কিঞ্চিৎ শিক্ষা করেন, এবং স্বনাম চিরস্মরণীয় করণার্থ 'টেওছি,' অর্থাৎ অমরপুত্র নামক এক সম্রাটের স্থাপন করিয়া অতীব যত্নকালে ঐ নগরে প্রাণস্থাপন করেন। তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে টেওটি নামক গ্রন্থ বানিয়ে পাঠ্য হইত।

এই দার্শনিকের নীতি বিষয়ক মতের সহিত প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত এপিকিউরাবের মতের অনেক সৌম্যত্ব আছে । তাঁহার মতে উগ্রস্বভাবমূলক দুঃখ কাশনাসকল বর্জনপূর্বক, চিন্তের শান্তি বিনাশক দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করাই মানব ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য : এবং সদাসরক্ষণ আত্মা ও মনকে যে কোন প্রকারে মুখী করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । তিনি লোক সাধারণকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেন, যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কখন তাঁহাদের চিন্তা প্রাসাদে শোক রূপ মূষিককে স্থানদান করেন না । তাঁহারা চিন্তা পরিত্যক্ত হইয়া সর্বদা সানন্দ চিন্তে কালযাপন করেন ।

তাঁহার শিষ্যগণ উত্তরকালে তদীয় নীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়াছে । তাহারা দেখিল, যে, ভয়াবহ মৃত্যু স্মৃতিগন্ধাক্রান্ত হইলে, অন্তঃকরণ অস্থির ও সর্বস্বপ্নে ব্যক্তি হয় ; অতএব তাহা নিবারণার্থ তাহারা এই স্থির করিল, যে, নানাবিধ অব্যাহারী এক প্রকার অনুভব প্রস্তুত করা যাইক, তাহা পান করিলে অমরত্ব লাভ হইবে, এবং তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকিবে না । এই মতবিশিষ্ট হারা প্রচলিত হইয়া তাহারা রসায়ন,

অর্থাৎ পদার্থ-গুণ-নির্গায়ক যে বিদ্যা, তাহা শিক্ষার্থে যত্নবান হইল।

অমৃতরস পান করিয়া অমর হইব, এই প্রত্যাশায় লোক সাধারণ তাহাদের মত গ্রহণ করিলে, ক্রমে টেঙছিদের দল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কি ধনবান, কি ধনহীন; কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই তাহাদের নীতিসকল শিক্ষা করিতে অতীব ব্যগ্র হইল। রাজ্যের সকল প্রদেশেই ইন্দ্রজাল, প্রেতাধিকান, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির আবল্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং লোক সাধারণ টেঙছিদের দ্বারা বিলক্ষণ প্রভাবিত হইয়া একে একে তাহাদের ভ্রমকূপে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কতিপয় সম্রাট তাহাদিগকে বিশ্বাস করত আশ্রয় দান করাতে, তাহারা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। ইতিহাসে এই বিষয় সম্বন্ধে এক সম্রাটের আশ্চর্য উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

তদনন্তর টেঙছির স্থানে স্থানে দেব মন্দির নির্মাণ করত, তন্মধ্যে কৃত্রিম দেবমূর্তি সকল স্থাপন পূর্বক তাহাদের পূজা, বলি, হোম ইত্যাদি আরম্ভ করিল। রাজ্যের সুবিধান, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সর্বদা তাহাদের মতের অসঙ্গতি

সম্ভ্রমণপূর্বক তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাঁহারা অসাধারণ বুদ্ধি ও চাতুরী বলে সকল লোকেরই মোহ, ভয়, ও চমৎকারিতা উদ্ভাবিত করিতে, তাহাদের সম্প্রদায় বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় নাই ।

এ সকল টেওছিদের সহিত এতদেশীয় পিশাচ সিন্ধের অনেক সমতা আছে । এক্ষণে টেওছিগণ তাহাদের উপাস্য দেবতার নিকট একটি শূকর, একটি পক্ষি, এবং একটি মৎস্য বলিদান করে । বর্তমান কালে ইহাদের অনেকে দৈবজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে ।

কত শত বৎসর অতীত হইল টেওছিদের সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহাদের মতের অসঙ্গতি ও তাহাদের প্রতারণাসকলও ক্রমশঃ বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তথাপি লোকসকল একাল পর্য্যন্ত স্ব স্ব কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্বক আনন্সন সোপান দ্বারা টেওছিদের ভ্রমকূপ হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে নাই ।

টেওছিদের প্রধান অধ্যক্ষ চীন রাজ্যের এক প্রধান মান্দারিংগের সম্পাদ সন্তোষ করেন । তিনি কিয়ংসী প্রদেশের এক নগরীতে পরম রমণীয়,

এক রাজত্ববনে অধিবাস করেন। রাজ্যের সর্বস্বান হইতে অসংখ্য লোক ভিন্ন ভিন্ন অভি-প্রায়ে তাঁহার নিকট প্রত্যাহ আগমন করে, তিনি স্বীয় দুর্ভেদ্য চাতুরীজাল বিস্তার পূৰ্ব্বক তাহাদিগকে মুক্তি করত বিদায় করেন।

বৌদ্ধ-ধর্ম।

চৈনীয়রা বুদ্ধকে 'ফো' বলিয়া কহিয়া থাকে। এই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-ধর্ম চীনের সর্বত্র, জাপানে, তাতারের অধিকাংশ প্রদেশে, সমুদয় পূর্ব উপ-দ্বীপে, এবং তিব্বতে প্রচলিত আছে। এই মত যে ভারতবর্ষ হইতেই অন্যত্র নীত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। টেওছিয়া হান্ বংশীয় শিংটি সম্রাটের নিকট এই অঙ্গীকার করিয়াছিল, যে তাহার। তাঁহার সহিত দেবতাগণের সাক্ষাৎ করিয়া দিবে। কুম্ভকারাবিষ্ট ভূপাল তাহাদের বাক্যে সম্পূর্ণ প্রত্যয় করিলেন; এবং ভারতবর্ষে যে প্রসিদ্ধ ও অতীব দ্বাণ্ড বুদ্ধদেব আছেন, ভদ্রার্জী প্রবণ করিয়া তৎসঙ্গীনে কতিপয় বৃত্ত প্রেরণ করিলেন। ইহার। ভারতবর্ষে উপনীত

হইয়া দুইজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ৬৫ খ্রীঃ অব্দে তাহাদিগকে চীনে আনয়ন করিল। এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধদেবের নানাবিধ প্রতিমূর্তি, ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিয়াল্লিশ অধ্যায় চীনে আনীত হয়। এই প্রকারে চীনে বৌদ্ধমত প্রচলিত হইয়া অত্যাঙ্গ কাল মধ্যে সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠে।

দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে বৌদ্ধ ধর্মোপাসনার পদ্ধতি সর্বত্র সমান নয়। এক্ষণে চৈনীয়রা যে প্রকারে বুদ্ধের উপাসনা করে, তাহাই বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

স্যাম নিবাসিরা বুদ্ধের যাজকগণকে ‘তালান্টৈং,’ তাতারেরা ‘লামা,’ চৈনীয়রা ‘হোচাং,’ এবং জাপান দেশীয়রা ‘বজ্জ’ নামে কহিয়া থাকে। তাহারা সর্বদা পীত বসন পরিধান করে, এবং টেওছিদের ন্যায় দারপরিগ্রহ না করিয়া, ধর্মশালায় কিম্বা দেবালয়ে অধিবাস করে। তাহাদের নানা প্রকার পরোৎসব ও অসংখ্য ব্রহ্মহুৎ দেবমূর্তির বিষয় বর্ণন করিতে লেখনী বিচলিত হয়। দেবমূর্তির মধ্যে চতুমুখী ও পঞ্চাঙ্গভুজা এক দেবী আছেন, তিনিই সর্বপ্রধান ও অতিশয় প্রকাণ্ড। ইনি

প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, চারিদিকে চারিটি দিক অবলোকন পূর্বক প্রতিহস্তে মানব প্রয়োজনীয় কোন নিসর্গোৎপন্ন সামগ্রী ধারণ করত দণ্ডায়মান আছেন; পরন্তু প্রকৃতি দেবী ভগবতীর ন্যায় নানা প্রকার মূর্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ব্রায়চী নামে আর একটি শতহস্ত বিশিষ্ট প্রতিমা আছে, তাহাও অতিশয় বৃহদাকার; তাহার উচ্চতা সচরাচর বিংশতি বা পঞ্চাবিংশতি হস্ত, এবং কখন কখন পঞ্চাশৎ হস্তও দৃষ্ট হয়।

আত্মা যে দেহান্তর গমন করে, বৌদ্ধমতে এই বিশ্বাসটী সাতিশয় প্রবল; এতৎপ্রযুক্ত বৌদ্ধেরা পশু, পক্ষী, জীব সকলের পূজা করে; কারণ তাহাদের একরূপ বিশ্বাস, যে বুদ্ধদেব কখন কখন এই সকল দেহে বাস করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ ধর্মের মতে “শূন্যই সৃষ্টির আদি ও অন্ত; শূন্য হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, এবং শূন্যতেই তাহারা প্রবেশ করিবে। শূন্য হইতেই আমাদের আদি পিতা মাতা উৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর পর শূন্যতেই প্রতিগমন করিয়াছেন। এই সাধারণ উপাদান অতিশয় পবিত্র, অকৃত্রিম, ও নিরীকল্প। ইহা ধর্ম, শক্তি, ও বুদ্ধি

বিহীন হইয়া সর্বদাই স্থির ভাবে অবস্থিতি করে ; কর্ম-নির্বন্ধ-মুক্তি, নিষ্কাম, ও অজ্ঞানই ইহার মার তাৎপর্য । চির-মুখ লাভ করিতে হইলে, নিরবস্থির যোগ ও ইন্দ্রিয়দমন দ্বারা উক্ত কারণের মাষ্ট্রশ্যাবলম্বন করিতে হইবে ; এবং তৎসম্বন্ধ হইবার নিমিত্ত আমরা কোন কর্মে আসক্ত হইব না । অস্তিত্ব হইতে নিরন্তর, অর্থাৎ শূন্যে লীন হইলেই সকল পবিত্রতা লাভ হয় ; মানুষ যত শীঘ্র প্রস্তর বা কাষ্ঠের স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ততই সে পূর্ণাবস্থার নিকটবর্তী হইতে থাকে ; বস্তুতঃ অচেতন্য ও সর্বরুত্তি নিরুত্তিতেই সকল পুণ্য ও মুখ জন্মে । যে মুহূর্ত্তে মানুষ এই পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদবধি তাহার আর পরকাল, পর জন্ম, পরিবর্তন কিছুই ভয় থাকে না ; কারণ তাঁহার অস্তিত্বের শেষ হইয়াছে, এবং তিনি বুদ্ধদেবের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন” ।

এই যত যত অসঙ্গত হউক না কেন, চীনে ইহা বিলক্ষণ সমাভূত হইয়াছে । ইহা একবারে নীতিশাস্ত্রের বিনাশ, সমাজের ধ্বংস, এবং যে পরম্পর সম্বন্ধ দ্বারা মানুষগণ একত্রে আবদ্ধ আছে, তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতেছে ।

বুদ্ধ তদীয় শ্রুত্ব্যর কিঞ্চিৎ পূর্বে ঐ মত প্রকাশ করিয়া যান । ইতি পূর্বে তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে যে মতে উপদেশ দিতেন, তাহা কতক পরিমাণে যুক্তিসিদ্ধ ও সঙ্গত । তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির পর তদীয় শিষ্যগণ দুই দলে বিভক্ত হয় ; এক দল পূর্বোক্ত মত অবলম্বনপূর্বক ঘোরতর নাস্তিক হইয়া উঠে ; অপর দল এই নিয়ম স্থাপন করে, যে বুদ্ধ দেবের প্রাথমিক উপদেশ সকল প্রতিপালন না করিলে, তাঁহার নাস্তিক মতের অধিকারী হওয়া যায় না, কারণ তাহা মূঢ় অস্পৃদ্ধ জনের হৃদয়ঙ্গম হওয়া নিতান্ত অসম্ভব । এতদ্বিবাক্তন এই দলই বুদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে, এবং ইহাদের মতই এক্ষণে চীনে সাতিশয় প্রবল । ঐ দলের বৌদ্ধ-যাজকেরা লোক সাধারণকে এই মতে উপদেশ দেয়, যে, শ্রুত্ব্যর পর পাপ পুণ্যের বিচার হইয়া, তাহার দণ্ড ও পুরস্কার হইয়া থাকে ; বুদ্ধদেব যুক্তি-পথ-দ্বারা মূঢ় লোকদিগকে যুক্তির পথে আনিয়ন করিতে আশঙ্কিত রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; তাঁহার দ্বারাই মানুষের লাগের আয়শ্চিহ্ন হয়, এবং তিনিই তাহাকে পরকালে পরম সুখকর অবস্থা প্রদান করেন ।

তাহারা নিম্ন লিখিত নীতিপঞ্চ পালন করিতে যথেষ্ট অনুরোধ করে ; যথা, কোন জীবের হিংসা করিবে না, পরদ্রব্য গ্রহণ করিবে না, পরস্তুী হরণ করিবে না, কখন মিথ্যা কথা কহিবে না, এবং কখন মদ্য-পান করিবে না । যাজকদিগের প্রতি সম্ভাবহার করা, তাহাদের বাসোপযোগী ধর্মমঠসকল নির্মাণ করা, এবং তাহাদিগকে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করা পরম ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হয় ; কারণ চৈনীয়রা এমত বিশ্বাস করে, যে যাজকদিগের স্বস্তায়ন ও তপস্যাবলে পাপের মার্জনা, ও তাহার ক্ষয় হইতে পারে ।

এই সকল যাজকেরা সাতিশয় ধূর্ত, প্রতারণা, অলস, ও বিলক্ষণ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র । তাহারা অর্থো-পার্জনোর নিমিত্ত সকল কর্মই করিতে পারে ; আর তাহারা চৈনীয়দিগকে বৎসরোনাতি ভ্রমাত্মক ও কুসংস্কার-মন্ডল উপদেশসমূহ প্রদান পূর্বক, তাহাদের উন্নতির পথ একবারে অবরোধ করিয়াছে ।

চৈনীয়রা অসংখ্য দেবদেবীর প্রতিমা পূজা করে বটে, কিন্তু সর্বদা তাহাদিগকে প্রকৃত রূপে তর্ক করে না । যখন তাহাদের বনকামনা সিদ্ধি

কোন ব্যাঘাত ঘটে, তখন তাহার ঐ সকল প্রতি-
মূর্তিকে অকর্মণ্য বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করত
পদাঘাত, ও তৎপ্রতি দুর্ভাক্যসকল প্রয়োগ করে ।
কখন কখন প্রতিমাকে পাশে আবদ্ধ করিয়া
অপরিষ্কার পয়ঃপ্রণালী দিয়া টানিয়া লইয়া যায় ।
এই সকল মূর্থতা প্রকাশের সময়ে যদি তাহাদের
অভীষ্টসিদ্ধির কোন উপায় উপস্থিত হয়, তাহা
হইলে প্রতিমাকে উত্তোলনপূর্বক তাহাকে
ধোত করত মহা সমারোহে মন্দিরে লইয়া যায়,
ও বেদীতে পুনঃস্থাপনপূর্বক তাহার পূজার্চনাদি
করে ; এবং সাক্ষাৎ প্রণতি পুরঃসর বিগত গর্হিত
ব্যাপারের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে ।

চৈনীয়দের উপবাস বড় চমৎকার ; মৎস্য,
মাংস, মদ্য, পলাণ্ডু, লগুন প্রভৃতি উষ্ণ অব্যাহারে
বিরত হইলেই উপবাস করা হয় । রাজ্যের স্থানে
এ সকল বুদ্ধদেবের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে,
তন্মধ্যে কোন কোনটা জাগ্রৎ বলিয়া তৎপ্রদেশ
মহাতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে, এবং তথার সময়ে
সময়ে অতিশয় জনতা হইয়া থাকে ।

খ্রিস্ট, ও মুসলমান ।

খ্রীঃ শকের ২০৬ বৎসর পূর্বে যে হান্ বংশ আরম্ভ হয়, সেই বংশীয় সম্রাটগণের রাজত্ব কালীন খ্রিস্টীয় ঔপনিবেশিকগণ প্রথম চীনে উপনীত হয় । তাহাদের বংশাবলি বর্তমান কাল পর্যন্ত চীনে অধিবাস করিতেছে । কিন্তু এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প, এবং ইহাদের সকলেই হোনান্ প্রদেশের রাজধানী কেছং নগরে বসবাস করিতেছে । আশ্চর্যের বিষয় এই, যে, তাহাদের প্রাচীন রীতিনীতি, এবং ধর্মকর্মসকল কিছুই পরিবর্তিত হয় নাই ।

তাহারা যে অতি প্রাচীন কালে চীনে প্রবেশ করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ তাহারা যীশু খ্রীষ্টের জন্ম রক্তান্ত ও খ্রীষ্টধর্ম সংস্থাপনের বিষয় কিছুই অবগত নহে । এক্ষণে কেহ কেহ ইউরোপীয় মিসনরিগণ প্রমুখাৎ তদ্বিষয় অবগত হইয়াছে ; কিন্তু তাহা সম্যক বিশ্বাস করে না । কেছং নগরে খ্রিস্টদের একটা গরম মন্দির ও অতিবৃহৎ ধর্মমন্দির আছে । ইহার এক সুপ্রশস্ত গ্রন্থে কাষ্ঠনির্মিত বেদীসমূহের উপরিভাগে তেরটা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবির স্থাপিত আছে এবং প্রত্যেক শিবির মধ্যে এক এক খানি মূৰা লিখিত পঞ্চ-গ্রন্থ সম্মিবেশিত থাকে । উক্ত শিবির সমূহের মধ্যে দ্বাদশটি শিবির ইস্রায়েলের দ্বাদর্শবংশের নামে, এবং অবশিষ্টটি মহানুভব মূষার নামে প্রতিষ্ঠিত ।

ধর্ম্মালয়ের মধ্যস্থলে এক উৎকৃষ্ট বেদীর উপ-রিভাগে একখানি মনোহর কেদেরা সংস্থাপিত আছে ; কেদেরা খানি বিবিধ অলঙ্কারে পরিভূষিত, এবং অতীবরমণীয়, চিত্র বিচিত্র, ও সুকোমল গদি দ্বারা মণ্ডিত । ইহা মূষার কেদেরা বলিয়া খ্যাত ; বিশ্রাম দিবসে এবং অপর কোন পর্বোৎসবের সময় যিহুদিরা ইহার উপর পঞ্চগ্রন্থ খানি রক্ষা করত পাঠ করে ।

চৈনীয়রা যিহুদিদিগকে ‘টিওকিন্‌কিও’ নামে কহে । ওলুড টেকোমেটে যে সকল পর্বোৎসবের নিধি নিবদ্ধ আছে, চৈনীয় যিহুদিরা তাহার প্রায় সকলই প্রতিলালন করে । শনিবারে ইহারা স্নান প্রকলিত ও খাদ্য জব্য প্রস্তুত করে না, ঐ দিনে যাহা আবশ্যক তাহা শুক্রবারে প্রস্তুত করিয়া রাখে ।

চীনে মুসলমানদের সংখ্যা, যিহুদিদের সংখ্যা-
পেক্ষা, অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। সপ্ত শত বৎস-
রের অধিক হইল ইহারা চীনে প্রবিষ্ট হইয়া
বসবাস করিতেছে। তাহারা তথায় এক চমৎ-
কার উপায় দ্বারা তাহাদের ধর্ম প্রচার করে;
প্রথমতঃ, তাহারা অতীব দীনহীন পিতা মাতার
নিকট হইতে বহুল সম্ভান অধিক মূল্যে ক্রয়
করিয়া আনে, পরে তাহাদের স্বক্লেদ করত
তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম শিক্ষা দেয়। কোন
সময় চীনে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়ায় চাংটং
প্রদেশ একেবারে উচ্ছিন্ন হয়, তৎকালে তাহারা
ঐ প্রকার এক লক্ষ সম্ভান ক্রয় করিয়াছিল; এবং
ইহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইহাদের বিবাহ প্রদান,
বাসোপযোগী বাটী সকল নির্মাণ, এবং ইহাদের
অপরাপর সকল কার্যেরই বিধান করিয়াছিল।
ক্রমে ইহাদের দ্বারা অসংখ্য গ্রাম স্থাপিত হয়।
তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং
তাহারা ঈদ্রুপ প্রভূত পরাক্রমশালী হইয়া উঠি-
য়াছে, যে, তাহারা যে স্থানে বাস করে, তত্রতা
লোক সকল যদি তাহাদের ভবিষ্যৎকার প্রতি
নিশ্চয়, ও তাহাদের ধর্মালয়ে গমনাগমন না

করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নির্দাসিত করিয়া দেয় ।

এক্ষণে আমরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার সম্বন্ধে ইউরোপীয় মিসনরিদের পরিশ্রমের বিষয় বর্ণন করিব না, কারণ তাহা ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

চৈনীয়দের ব্যবহারগত রীতি নীতি ।

উদ্ভাষ ক্রিয়া ।

পৃথিবীস্থ অপর কোন প্রমিত জাতির আচার ব্যবহার, ও রীতি নীতির সহিত চৈনীয়দের রীতি নীতির কোন প্রকার সৌম্যদৃশ্য লক্ষিত হয় না। এবং এই এক সাতিশয় আশ্চর্যের বিষয়, যে, তাহারা চিরকাল এক রূপ অবস্থায় কালযাপন করিতেছে। অতি প্রাচীন কালের ব্যবহারসকল বর্তমানের সেই এক প্রকার নিয়মে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই।

চীনে সাধারণ-সমক্ষে, অর্থাৎ সমাজ স্থলে সভ্যতা প্রকাশ করা সাতিশয় নর্যাদার কর্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। পরিণয়-কার্যের বিধি ব্যবস্থা সকল রাজনিয়মের অধীন, তাহারা বিশেষ রূপে রক্ষিত হইয়া থাকে। পর স্ত্রী হরণ রূপ অপরাধের বধদণ্ডই সমুচিত শাস্তি বলিয়া নির্দিষ্ট আছে।

চৈনীয়রা বিবাহের পূর্বে স্ত্রীকে দোষিত পায় না, কেবল কোন ঘটকী প্রমুখাৎ কন্যার বয়ঃক্রম, অবয়ব, ও রূপলাবণ্যাদির সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া থাকে । কিন্তু যদ্যপি কোন চৈনীয় এই সকল বিষয়ে প্রভাবিত হয়, তাহা হইলে সে রাজনিয়মানুসারে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে । এইরূপে দেশীয় ব্যবহারের দোষ সকল রাজ-নিয়মদ্বারাই সংশোধিত হয় ।

স্বামী বিবাহ কালীন কন্যার পিতা মাতাকে কত মুদ্রা প্রদান করিবেন, তাহা ঘটক দ্বারাই স্থির হয় । পিতা কন্যাকে স্ত্রীধন স্বরূপ কিছুই দেন না ; স্বামীই সকল প্রদান করেন । তিনি এক প্রকার স্ত্রীকে তদীয় পিতা মাতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লন বলিলেই হয় ।

কন্যার পিতা মাতা বিবাহের দিনস্থির করেন ; এবং পাছে ভবিষ্যতে কোন অমঙ্গল ঘটে, এই আশঙ্কায় একটা শুভ দিনই নির্বাচিত হইয়া থাকে । ইতোমধ্যে উভয়ে পরস্পরকে উপঢৌকনাদি প্রদান করে, এবং স্বামী স্ত্রীকে নিমিত্ত নানাবিধ অলঙ্কার দিয়া রাখেন । তৎকালে স্ত্রী পুরুষে পরস্পর

পত্নীদি লিখা লিখি হয় ; কিন্তু কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না ।

অনন্তর বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে, কন্যা একখানি ঘনান্নত শিবিকায় আরোহণ করে । তাহার দ্বয় সামুখী লইয়া কতক লোক তাহার সঙ্গে, কতক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে ; এবং কতক লোক মধ্যাহ্ন সময়েও চতুর্দিকে মসাল ধরিয়া যায় । এক দল বাদ্যকর ভেরী, তুরী, দামামা প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র লইয়া বাজা করিতে করিতে সর্বাগ্রসর হয় ; এবং কন্যার পরিবারবর্গ সর্ব পশ্চাৎ গমন করে । শিবিকা আবদ্ধ হইয়া তাহার চাবী এক জন অতি বিশ্বাসী লোকের নিকট গচ্ছিত থাকে, তাহা কেবল স্বামির হস্তেই সমর্পিত হইবে । স্বামী তখন নামা প্রকার মনোহর পরিচ্ছদাদি পরিধান পূর্বক ইহাদের আগমন প্রতীক্ষায় তদীয় দ্বারে দণ্ডায়মান থাকেন । পরে তাহারা তথায় উপস্থিত হইলে, স্বামির হস্তে সেই চাবীটি সমর্পিত হয় । তিনি তখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অগ্রে শিবিকা উল্কাটন করেন, এবং দ্রুতিমাত্রেই স্বীয় কল অবগত হন । কখন এমনও ঘটে, যে স্বামী

কন্যার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ শিবিকা
আবদ্ধ করত, কন্যাকে তাহার বাটীতে পুনঃ
প্রেরণ করেন ; কলতঃ ইহাতে বিস্তর অর্থ ব্যয়
হয়।

স্বামী সন্তুষ্ট হইলে, কন্যা শিবিকা হইতে
অবরোধ পূর্বক তাহার বাটীতে প্রবেশ করে ;
এবং উভয় পক্ষীয় জাতি কুটুম্ব সকল তাহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। পরে দম্পতি দালানে
উঠিয়া চারিবার মীনের, অর্থাৎ ঈশ্বরের আরাধনা
করে, তৎপরে স্বামির পিতা মাতাকে অভিবাদন
করে। অনন্তর ঐ নবোঢ়া স্ত্রী নিমন্ত্রিত রমণী-
গণের হস্তে সমর্পিত হইলে, সকলে মহা সমা-
রোহে আহাতিতে প্রবৃত্ত হয়। এবং সমস্ত দিন
বাটী আনন্দোৎসবে পরিপূর্ণ থাকে। এদিকে
স্বামী নিমন্ত্রিত পুরুষগণকে আত্যর্থনাতি মহা
সমাদর করেন। চীনে সকল উৎসবের সময়ই
এই এক প্রকার অথবা প্রচলিত আছে ; অস্ত্র-গুরু
মতো স্ত্রীগণ, এবং বহির্দেশে পুরুষগণ পৃথক-
অঙ্গের প্রমোদাদি করে। উভয় পক্ষের সম্মান
করিতে পারিলে উৎসবের হাস-ও-হুজি হয়।
যদিও বর্ণিত হইয়াছে যে, চৈতন্যেরা কেবল

একটা স্ত্রী রীতিমত বিবাহ করে, কিন্তু পরে অনেক উপপত্নী গ্রহণ করিতে পারে । যদি বিবাহিতা প্রধান স্ত্রী ইহাতে বিরক্ত হন, তাহা হইলে তিনি এই রূপে প্রবোধিত হইয়া থাকেন, যে তাহার সেবা, শুশ্রূষার নিমিত্তই উপপত্নীরা প্রযোজিত হইয়াছে ।

কাহারও বিবাহিতা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, সে রীতি-পূর্ব্বক তাহার প্রিয়তমা উপপত্নীর পাণিগ্রহণ করে ; কিন্তু এবার আর প্রথম বারের ন্যায় বিবাহের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে হয় না । এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের ন্যায়, চৈনীয় স্ত্রীগণ চিরকাল অন্তঃপুরকারীগারে আবদ্ধ থাকে, কখনই বহির্দেশে গমন করিতে পায় না ; কোন কোন সময়ে বাটীর কর্তাও মহলা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পান না ।

সন্তানগণের শিক্ষা ।

চীনে সন্তান ভূমিক্ত হইবা মাত্র তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয় ; কিন্তু তৎকালে শারীরিক শিক্ষা ব্যতিক্রমে আর কি হইতে পারে ?

ষষ্ঠ বৎসর বয়সে পুত্র সম্মান প্রকাদি অঙ্ক গণনা, ও পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ দেশের নাম সকল শিক্ষা করে। অষ্টম বৎসরে সভ্যতা, সৌজন্য, শিষ্টাচার ইত্যাদির ব্যবস্থা সকলের শিক্ষা পায়; নবমবর্ষে পঞ্জিকা অভ্যাস করে; এবং দশম বৎসর বয়ঃক্রমে এক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়া তথায় লিখন, পঠন, ও গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করে। একাদশ বৎসরাবধি পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত পুত্রগণ সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করে, কিন্তু তখন নীতি বিষয়ক গীত ব্যতীত অপর গীতাদি অভ্যাস করে না।

বালকেরা পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে পুনর্বাণ ও অন্বারোহণ শিক্ষা করে। বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে যদি যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহা হইলে প্রথম টুপি ব্যবহার করিতে অনুমতি পায়, এবং তখন তাহার প্রথম নির্মিত পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতে পারে; ইতিপূর্বে কাপাস নির্মিত বস্ত্রাদি ব্যতিরেকে অপর কোন বস্ত্র পরিধানের অনুমতি নাই।

হিন্দুর বিবরণ এই, যে, হৈনুদের রীতিমত কোনরূপ বর্ণমালা নাই, বহুবার বালকদিগের

অনায়াসে বর্ণপরিচয় হয় । এতদ্বিবজ্জন বালক-
দিগের তাহা শীঘ্র শিক্ষা হয় না; তাহাদের
প্রথম শিক্ষার্থ পুস্তকে সরল সরল প্রস্তাবসকল
পর্যায়ক্রমে রচিত । এই পুস্তক খানির অধ্যয়ন
শেষ হইলে, ইহার পর যে গ্রন্থ পাঠ করে, তাহাতে
কেবল কংফুচীর, ও মেংচীর নীতিসকল প্রকটিত
আছে । বালকেরা ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে
পারে না, কেবল প্রস্তাব গুলি অভ্যাস করত কণ্ঠস্থ
করিয়া রাখে । তাহারা বর্ণ বা শব্দসকল শিক্ষা
করিতে করিতে, তাহা লিখিতেও শিক্ষা করে ।
তথায় উত্তম পরিষ্কার লেখার সাতিশুয় আদর, তন্মি-
মিত্ত বালকেরা অতি দ্রুত লিখন অভ্যাস করে ।

ছাত্রেরা অসংখ্য শব্দ ও তাহার অর্থ সকল
শিক্ষা করিলে, রচনা করিতে আদিষ্ট হয়; ইহার
উৎসাহের নিমিত্ত অসংখ্য প্রতিযোগিতা আছে ।
নগরে নগরে যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত আছে,
তথায় বালকেরা যে রূপ বিদ্যা শিক্ষা পায়, তাহা
এদেশের সহিত তুলনা করিলে অতি সামান্য
বোধ হয় ।

চীনে শ্রীলিঙ্গ অতি সামান্য । শ্রীলিঙ্গ বিদ্যা
শিক্ষা করিয়া বড় আদর প্রাপ্ত হইত না হইত, তাহারা
ন

নিভৃতাবাস-প্রিয়তা, লজ্জাশীলতা, ও বিশুদ্ধতা
অভ্যাস করিতেই অধিক উপদেশ পায়। কিন্তু
কোনও ঐশ্বর্যশালী চৈতনীর কন্যাগণ বিদ্যা
শিক্ষার্থও সাতিশয় যত্নবতী হইয়া থাকে।

স্ত্রী পুরুষের বেশভূষা।

‘নগরবাসী সকলপদবীন্দ্র স্ত্রী পুরুষের পবিত্র’
প্রায় একই প্রকার; কিন্তু সম্ভ্রান্ত উচ্চপদবিশিষ্ট
লোকে, অঙ্গে সম্মানসূচক চির স্বরূপ কতকগুলি
অলঙ্কার থাকে, তাহা অপরে ব্যবহার করিলে
দণ্ডিত হয়।

‘চৈতনীর’ সচরাচর যে অঙ্গরাখা পরিধান
করে, তাহা যথেষ্ট লম্বমান, এবং তাহা চারিটি
কিছা পাঁচটি সুবর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত দোতামদ্বারা
আবদ্ধ থাকে। ইহার আন্তরীণ কঙ্কের নিকট
সাতিশয় প্রদত্ত, এবং যত মণিবঙ্কের নিকটবর্তী
হইতে থাকে, ততই তাহার প্রশস্ত্যের হ্রাস হয়।
আন্তরীণের শেষভাগে ‘অঙ্গরাখা’ হইতে
হইতে ‘বিস্কপ’ আবিষ্কৃত থাকে, যেমন

অঙ্গুলীর অগ্রভাগ গুলি দেখা যায় । চৈনীয়রা কটিদেশে রেশম নির্মিত এক বৃহৎ কটিবন্ধ পরিধান করে, তাহার অগ্রভাগ জানু পর্যন্ত লম্বমান । এই কটিবন্ধ হইতে কোষ ঝুলিতে থাকে, তন্মধ্যে একখানি ছুরিকা, ও সেই দুইটা কাটা থাকে, বন্দারা তাহারা আহাৰ করে ।

এই পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে যে জামা থাকে, তাহা গ্রীষ্মকালে মসিনার সূত্র নির্মিত বস্ত্রে, এবং শীতকালে রেশম, বিশেষতঃ উদীচ্য প্রদেশে চৰ্ম্মাদিতে নির্মিত হইয়া থাকে । গ্রীষ্মকালে চৈনীয়দের গলদেশ অনাবৃত থাকে ; শীতকালে তাহারা রেশম অথবা সের্-চৰ্ম্ম নির্মিত গলাবন্ধ ব্যবহার করে । তাহারা পরিচ্ছদের উপরিভাগে প্রোন্ত আন্তীন সংযুক্ত এক প্রকার অনতিদীর্ঘ জামা পরিধান করিয়া থাকে ।

এই সকল পরিচ্ছদ যে প্রকার নিয়মাবদ্ধ আছে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোকদিগকে পৃথক করণার্থ তাহাদের পরিচ্ছদের বর্ণও সেই নিয়মে ভিন্নরূপে হিরীকৃত আছে । সন্ধ্যাট ও রাত্রি বংশীয়গণই শীতবর্ণ ব্যবহার করিতে মান ; কোন কোন সামান্য পুরুষের নামের রক্তবর্ণ প্রভৃতি

নির্মিত পরিচ্ছদ পরিধান করেন; কিন্তু সচরাচর কৃষ্ণ অথবা নীল বর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সামান্য লোকেরা কেবল কৃষ্ণ এবং নীলবর্ণ পরিচ্ছদই পরিধান করিতে পার, এবং সেই সকল বস্ত্র কাপাসি ভিন্ন অপর প্রবো নির্মিত হয় না।

চৈনীয়রা সমস্ত বস্তুক মুগ্ধন করিয়া কেবল তাহার মধ্যস্থে কতকগুলি কেশ রাখে; এই কেশগুলি সচরাচর সুদীর্ঘ, চৈনীয়রা ইহাকে বিনাইয়া এক বৃহৎ বেণী প্রস্তুত করে। পূর্ব-কালে চৈনীয়দের এরূপ অভ্যাস ছিল না, কারণ প্রাচীন চৈনীয়রা আধুনিক কোরীয় এবং কোচীন চৈনীয়দের ন্যায় কেশ বন্ধন করিত। তাভারেরা চীমরাজ্য অর করিয়া, বলপূর্বক চৈনীয়দিগকে এই শক্তি গ্রহণ করাইয়াছে। এই প্রথা প্রচলিত হইতে অনেক রক্তপাত হইয়াছে বটে; কিন্তু এক্ষণে তা অসম্ভব-প্রতাপিক আদম্ভনীর হইয়া উঠিয়াছে যে, এই বেণী ছেদন করা সাদৃশ্য অগ-মান জনক সহস্রক বন্দিরা বিবেচিত হয়; বিখ্যাত ভক্ত ও ধর্ম্মপ্রাণ এই শক্তি গ্রহণ হইয়া থাকে। তাভারেরা কিছু কোন প্রকারের কৃত্য হইলে চৈনীয়দিগকে অশেষ প্রহর করে; তাহারা কেশাদি

হেগন করে না ও বেণীর কেশ সকল মুক্ত রাখে ।

তাহারা গ্রীষ্মকালে বেত্রাচ্ছাদিত এক প্রকার টুপি ব্যবহার করে, ইহার অভ্যন্তর নাটিনে মণ্ডিত ; টুপির উপরিভাগে এক গোটা রক্তবর্ণ কেশ স্ফাপিত থাকে, উহা কুলিয়া পড়িয়া সমস্ত টুপি আচ্ছাদিত করে । অনেক গ্রীষ্মকালে হস্তশ্রিত ব্যজনদ্বারা রৌদ্র নিবারণ করিয়া অনারত সন্তকেই গমন করে ।

টৈনীয় মান্দারিন্ ও বিশ্বজনেরা যে এক প্রকার সন্তকাবরণ ব্যবহার করেন, তাহা অপরের পরিধানের অধিকার নাই । ইহা গঠনে উক্ত বেত্রাচ্ছাদিত টুপির ন্যায়, কিন্তু ইহাতে নানা প্রকার অলঙ্কার আছে । অম্বারোহণ সময়ে ও বর্ষাকালে ইহারা সামান্য বেত্র-নির্মিত টুপিই ব্যবহার করিয়া থাকেন, কারণ ইহাদ্বারা সন্তক বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে রক্ষা পায় । টৈনীয়রা শীতকালে যে টুপি ব্যবহার করে তাহা নাটিনের উক । সেস্ অথবা আর্মিগের চর্মদ্বারা ইহার বার সমস্ত মণ্ডিত, এবং উপরিভাগে এক গোটা রেশম দ্বারা স্তম্ভিত ।

সজ্জিগম লোকেরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ কালীন বিচিত্র রেশম, কিম্বা সাটিন, অথবা কার্পাস-নির্মিত পাছুকা পরিধান করেন ; এবং গো অথবা অশ্ব-চর্মনির্মিত পাছুকা পরিধান করিয়া অশ্বরোহণ করেন । তাহারা শীতকালে যে মোজা পরিধান করেন, তাহার অভ্যন্তর তলা অথবা গশম পরিপূর্ণ, ভগ্নিবন্ধন তাহা সাতিশয় শূল । গ্রীষ্মকালের মোজা অপেক্ষাকৃত শীতল । চৈনীয়রা বাটীতে সচরাচর রেশম নির্মিত চটিজুতা পরিধান করিয়া থাকে । সামান্য লোকে কৃষ্ণবর্ণ কার্পাস বস্ত্র নির্মিত মোটা তলাবিশিষ্ট কদাকার জুতা পরিধান করিয়াই তুষ্টি লাভ করে । এক জন চৈনীয় বিধিক্রমে সুচারুরূপে মনোহর পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া যদি একখানি বস্ত্র গ্রহণ করিতে বিম্বৃত হয়, তাহা হইলে সকলই ব্যর্থ হয় । কিন্তু সে বাহ্য হউক, চৈনীয়দের বেশভূষা বড় সুস্বাদু নয় । সর্বত্রই এইরূপে প্রাকবেশ পরিধান করিয়া অন্তর সূতির দ্বারা সজ্জা রাখিত হইয়া বস্ত্রের সাম থাকেন, যৎকালে তাহাকে সাতিশয় গরমের সেবার বটে, কিন্তু তাহা বেশার ব্যর্থ ।

চৈনীয়দের মধ্যে হস্তে বৃহস্পতি নথ রাখা মহা সম্মান ও ঐশ্বর্যের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। যে সকল ঐশ্বর্যশালী লোকদিগকে অসংখ্য কোমল কৰ্ম করিতে হয় না, অসংখ্য সেবক দ্বারা তাহার নিরূপিত হয়, তাঁহারা ব্যতীত অপর লোকে নথ রাখিতে পারে না; কারণ কৰ্ম করিতে হইলেই নথ সকল ভগ্ন হইয়া যায়। রাজ্য মধ্যে সম্রাটের মানই অধিক, এবং তাঁহার নথসকলও বিশুদ্ধ দীর্ঘাকার।

চৈনীয় জ্রীগণের পরিচ্ছদ অবলোকন করিলে, বোধ হয়, যেন তাহারা ইচ্ছা ও লজ্জাশীলতা দ্বারা আদিষ্ট। ইহাই একরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে। তাহাদের পরিচ্ছদ সাতিশর লম্বমান; আর তাহাদের যে বর্ণ ইচ্ছা হয়, তাহাই ব্যবহার করে; কিন্তু বৃদ্ধা জ্রীগণেরা সচরাচর কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদই পরিধান করেন।

জ্রীগণ কখন অবগুণ্ঠন ধারণ করে না; প্রত্যুত জ, গণদেশ, পা ও ওষ্ঠস্বয় চিত্র করে। চৈনীয়রা ইহাদের পাংগুধৰ্ম বয়ানের সাদৃশ্য আদর করিয়া থাকে; কুবজীগণ বেশ সকল কোকুয়াইয়া চাঁচর করে এবং তাহা স্বর্ণ অথবা রক্তত নির্মিত পুষা-

সমূহ দ্বারা ভূষিত করে। তাহা হইলে যে মন্তকাবরণ ব্যবহার করে, তাহা মণিমুক্ত পট্টিত, ও অতীব রমণীয়। ইহারাও ব্যজন ব্যবহার করিয়া থাকে।

চৈনীয়দের যে সকল কুপ্রথা আছে তন্মধ্যে সৌহ পাছুকা দ্বারা অবলাগণের পদব্রজ সংরক্ষণ করা রূপ কুপ্রথাই সর্ব প্রধান। অনেকেরই এইরূপ সংস্কার আছে, যে, চৈনীয়রা কামিনীগণের কুপ্রপদকে সৌন্দর্যের এক প্রধান চিহ্ন জ্ঞান করিয়াই তৎকর্মে এত অমুরক্ত; কিন্তু কোন কোন প্রস্কার ইহার এই কারণ দর্শান, যে, চৈনীয়রা স্ত্রীগণকে তাহাদের অধীনস্থ করিয়া যাবজ্জীবন অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত, এই উদ্যোগ অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু সে বাহা হউক, এই প্রথাভেদের কাল নিরূপণ করা সত্যিই দুঃসাধ্য; কিন্তু ইহা যে অতীব প্রাচীনকালাবধি চলিয়া আসিতেছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পরন্তু একদে এই কুপ্রথা ক্রমশঃ ক্রাস হইয়া আসিতেছে। তাহার স্ত্রীগণের পরিহদের সহিত চৈনীয় স্ত্রীগণের পরিহদের অনেক সাদৃশ্য আছে, কেবল এই ভিন্ন প্রভেদ, যে, তাহার পরিহর অতি সুস্বাদন

নয়, ও তাহার স্ত্রীগণ বস্ত্রঃস্থলে এক প্রকার বস্ত্রনী
পরিধান করে।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ।

চৈতনীয়রা মৃত্যুকে বাহুশ ভয় করে, এমন আর
কিছুতেই ছষ্ট হয় না। মৃত্যু হইলেই একেবারে
তাহাদের সমস্ত আশা ভরসার শেষ হয় ; তাহা-
দের মতে মৃত্যুর পর ক্ষুধার্ত্ত ভূত ঘোনি প্রাপ্ত
হইয়া হা হা করিয়া বেড়াইতে হয়। প্রাণ বিয়ো-
গের সময় তাহাদিগকে ভয়ানক বস্ত্রণা পাইতে
দেখা যায়, পরকালে যে অনন্ত সুখ লাভ করা যায়,
সে ভরসাতেও তাহারা আশ্বস্ত হয় না। এবং
অকস্মাৎ সেহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব, কি
করিব, এই আশঙ্কায় তাহাদের মাতনাত্ম আরোহিত
হয়। চৈতনীর শাস্ত্রকারেরা যে নির্দিষ্ট মৃত্যুক্রিকে
দেবতা তুল্য জ্ঞান করিতে, ও মহা সন্যাসোপে
তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সম্পাদন করিতে বিশেষ
বিধি নির্দেশের, তাহার কারণ এই, যে, তাহারা
হইলে উক্তরূপীবিধিগণ মৃত্যুতে বহু ভয় প্রাপ্তি

না, ও তদ্বারা তাহাদের শোকেও অনেক ক্রাস হইতে পারিবে ।

যে দিনে কোন চৈনীয়ের মৃত্যু হয়, সে দিন মহোৎসবে অতিবাহিত হইয়া থাকে ; এ২৫ ঐ সময় সে ব্যক্তি যত সম্মান ও সন্মান প্রাপ্ত হয়, তেমন তাহার জীবদ্দশার কখন অনুভূত হয় নাই ।

কোন লোকের মৃত্যুর মুহূর্ত্তক পরে, সে তাহার সম্মান স্মৃচক চিহ্নবিশিষ্ট নানাবিধ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ, ও বেশ ভূষায় ভূষিত হয় । অনন্তর একটী শব-সিন্দুক আনীত হইলে, তাহার তলায় কিঞ্চিৎ চূর্ণ প্রক্ষেপিত হয় ; পরে সকলে শবদেহ ধারণ করত, তাহার মস্তক একটী উপধানের উপর রাখা করিয়া, সমস্ত দেহ সিন্দুক মধ্যে সম্মিবেশিত করে, এবং পাছে সেই দেহ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, তন্নিবারণার্থ তাহার চতুর্দিকস্থে তুলা দিয়া, তাহাকে আটক করিয়া রাখে । দেহ হইতে রস ক্লেদাদি নির্গত হইলে, উক্ত চূর্ণ ও তুলাদ্বারাই তাহা শুষ্ক হইয়া যায় ।

এই প্রকারে সেই মৃতদেহ তিন দিবস অথবা কয়েক দিবস বহিঃপ্রকাশিত থাকে । ইতোমধ্যে

সেই মৃত ব্যক্তির বন্ধু বান্ধব, জ্ঞাতী কুটুম্ব সকলে আসিয়া, তাহাকে সম্মান প্রদান করে, এবং রাজার নিকট-সম্পর্কীয় লোকসকল সে কয় দিবস তাহার বাটীতেই অবস্থিতি করে। যে দালানের অভ্যন্তরে শবসিন্দুক রক্ষিত হয়, তাহা সমূহ শ্বেত বস্ত্রদ্বারা শোভিত হইয়া থাকে; কারণ শ্বেত-বর্ণই চৈতন্যদের শোক-চিহ্ন। শবসিন্দুকের সম্মুখে, এক মেজের উপর, মৃত ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি, এবং ঐ মূর্ত্তির চতুর্দিকে কতিপয় প্রফুলিত বর্জিকা, নানাবিধ গুচ্ছ, ও সুগন্ধি দ্রব্যজাত স্থাপিত থাকে।

যে সকল লোক সেই দালানে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা অগ্রে সেই শবসিন্দুককে এক্রূপে নমস্কার করে, যেন সে ব্যক্তি জীবিত আছে; এবং সেই মেজের সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রণিপাত হইয়া ভূমিতে নমস্কারঘাত করে। তৎপরে, তাহারা যে সকল সুগন্ধি দ্রব্য, ও কতিপয় মধুখণ্ডবর্জিকা অতি বহু আনয়ন করিয়াছে, তাহা সেই মেজের উপর রক্ষা করে। মৃতব্যক্তির আত্মীয় বন্ধুগণ সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া এই সকল ব্যাপারে নিরত থাকে।

আহার। মৃতব্যক্তিকে সম্মান প্রদানার্থ আগমন করে, তাহার পরে অপর গৃহে নীত হইয়া তথায় চাঁ, এবং ফল ও মিষ্টান্নাদি আহার করে ।

সমাধির দিবসে মৃতব্যক্তির বন্ধুবান্ধব, ও জাতি কুটুম্ব সকলেই নিমন্ত্রিত হয়, এবং সকলেই শবের সঙ্গে সমাধি স্থানে গমন করে ।

সকলে সমাধি স্থানে উপস্থিত হইলে, শব-সিন্দুক সমাধি মন্দিরের অভ্যন্তরে নিহিত বা প্রোথিত হয় । তৎপরে সমাধির অনতিদূরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন গৃহাস্তরস্থ সুসজ্জিত মেজোপরি মহা সমারোহে আহারাদি আরম্ভ হয় ।

চীনে সমাধি স্থানসকল নগরের কিঞ্চিদূরে দৃষ্ট হয়, এবং তাহার। সচরাচর চতুর্দিকে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে ।

কোন কোন চৈনীদের স্নেহ ও অনুরাগ এত অধিক, যে, তাহার। মৃত পিতৃবের শবদেহ অতি বহুপূর্বক তিন চারি বৎসর বাটীতেই রাখা করে । তিন বৎসর পর্যন্ত চৈনীদের শোক থাকে : এবং এই কয় বৎসরই তাহার। তত্ত্ব ব্যবহার করে, মৃত্যু বাৎস কর্ম করে না, এবং সকল প্রকার কার্যোদ একোদে বিরত থাকে ।

কোন চৈনীয়ের বিদেশে প্রাণ বিয়োগ হইলে, তাহার সম্মানদিগকে ঐ শবদেহ স্বদেশে আনয়ন করিয়া পৈতৃক সমাধি স্থানে নিহিত করিতে হয় ; তাহা নী করিলে সম্মানদের সাতিশয় অপমান ও কলঙ্ক হয় ।

চৈনীয়দের ব্যবসা বাণিজ্য, ও অপরাপর আচার ব্যবহার ।

চীনের আভ্যন্তরিক বাণিজ্য যাদ্বংশ বিস্তীর্ণ, অপরাপর দেশের সহিতও তদ্রূপ ।

দেশের মধ্যে যে সকল সংখ্যাতীত বৃহৎ বৃহৎ পরিখা ও নদী আছে, তদ্বারা বাণিজ্য দ্রব্যসমূহ গতায়াতের সাতিশয় সুবিধা হইয়াছে ; এবং তথায় যাদ্বংশ অসংখ্য লোক বাস করে, তাহাতে যে দ্রব্যসকল অতি শীঘ্র বিক্রয় হইয়া যায়, তাহার কোন সন্দেহ নাই । যদিও কোন ব্যক্তি দুইটা টাকা লইয়া, একটা সামান্য ব্যবসায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কালক্রমে সে এক জন মহাশয় হইয়া উঠে, ও বহুল অর্থ সংগ্রহ করে ।

চৈনীয়রা স্বভাবতঃ সাতিশয়, শঠ ও প্রতারক, বিশেষতঃ বণিকদিগের প্রবন্ধনা ও বিশ্বাসঘাতকতার তুলনা নাই। তাহারা যে প্রকারে ইউরোপীয় ক্রেতাকে প্রতারণা করিয়া, তাহার নিকট হইতে অধিক না লইয়া ক্ষান্ত হয় না।

এতদ্দেশীয় ব্রহ্মহুং হুং ইউরোপীয় বৈদেশিক সময়ে সময়ে অসংখ্য লোকে পরিপূর্ণ হয়, চীনের ব্রহ্মমগর সকল সর্সদাই সেইরূপ ক্রেতা ও বিক্রেতাগণে পরিপূর্ণ থাকে। বৈদেশিকেরাই চৈনীয় বণিকদিগের নিকট অতিশয় প্রবন্ধিত হয়; ইহাদের নিকট বণিকরা একবারে উন্নত হইয়া স্ব স্ব দুর্নিবার্য অর্থ-গুণু তা প্রকাশ করে।

নীচ লোকেরাই সর্সাপেক্ষা অধিক প্রবন্ধক; তাহারা ইচ্ছাশ লিপ্সু নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া কৃত্রিম প্রবাসকল প্রস্তুত করত বিক্রয় করে, যে, তাহাদের প্রতারণার অনুসন্ধান করা সাতিশয় দুঃসাধ্য। চীনের কৃত্রিম শূকর-জন্মা অতীব প্রসিদ্ধ। চৈনীয়রা প্রথমে একখানি কাষ্ঠ লইয়া তাহাকে উক্ত জন্মাকারে ছেদন করত, তাহাতে এক প্রকার ইচ্ছিকা লেপন করে; পরে তাহা শূকরচর্ম্মা হিত করিয়া ইচ্ছিকা আচ্ছাদ্যরূপে চিত্রিত করে, যে,

ছুরিকা ব্যতিরেকে কোন ক্রমে তাহার কৃত্রিমতা প্রকাশ করা যায় না ।

চৈনীয়রা অৰ্ণব-বাণিজ্য বিষয়ে সাতিশয় অনভিজ্ঞ, এবং অনুপযুক্ত ; তাহাদের পোতসকল মাগু-প্রণালী পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে ; কখন কখন তাহারা বাটেভিয়া দিয়া আচেনে বাণিজ্য করিতে আইসে । জাপানের সহিত তাহাদের যে বাণিজ্য প্রচলিত আছে, তাহাতে তাহাদের যথেষ্ট লাভ হয় ।

চৈনীয়দের অৰ্ণববাণিজ্যোন্নতির এই ঘোর প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, যে তাহারা ইহাতে একান্ত অনন্যযোগ করে না, এবং তাহাদের পোতসকলও তাৎক্ষণ মুল্লররূপে নির্মিত নয় । চৈনীয়রা যে এই বিষয়ে অতিশয় ন্যূন, তাহা তাহারা স্বীকার করিয়া থাকে ; কিন্তু দেশের ও রাজ নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় বলিয়া, তাহারা ইহার উন্নতির চেষ্টা পায় না ।

চৈনীয়রা অতিশয় মৃগয়াবৃত্ত নহে । ধনশালী ব্যক্তির তাহাদের উদ্যোগের একপাশে কৃত্রিম অরণ্য প্রস্তুত করত, তন্মধ্যে বন্য জন্তুসকল ছাড়িয়া

রাখে, এবং কদাচিৎ ইচ্ছাক্রমে তাহার দুই একটা শিকার করে। চৈনীয়রা মৎস্য ধরাকে আশ্রয় জান না করিয়া বরং তাহাকে পরিভ্রম, ও বাণিজ্যের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে।

চৈনীয়রা স্বভাবতঃ গম্ভীর। তাহাদিগকে সৰ্বদা আশ্রয় প্রমোদে কালযাপন করিতে দেখা যায় না; তাহারা অত্যন্তকালই নৃত্য গীতাদিতে ক্লেপণ করিয়া থাকে। তাহাদের শাস্ত্রে যে সকল পর্বেৎসবের বিধি আছে, তাহাদের নিয়মসকল সাতিশয় কঠিন। সকল উৎসবের মধ্যে ‘দীপোৎসব’ নামক পর্বেই সৰ্ব্বপ্রধান, এবং ইহা অসাধারণ সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। চীন রাজ্যের সকল স্থানেই এই মহোৎসব হয়; এক দিন সন্ধ্যার সময় সমস্ত চীন এককালে আলোকিত হয়। প্রত্যেক নগর, গ্রাম, এবং সমুদ্র ও নদীতীরসকলে নানাপ্রকার লাণ্টনে দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। ভূমণ্ডলে যে চৈনীয় অমিক্রীড়া সাতিশয় প্রসিদ্ধ, তাহা এই পর্বাৎসবের সময় হয়। পর্বেৎসবের সময় চৈনীয়রা সমারোহে ভোজ প্রদান করিয়া থাকে। তাহারা ইউরোপীয় কাতিসমূহের ন্যায় কেদেয়ায়

উপবেশনপূর্বক, মেজের উপরে আহাৰ্য্য লইয়া ভোজন করে । কিন্তু তাহাদের আহাৰ বড় উত্তম নয় ; শূকর, মেষ, এবং ছাগ মাংসই সৰ্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অশ্ব, কুকুর, বিড়াল, ও মৃষিক মাংসও সচরাচর বাজারে বিক্রীত হয় ।

চৈনীয়দের নিমন্ত্ৰণ করা একবারে স্থিরনিশ্চয় হয় না, তিন চারিবারে তাহা স্থির হয় । চীনে এই প্রকার এক প্রথা আছে, যে মার্চ মাসের প্রথম দিবসাবধি রাজ্যের ভিন্ন নগরের প্রধান প্রধান রাজপথে, নাট্য মঞ্চোপরি নানাবিধ নাটকের অভিনয়ান্ত হয়, এবং দীন দরিদ্র লোক সকলে নির্বিঘ্নে ও মহানন্দে তাহা অবলোকন করে । এই প্রকার কতিপয় দিবস প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাপর্যন্ত নৃত্য গীতাদি হয় । সম্রাট এই সকলের ব্যয়সাধন করত, দীনহীনের ভূরি ভূরি আশীর্বাদ লাভ করেন ।

চৈনীয়রা বৃদ্ধ লোককে সাতিশয় মান্য করে, এবং তাহার সকল কথাই গ্রাহ্য করে । চীনে অত্যল্পমাত্র মদ্যের ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সকলেই তাম্বাকুট ব্যবহার করিয়া থাকে । অন্যান্য দেশে যত্নসূচীপানের আভিষম্য নিবন্ধন লোকসমূহ

একবারে উৎসন্ন প্রাপ্ত হইতেছে, চীনে কখনই তাড়ন মানদ-চূর্ণনা অবলোকিত হয় না। তথায় অতিশয় তেজস্কর সুরাপান রাজনিয়মদ্বারা নিষিদ্ধ। চৈনীয়রা যে মদ্য ব্যবহার করে, তাহা জ্বাকাকল হইতে উৎপন্ন হয় না, একপ্রকার তণ্ডুল হইতে তাহারা মদ্য প্রস্তুত করিয়া, তাহাঁই কোন পর্বে ১২-সবের সময় অল্প পরিমাণে পান করে। চীনে অহিক্বেণের ব্যবহার অতিশয় প্রবল। চৈনীয়রা অহিক্বেণদ্বারা চণ্ড প্রস্তুত করত তাহার ধূম পান করিয়া থাকে ; ইহা একটা ভয়ানক কুপ্রথা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

চৈনীয়দের সাহিত্য, শিল্প, ও দর্শনশাস্ত্র ।

ভাষা ।

অতীত প্রাচীনকালে যে সকল ভাষা মনুষ্য সমাজে কথোপকথনে ব্যবহৃত হইত, তন্মধ্যে চৈনীয় ভাষাই একালপর্য্যন্ত বাক্যে প্রচলিত রহিয়াছে । প্রিনাড্ এবং আবি গ্রোবিয়ার্ কহেন, যে চীন রাজ্য সংস্থাপনাবধি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ইহার কোন অংশই অধিক পরিবর্তিত হয় নাই ।

চীন-ভাষা একবর্ণীভাষ্যক, অর্থাৎ এক-এক অক্ষর এক এক শব্দের প্রতিকল্প । ইহাতে ক্রিয়া, গুণ, ও অব্যবাচক এই তিন প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ নাই, ইহার সকল শব্দই অব্যবাচক । ঐ শব্দ সকল উচ্চারণ ভেদে কখন ক্রিয়াবাচক, এবং কখন বা গুণবাচক হইয়া থাকে । এই ভাষায় অশীতি সহস্র বর্ণ, সুতরাং অশীতি সহস্র শব্দ আছে ।

সাতিশয় যত্নশীল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বহু কষ্টে এই ভাষা অভ্যাস করিয়া, তাহাতে বিবিধ প্রকার অভিধান ও ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন । কলতঃ এ ব্যাপার বড় সহজ নহে ; বৈদেশিক ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করা সে কত কষ্ট, তাহা কাহারো অবিদিত নাই । বিশেষতঃ চৈনীয় ভাষা অন্যান্য ভাষাপেক্ষা সাতিশয় ছুরূহ, এবং এ ভাষা-শিক্ষারও কোন উত্তম নিয়ম নির্দিষ্ট নাই । কিন্তু পরিশ্রমী ইউরোপীয় মিসনরিগণ এ সকল ক্লেশ অতিক্রম করিয়া, সুললিত সরল চৈনীয় ভাষায় যে সকল বাইবল্ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা অতি সামান্য চৈনীয়েরও হৃদয়ঙ্গম হয় ।

খ্রীঃ শকের ১১০০ বৎসর পূর্বে পৌসি নামে এক চৈনীয় সর্ব প্রথম 'লুনু' নামক একখানি চৈনীয় অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন । সে গ্রন্থ খামি একালপর্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । পৌসির পর অন্যান্য লোকে ও নানা প্রকার অভিধান রচনা করিয়াছেন । কাঙ্গি সম্রাট তদীয় রাজত্বের মহাখরচা পণ্ডিতগণ দ্বারা, সংস্কৃত অভিধানের অনু-করণে, 'কিটিং' নামক একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান

প্রস্তুত কারন, তাহা দ্বাদ্বিংশৎ খণ্ডে পরিণিত ।
চৈনীয় পণ্ডিতগণের অনেকে ভাষা বিষয়ে অনেক
প্রকার গ্রন্থ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই এক
খানি রীতিমত ব্যাকরণ রচনা করেন নাই ।

একণে চৈনীয় ভাষা চারিভাগে বিভক্ত ; প্রথম,
“কৌয়েন্,” অর্থাৎ রাজভাষা । এই ভাষায় চুকিং,
চিকিং প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসকল বিরচিত । ইহা
একণে কথোপকথনে প্রচলিত নাই ; কিন্তু পূর্বকালে
যে তাহা বাক্যে ব্যবহৃত হইত, তাহা উক্ত গ্রন্থসমূহ
দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে । ইহা সাতিশয় মূল-
লিত, এবং ইহাতে ষাটশ গুরুতর মহত্বাব সকল
অত্যন্ত কথায় প্রকাশ করা যায়, এমন অপর
তিনটি ভাষায় হয় না ।

দ্বিতীয়, “ওয়েঞ্চাং” ; ইহা কখনই বাক্যে প্রচ-
লিত নাই । ইহার রচনার ধারা সাতিশয় উক্ত,
কিন্তু ইহাতে বিজ্ঞান, ও দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থসকল
রচনা করা যায় না ।

তৃতীয়, “কৌয়ান্‌হোয়া” ; এই ভাষা বিচার-
লয়ে, এবং পণ্ডিতমণ্ডলীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।
ইহাই একণে রাজ্যমধ্যে কথোপকথনে প্রচলিত
আছে । ইহা পিকিন্, ও কিয়াংনান্ নিবাসী

চৈনীয় স্বায়াই পরিশুদ্ধ ও সুচারুরূপে উচ্চারিত হয় ।

চতুর্থ, “হ্যাংটান্” ; চীনের নীচ লোক ও পল্লিগ্রাম বাসিরাই এই ভাষা সচরাচর ব্যবহার করে । স্থানভেদে ইহার ঐক্য উচ্চারণ ভেদ ঘটয়া থাকে, যে মহা ইহার বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না ।

প্রাচীন চৈনীয়রা ছেদ-চিকুনকলে অনভিজ্ঞ ছিল । আধুনিক চৈনীয়রাও তাহাদের মান রক্ষার নিমিত্ত গুরুতর রচনাদিতে, অথবা সভ্যতার নিকট যে রচনা প্রেরিত হইবে, তাহাতে ছেদ চিহ্নের প্রতি কখনই মনোযোগ করে না । কেবল ছাত্রদের বোধ-সৌকর্য্যার্থে, কোন কোন গ্রন্থে, দুই একটা দৃষ্টিগোচর হয় ।

কাব্য ।

চীনে কবিতার সমাদর সর্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং চৈনীয় গ্রন্থকাল্পণের মধ্যে অতি অল্প লোকই কবিতা-দেবীর উপাসনা করেন নাই ।

স্বভাবিক বা প্রকৃতি হইতে যে সকল নিয়ম উদ্ভূত

হইয়াছে, তাহা যে সর্বত্র সমান হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই; যেহেতু প্রকৃতি সর্বত্রই এক রূপ । চৈনীয়-কবিতা রচনার নিয়ম হইতে, বাল্মীকির ও হরেরের নিয়মের অল্প প্রভেদই লক্ষিত হয়; কারণ মিৎছিং নামক এক খানি চৈনীয় পুস্তকে যে রূপ কবিতা রচনার নিয়ম সকল বর্ণিত আছে, তদ্বারাই উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ।

সর্বসাধারণের উপকার ও সুবিধার্থে, চৈনীয় গণ্ডিতগণ সর্বপ্রকার নীতিই সরল সরল কবিতা ও গীতচ্ছন্দে রচনা করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন; কারণ, তাহা হইলে সকলেই ঐ সকল অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয় থাকে ।

এতদ্ব্যতীত যে নিয়মে নাটক সকল রচিত হইয়া থাকে, তাহা চৈনীয়রা অবগত নহে । তাহারা নাটকে নায়কের কোন একটা প্রসিদ্ধ ক্রিয়া বর্ণন করে না, তাঁহার সমস্ত জীবন বৃত্তান্তটাই একবারে বর্ণন করে । “এইরূপে নাটকে ক্রমান্বয়ে চলিশ পঞ্চাশ বৎসরের ঘটনা সকল নিবিষ্ট হইয়া থাকে ।

তাহারা করুণা-রস-প্রধান নাটক হইতে হাস্য-রস-প্রধান নাটকের কোন প্রভেদ করে না, এবং

তন্নিবন্ধন ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ নিয়মও নির্দ্ধারিত নাই। প্রত্যেক নাটক বিবিধ অঙ্কে বিভক্ত, ও তাহার প্রথমে এক সুদীর্ঘ উপক্রমণিকা সংযুক্ত থাকে। প্রত্যেক অভিনায়ক দর্শকগণ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, স্বীয় নাম ও অভিনেতব্য বিষয়সকল সূচনান্তর অভিনয় আরম্ভ করেন; এবং এক জন অভিনায়কই তিনত্ৰ পাত্রে পরিবর্তিত হইয়া অভিনয় করিয়া থাকেন।

নাটকে যে সকল নঙ্গীত থাকে, তাহা এক এক জনে এক একটা করিয়া গান করে, কখন বহু লোক মিলিয়া একত্রে গায় না। যখন নাটো-লিখিত কোন ব্যক্তি সাতিশয় ক্রোধযুক্ত, অথবা স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হয়, তখনই সে গীত আরম্ভ করে, এবং কবিতাতেই সমস্ত কল্পন্য কথা ব্যক্ত করে। চৈনীয়রা যেমন রহস্যাদি রঙ্গ ভঙ্গে সাতিশয় প্রিয় নহে, তাহাদের নাটকেও সে সকল ব্যাপার বড় ছড়িগোচর হয় না।

জ্যোতিঃশাস্ত্র ।

চৈনীয়েরা এই শাস্ত্রে কি পর্যন্ত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে, তাহাষয়ে অনেকে অনেক প্রকার কহিয়া থাকেন । কেহ কেহ বলেন, যে, অতীব প্রাচীন কালাবধি তাহাদের ঐ শাস্ত্রে সনীতীন ব্যুৎপত্তি আছে; আবার কোন কোন লোক কহেন, যে তাহার। একাল পর্যন্তও উক্ত শাস্ত্রে নিতান্ত অদভিজ্ঞ । কিন্তু, বস্তুতঃ চৈনীয়েরা যে অপরাপর বিদ্যোৎসাহী জাতিসমূহের ন্যায় জ্যোতিঃশাস্ত্রে একপ্রকার বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই । কারণ চৈনীয়দের চুকিং নামক প্রাচীন ইতিহাসের এক স্থানে একপূর্ণ বর্ণিত আছে, যে, ইয়াও সম্রাট্ সাব-কাশক্রমে তাঁহার দুই জন প্রধান মান্দারিন্কে ঐ শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতেন । ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে, ইয়াওর জ্যোতির্বিদ্যাতে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি ছিল, এবং তিনি তাহার উন্নতির নিমিত্তও সচেষ্ট ছিলেন । কিন্তু এক্ষণে এইটী বিবেচনা করা কর্তব্য যে, যে কালে ইয়াও চীনে রাজত্ব করিতেন, সে অতীব প্রাচীন কাল, তৎকালে

কোন শাস্ত্রের সম্যগুন্নতি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ; তখন জ্যোতিষচর্চার আরম্ভ হইয়াছে বলিলেই হয় । কিন্তু ইয়াওর পর অনেকানেক বিদ্যোৎসাহী সম্রাট্ চীনে রাজত্ব করিয়াগিয়াছেন, তাঁহারা যে এই অতীব প্রয়োজনীয় শাস্ত্র জ্ঞাবহেলন পূর্বক তাহার উন্নতির নিমিত্ত যত্নশীল হন নাই, ইহা কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না ।

চৈনীয়রা বহুকালাবধি চন্দ্র, সূর্য্য, গৃহগণ ও নক্ষত্রবৃন্দের গতিবিধির বিষয় বিশ্লেষ রূপে অগ্রগত আছে । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে রূপে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ও শনি এই গ্রহপঞ্চের ভ্রমণনিকূপণ করেন, তাহারাও সেই রূপে তাহাদের গতির স্থির করিয়াছে । কিন্তু গ্রহগণ আকাশ-মণ্ডলের কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, এবং কখনই তাহারা অগ্রসর, ও কখন পশ্চাদগামী হয়, তাঁহাষয়ে তাহারা সন্ধ্যক্ অবগত নহে । কলতঃ ঐ শাস্ত্রের অম্যান্য অংশ তাহাদের অবিদিত নাই ।

পণ্ডিত-শাস্ত্র-বিশারদ মেসুট্ মিছনারিগণ চৈনীয় জ্যোতিষের অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন । সিকিমে জ্যোতিষ মিশ্রণেরে যে এক সাক্ষ্যদান

আছে, তথায় জ্যোতিঃসম্বন্ধীয় অনেক যন্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় ; মিসনরিগণ ইহাদিগের পর্য-
বেক্ষণপূর্বক, যে সকল যন্ত্র ভগ্ন ও অকর্মণ্য হইয়া-
ছিল, তাহাদের জীর্ণসংস্কার, এবং অন্যান্য নূতন
যন্ত্রসকল নির্মাণ পুরঃসর চৈনীয়দের যথেষ্ট উপ-
কার করিয়া গিয়াছেন ।

ইউরোপীয় প্রধানতঃ প্রদেশের রাজধানীতে
জ্যোতিঃশাস্ত্রের ষাটশী আলোচনা হইয়া থাকে,
বর্ত্তমানকালে পিকিনেও সেইরূপ ছুটিগোচর
হয় । ইহার নিমিত্ত তথায় একটা প্রসিদ্ধ সমাজ
সংস্থাপিত আছে ; গ্রহণ গণনা করাই এই সমা-
জের প্রধান কর্ম্ম । সমাজস্থ পণ্ডিতগণকে যথা
নিয়মে গ্রহণ গণনা করত, অগ্রে সম্রাটকে তাহার
দিন, মুকূর্ভ, স্থিতি প্রভৃতি তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত
ব্যাপার অবগত করাইতে হয় । তৎপরে তাহারা
ঐ সকল বৃত্তান্ত বহুস্থ হই অক্ষরে লিখিয়া, পিকি-
নের কোন প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত করেন ।

গ্রহণ কাল উপস্থিত হইলে, মান্দারিন্গণকে ঐ
সমাজে উপনীত হইয়া, চৈনীয় শাস্ত্রসম্মত গ্রহণ-
সময়োচিত ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে হয় ।
এখনও ষাটশ অস্বদেশীয় অনেক 'লোকের একরূপ

ভ্রম আছে, যে, রাহ আসিয়া চক্র অথবা সূর্য্যকে
 গ্রাস করিলে গ্রহণ হয়, চীনের অধিকাংশ লোকই
 এই ভ্রান্তমতাবলম্বী। তাহারাও রাহকে ভয়
 প্রদর্শনার্থ শব্দ, ঘটনা, প্রভৃতি নামাবিধ বাদ্যের
 শব্দ করিয়া থাকে। পরন্তু অশ্মদেশীয় মহানুভব
 বিদ্বজ্জনগণ গ্রহণ সম্বন্ধীয় প্রাচীন-মতানুযায়ী,
 কুম্ভসংস্কার সংকুল ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানসকল নিলক্ষণ
 ভ্রমাত্মক জানিয়াও, যেরূপ ভ্রান্তিজালে জড়ীভূত
 হইয়া, পূর্ব্বমতের অনুমোদন করিয়া থাকেন,
 তরূপ বিদ্যালোকোদ্দীপিত চৈনীয় গুণিগণেরাও
 পূর্ব্বমত ভ্রান্তিসংকুল জানিয়া, তন্মতের পরি-
 পোষণার্থ, গ্রহণসময়ে নানাপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান
 করেন। প্রত্যুত তাহা না করিয়াই বা করেন
 কি, সমাজের অনুরোধে সর্ব্বদাই প্ররুতি ও যুক্তি-
 বিরুদ্ধ কর্ম্মসকলে নিরত হইতে হয়।

চৈনীয়রা চক্র-কলার ক্রাস রক্তির যথার্থ তত্ত্ব
 অবগত নহে। তাহারা প্রতিপত্তিধিকে ‘চো’
 অর্থাৎ আরম্ভ, এবং পূর্ণিমাকে ‘উয়াং’ অর্থাৎ
 পূর্ণাশা কহিয়া থাকে। তাহারা মাসসকল সমান
 দিনে বিভাগ করে না; তাহাদের দিনের বিভাগ
 ষাদশ ঘণ্টা, এবং বর্ষারম্ভনীসময়ে তাহাদের

দিনের আরম্ভ, ও শেষ হয়। উদীচ্য-নভোমণ্ডলে
রহন্তব্যক নামে যে এক নক্ষত্ররাশি আছে, তাহা
তাহারাও নিরূপণ করিয়াছে। তাহাদের রাশিচক্রে
অষ্টবিংশতি নক্ষত্রপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাতে
আমাদের দ্বাদশ রাশি, ও তন্মিকটবর্তী অপর
কতিপয় নক্ষত্ররন্দ আছে।

গণিতশাস্ত্রের মধ্যে চৈনীয়রা জ্যোতিষ্-গণনা,
ও পাটীগণিত বিষয়েই বিলক্ষণ নিপুণ; এবং
জ্যামিতি, কি ত্রিকোণমিতি, কি বীজগণিত এ সকল
বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

কাগজ, কালী, এবং মুদ্রায়ন্ত্র।

চৈনীয়েরা এক্ষণে যে কাগজ ব্যবহার করিয়া
থাকে, তাহা খ্রীঃ শকের ১০৫ বৎসর পূর্বে প্রথম
প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে। ইতি পূর্বে তাহারা
কাপাস ও রেশম নিষ্পিত বস্ত্রে লিখিত। ইহা-
পেকাও পূর্বতন কালে, তাহারা বংশ বস্কলে ও
ধাতু পাত্রে ঐ কার্য্য সমাধা করিত। অনন্তর
হোটি সম্রাটের রাজত্ব কালীন এক জন আন্দারিন্
এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত করিয়া দেখিলেন, যে,

তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক কর্মোপযোগী হয় । তিনি প্রথমতঃ ভিন্ন২ রকমের বস্ত্র, শণ, ও পুরাতন রেশম একত্র করিয়া তাহা সিন্ধু করেন, এবং তাহা হইতে যে মণ্ড উৎপন্ন হয়, তদ্বারাই তিনি কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন । কালক্রমে চৈনীয়েরা তাহাদের বুদ্ধি-কৌশল ও পরিশ্রম দ্বারা এই আবিষ্কার উন্নতি করিয়াছে ; এবং কি প্রকারে নানাবিধ কাগজকে শ্বেত বর্ণ, পরিষ্কার, ও চিত্রণ করিতে হয় তাহার রহস্য অবগত হইয়া তৎসমুদয়ের সচ্ছপায় স্থির করিয়াছে ।

বর্তমানকালে চীনে নানা প্রকার উত্তমোত্তম কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে । চৈনীয়েরা যে সহজোপায়ে উৎকৃষ্ট কাগজ সকল প্রস্তুত করে, তাহা ইউরোপীয় শিল্পকার সমূহেরা অবগত নহে ।

চীনের কালী অতিশয় প্রসিদ্ধ । নানা প্রকার দ্রব্যের ধূম হইতে যে ভূষা উৎপন্ন হয়, তদ্বারাই চৈনীয়েরা কালী প্রস্তুত করে ; বিশেষতঃ প্রদীপের শীর্ষ হইতে যে ভূষা উৎপন্ন হয়, তাহাতে অন্যান্য দ্রব্য সংযোগ করিয়া তদ্বারা তাহার উৎকৃষ্ট কালী প্রস্তুত করে । এই কালীকে কোন

মুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ইহার দুর্গন্ধ বিনাশ করে, এবং অপর কোন দ্রব্যের যোগে কালীকে দৃঢ়রূপে জমাইয়া, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন পূর্বক বিক্রয় করে। কিয়াংনান্ প্রদেশ-শান্তর্ভর্ত্তী হৈচিউ নগরে যে কালী প্রস্তুত হয়, তাহাই চীনে সর্বোৎকৃষ্ট। তত্রত্য শিল্পকারগণ এই কালী প্রস্তুতের নিয়ম, বিদেশিদের ত কথাই নাই, স্বদেশীয়ের নিকটেও গোপন করে।

যে মুদ্রা যন্ত্র অত্যল্প কাল পূর্বে ইউরোপে আবিষ্কৃত ও নির্মিত হইয়া সর্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে, চীন রাজ্যে সেই প্রথম প্রয়োজনীয় শিল্প নির্মাণ অতীব পূর্বতন কালে প্রকাশিত হইয়া, তদবধি তথায় তাহার ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। ফলতঃ চৈনীয় মুদ্রাযন্ত্র ইউরোপীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে ভিন্ন, কিন্তু কোন ক্রমেই তদপেক্ষা উত্তমতর নহে। চীন ভাষার বর্ণসমূহ যাদ্ধশ অসংখ্য, তাহাতে কোন গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে হইলে, চৈনীয়রা সমস্ত গ্রন্থখানি ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠ কলকে খোদিত করাই তৎসম্পাদনের সহজোপায় জ্ঞান করে। তাহারা প্রথমতঃ অতি কঠিন কাষ্ঠ হইতে অসংখ্য কলক প্রস্তুত করতঃ প্রত্যেক প্রতি পৃষ্ঠার শব্দাকর সকল

এক এক ভিন্ন ভিন্ন ফলকে খোদিত করে ; তৎপরে মুদ্রাকর সেই খোদিত ফলকোপরি বুরুস দ্বারা কালী লেপন পূর্বক তদুপরি কাগজ স্থাপন করত এক খানি কোমল বুরুস লইয়া তাহা সেই কাগজোপরি মন্দ মন্দ আকর্ষণ, ও অল্প অল্প চাপ প্রদান করে, এবং তাহাতেই কাগজ মুদ্রিত হয় । চৈনীয় কাগজ অতিশয় পাতলা, এতৎপ্রযুক্ত তাহার এক পৃষ্ঠাই মুদ্রিত হইয়া থাকে ; এবং পুস্তক প্রস্তুত হইলে অমুদ্রিত পৃষ্ঠাতে পত্র-দ্বয় আটা দ্বারা সংযোজিত হয় । চৈনীয়রা আমাদের ন্যায় পুস্তক বন্ধন করিতে জানে না, একখানি স্থূল কাগজ দ্বারাই পুস্তকের আচ্ছাদন সম্পাদন করে ।

চৈনীয়দের যস্যাদার নাই ; এক খানি প্রস্তর খণ্ডে স্বলবিন্দু নিঃক্ষেপ করিয়া তাহাতে ঘনীভূত কালীখণ্ড ঘর্ষণ করে, এবং তাহাতে তরল কালী প্রস্তুত হইলে, লেখনীর পরিবর্তে তুলি লইয়া সেই কালীতে লিখনারম্ভ করে ।

চিকিৎসা শাস্ত্র ।—চীনে অতি প্রাচীন কাল-
বধি এই শাস্ত্রের অনুশীলন হইতেছে, কিন্তু তাহার

বিশেষ উন্নতি সাধন হয় নাই । চৈনীয়দের ঔষধ ব্যবহার বিষয়ক ব্যবস্থা ইংরাজদের অপেক্ষা অধিক বিস্তীর্ণ ; কিন্তু চৈনীয়দের চিকিৎসকেরা ব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় পারদর্শী নহে । ইহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রের নাম “পুঙ্খো-কাংমু.” তাহাতে দ্বিপঞ্চাশৎ খানি পুস্তক । পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার গুণসকল ইহাতে ব্যক্ত হয় নাই । ফলতঃ যে দেশের লোকদের মধ্যে মৃত-শরীর ছেদন করা মহা দোষ ও পাপ বলিয়া কুসংস্কার আছে, তথায় যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কখন উন্নতি হইবে না, তাহা, বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করেন । কিন্তু চৈনীয়দের যাদুশাস্ত্র অসাধারণ নাড়ীজ্ঞান, এমন অপর জাতির মধ্যে ছুটিগোচর হয় না । নাড়ীজ্ঞানই তাহাদের রোগ নির্ণয়ের অন্যান্যোৎকৃষ্ট উপায় । চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করিয়া ভ্রম-ক্রমে তাহার উপযুক্ত ঔষধ প্রদান করিতে না পারিলে, রাজনিয়মানুসারে দণ্ডনীয় হন । পাপকর্ম হইতে যে রোগোৎপন্ন হয়, তাহা আরোগ্য করিতে প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরাও কখন সাহস করেন না । চীনে টিকা প্রদানের প্রথা বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, এবং চৈনীয়রাও

এ বিষয়ে সমধিক নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে ।
অল্প কাল হইল তথায় গোবীজে টিকা দানের
প্রথা প্রচলিত হইয়াছে ।

সঙ্গীত শাস্ত্র ।

ভারতবর্ষ, গ্রীস, এবং মিসর দেশের প্রাচীন
সঙ্গীত বিষয়ে তত্ত্বতা মানব সমূহের যাদুশ সংস্কার
আছে, এবং তৎসময়ে যাদুশ অসংখ্য অত্যাশ্চর্য
অদ্ভুত উপাখ্যান প্রবণ করা যায়, চৈনীয়দের
মধ্যেও সেই রূপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । তাহা-
রাও তাহাদের প্রাচীন সঙ্গীতের অনুপম মধুরতা
ও বিমুগ্ধকারিতার নিমিত্ত সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ
করে । কর্ণগোচর হয়, যেমন মিসর দেশীয় হার্মিস্-
ট্রিস্-মেজিষ্টাস্ তদীয় মধুর কণ্ঠের অলৌকিক
মিষ্টতা এবং মনোহারিতা দ্বারা এককালে মানব
জাতির সভ্যতা সম্পাদন করিয়াছিলেন ; যেমন
ভারতবর্ষীয় শূলপাণি তাঁহার গীতিকার স্বস্বরতা
এবং অনুপম বিস্ময়তা দ্বারা ; অতীব ভীষণ, ও
কুরাস্বক ভুজঙ্গকুলকে বশীভূত করিয়াছিলেন,
শ্রীকৃষ্ণ তদীয় মোহন মুরলীর চিত্তবিনোদক মধুর

ধ্বনি দ্বারা গোপিনীগণের মনোহরণ ও যমুনাকে বিপরীতাভিমুখিনী করিয়াছিলেন, এবং তানসান, রামদাস প্রভৃতি কতিপয় সঙ্গীতবিশারদ তাঁহাদের অসাধারণ মূললিত বিশুদ্ধ স্বরসংযুক্ত বীণা বাদন ও চমৎকার গীতশ্রেণীদ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বালন, রুষ্টি-বর্ষণ, ও বন্য জন্তুদিগকে আকর্ষণ ও যুক্ত করিয়া ছিলেন ; যেমন গ্রীষ্মদেশীয় আফ্রিকান কেবল তাঁহার স্বরের ঐক্য, ও তদ্বৎপন্ন মধুরতা দ্বারা অসংখ্য নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন ; এবং অফ্রিকাস্ তদীয় অদ্ভুত বীণাধ্বনি দ্বারা নদীসমূহের শ্রোত নিবারণ, ও পর্বতরুদ্ধকে তাঁহার অনুবর্ত্তী করিয়াছিলেন ; তদ্রূপ চৈতনীয় লিংলান্, কোই, এবং পিয়োকিয়া তাঁহাদের কিন্ ও চি নামক প্রস্তরের মনোহর ধ্বনি দ্বারা মানবসমূহের অন্তঃকরণ বিগলিত, ও অতি ভীষণ দুর্দম বন্য-জন্তুদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন ।

এতদপেক্ষা আরও অনেকানেক অদ্ভুত গল্প আছে, যাহা বর্ণন করিয়া চৈতনীয়রা তাহাদের প্রাচীন সঙ্গীতের উৎকর্ষ প্রচার করে । তাহাদের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার যন্ত্রাদি আছে, কিন্তু সে সকল যে আমাদের যন্ত্রসমূহ হইতে ভিন্ন,

তাঁহা বলা বাহুল্য ; কেবল চুম্ববাদ্য ও দংশি
গুলিনেরই সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় । ফলতঃ এই-
টাই সাতিশয় আশ্চর্যের বিষয়, যে আমরা যেভাবে
দুরকে প্রধান প্রধান স্তম্ভভাগে বিভাগ করি, চৈনী-
য়রাও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে । পৃথ-
ক বর্ণিত হইয়াছে, যে চীনে এক প্রকার প্রস্তর
জন্মে, তাহা হইতে সাতিশয় শ্রবণ-সুখকর ধ্বনি
উৎপন্ন হয় । চৈনীয়রা এই প্রস্তরে যে বাদ্য
যন্ত্রাদি নির্মাণ করে, তাহাকে তাহারা কিং কহে,
সেই যন্ত্র অতিশয় সুশ্রাব্য । ফলতঃ এরূপ প্রথা
অপরূপরূপে দেশে নয়নগোচর হয় না ।

চিত্রবিদ্যা, ও অন্যান্য শিল্পনির্মাণ ।

ইউরোপীয় শিল্পিগণ কখন চৈনীয়দের
চিত্র নির্মাণের প্রশংসা করেন না ; কিন্তু বাস্তবিক
ইহারা যে, চিত্রবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ, তাহারা
কোন সন্দেহ নাই । চৈনীয় চিত্রকারগণের মধ্যে
লিভ্রাণ্, লিম্বয়র, এবং মিংনাউ অধিক বশস্বী
ছিলেন । চৈনীয়রা মানব-প্রতিমূর্তি চিত্রিত
করণাপেক্ষা, অন্যান্য জীবন্ত, এবং কল পুষ্পের

উৎকৃষ্ট চিত্র করিতে পারে। তাহার গৃহের অভ্যন্তরস্থ প্রাচীরে ক্ষেত্র, উদ্যান, বন, উপবন, নদী, ও পর্বতসকল ঈদৃশ অসাধারণ উৎকৃষ্ট এবং সুন্দররূপে চিত্রিত করে, যে তাহা অবলোকন করিলে বিমোহিত হইতে হয়, এবং প্রকৃত বলিয়া সম্পূর্ণ ভ্রম জন্মায়। অধিক কি বলিব, একাল পর্যন্ত কোন স্থানে তাহার তুলনা হইল না।

চৈনীয়রা দেবমূর্তি ভিন্ন অন্য কোন প্রকার প্রস্তর অথবা দারুময় প্রতিমা নির্মাণে সুনিপুণ নহে; এবং সেই দেবমূর্তিসকলও উত্তমরূপে নির্মাণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ চীনে ভাস্কর বিদ্যার সমধিক সমাদর ও উৎসাহ নাই।

তাহারা গৃহাদি নির্মাণ বিষয়ে এক প্রকার পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে, বলিতে হইবে। এই শিল্প বিষয়ে যে সকল নিয়ম নিরূপিত আছে, তাহা অতীব উত্তম; তদনুসারে গৃহাদি নির্মাণ করিলে, গৃহসকল দেখিতে সুন্দর, অতি প্রকাণ্ড, ও বহুকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। অপরূপ জাতি অপেক্ষা চৈনীয়রা উদ্যান শোভন বিষয়ে অতিশয় নিপুণ। চীন সম্রাটের ভাতারে বেহলু, এবং শিকিউন ঘেন্মিন্-ঘেন্ নামে যে দুইটা উদ্যান

আছে, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তাহাদের তুলনা পাওয়া ভার । বিশেষতঃ পিকিনের উদ্যানটা একটা অদ্ভুত সৃষ্টি ; তন্মধ্যে যে রাজভবন আছে, তাহা অতিশয় প্রকাণ্ড ও চমৎকার ; তন্মধ্যে উদ্যানের যে কি পর্য্যন্ত শোভা রুদ্ধি হইয়াছে, তাহা বাক্য করা দুঃসাধ্য । চৈনীয়দের সেতু নির্মাণের নিয়ম অতীব উৎকৃষ্ট । তত্রত্য নদী ও পরিখা সকলের উপরে যে সকল সেতু আছে, তাহাদের প্রত্যেকের আকার ভিন্ন ভিন্ন । পিকিন হইতে সার্কি চতুষ্কোণ অন্তরে যে এক প্রকাণ্ড সেতু আছে, সেইটাই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ।

চৈনীয়েরা উত্তম রূপে অর্নবপোত নির্মাণ করিতে পারে না ; কিন্তু তাহারা যে সকল নৌকা প্রস্তুত করে, তাহা অতিশয় উৎকৃষ্ট । তাহাদের রণতরিসকল অতি অধম ; কারণ তাহাদিগকে কখন কোন ভয়ানক সাগর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই, তন্নিবন্ধন তাহারা উত্তম সূত্ৰত যুদ্ধ-জাহাজ নির্মাণের সুযোগ পায় নাই ।

কিন্তু সে বাহা হউক, চৈনীয়েরা অপরূপের শিল্প নির্মাণে অসুপার নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে । বিশেষতঃ তাহারা বেশম্নে যে সকল বস্ত্রাদি, এবং

হস্তিদন্তে যে সকল বিবিধ প্রকার জব্য-সামগ্রী
 প্রস্তুত করে, তাহাদের পারিপাট্য ও মনোহারি-
 তার নিমিত্তই তাহারা জগদ্বিখ্যাত রহিয়াছে

• উপসংহার

চীন রাজ্য এখনও সম্পূর্ণ সভ্য বলিয়া পরি-
 গণিত হইতে পারে নাই । দেশের সভ্যতা সম্পা-
 দনার্থ যে সকল বিষয়ের আবশ্যক, তদ্বিষয়ে চৈতন্য-
 দেব প্রস্তুত ন। হইবার মূলীভূত কারণ এই, যে,
 তাহারা তাহাদের ভ্রমাত্মক প্রাচীন ব্যবহার সকল
 পরিবর্তন করিতে নিতান্ত বিমুখ । চিরন্তন প্রচলিত
 অমঙ্গল পরিপূর্ণ পদ্ধতি সকলের প্রতি তাহাদের
 সান্নিধ্য আদর । “হুতন,” এই শব্দটী অ্রবণমাত্র
 তাহারা অন্যদেশীয়দের ন্যায় কর্ণদেশে হস্তার্পণ
 করে । যদিপি তাহারা এই কুসংস্কার পরিত্যাগ
 পূর্বক দেশের ব্যবহারগত নিয়ম সমূহের দোষ সং-
 শোধন করিয়া, যে কোন উপায়ে রাজ্যের জীবর্জনে
 ও উন্নতিসাধনে যত্নশীল হইত তাহা হইলে, অতি
 পূর্বকালাবধি তাহাদের রাজ্যের শাসন প্রণালী
 বান্ধব, উৎকৃষ্ট, ও সাধারণ বিদ্যোমতির বেক্লপ

উৎসাহ, তাহাতে যে তাহারা কালক্রমে কোন এক প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় জাতির ন্যায় সুসভ্য ও প্রভূত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিত, তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাহা অধ্যবসায়ই বা কোথায়, ও তাহা উৎসাহই বা কোথায়। যদি কখন ঐ সকল ভাব চৈনীয়দের চিন্তাধি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কুসংস্কার রূপ সম্মার্জনী-দ্বারা তাহা তৎক্ষণাৎ অসংস্কারাশির ন্যায় দূরে প্রক্ষেপিত হইয়া থাকে। এতদ্বিধকন তাহারা দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে যে রূপ ছিল, অদ্যাপিও তাহাবস্থায় কালযাপন করিতেছে।

“ চৈনীয়রা যে সময়ে কাসান সৃষ্টি ও বাকুন প্রস্তুত করিয়াছিল, যে সময়ে তাহারা অগ্নিস্কার মণির গুণ প্রকাশ করত তদ্বারা অমূল্য দিগ্‌দর্শন যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিল, যে সময়ে তাহারা কাষ্ঠ কলক নির্মিত অক্ষরে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিল, সেই সময়ে যে সকল ইউরোপীয় জাতি পশু-চারণ, পশুচৰ্ম্ম পরিধান, পশু মাংস ও বন্য কল মূল ভোজন করিয়া বন্য পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করিত, সেই সকল অসভ্য জাতিই এক্ষণে চৈনীয়দের ভাব-ধারা হইয়াছেন। চৈনীয়রা কখনও

ছিল, অবিকল সেইরূপই আছে । যাহা পূর্বা-
বধি চলিয়া আসিতেছে, তাহাই সর্বত্র বিস্তৃত,
তাহাপেক্ষা আর কিছুই উৎকৃষ্ট হইতে পারে না,
এই কুসংস্কারই তাহাদের উন্নতির ঘোরতর প্রা-
রোধক”

সমাপ্তোক্তি ।

